সেনসেক্স : ৮৪,৯৯৭.১৩ (+৩৬৮.৯৭)
নিফটি : ২৬,০৫৩.৯০ (+১১৭.৭০)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

হুঁশিয়ারি হাসিনার

আগামী জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লিগকে অংশ নিতে দেওয়া না হলে দলের লক্ষ লক্ষ কর্মী-সমর্থক ভোট বয়কট করবেন। বুধবার এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করেছেন শেখ হাসিনা। ৭

পর্ষদকে প্রশ্নবাণ

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় আদালতের ৫ প্রশ্নবাণের মুখে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। চাকরি বাতিলের নির্দেশে কেন বদল চাইছে পর্ষদ তা জানাতে হবে। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৪°	২৫°	২৫°	২৪°
সর্বনিম্ন	২২°	২২°	২১°	২১°

শচীনের রেকর্ড ভেঙে শীর্ষে রোহিত

১১

১২ কার্তিক ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 30 October 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 160

এ এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। শক্তিশালী রাফালে প্রথমবার উড়ে আমার দেশের প্রতিরক্ষা নিয়ে গর্ব অনুভব হচ্ছে।

-দ্রৌপদী মুর্মু

অপারেশন সিঁদুর অভিযানে পাকিস্তানের হাতে নাকি ধরা পড়েছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার স্কোয়াড্রন লিডার শিবাঙ্গী সিং। এমনই রটেছিল পাক মিডিয়ায়। বুধবার শিবাঙ্গীকে সঙ্গে নিয়েই যুদ্ধবিমান রাফালে সওয়ার হলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

এসআইআর অস্ত্রে শান

দিনহাটায় আত্মহত্যার চেষ্টা, হুংকার তৃণমূলের

নিউজ ব্যুরো

২৯ অক্টোবর : পানিহাটির পর উত্তরবঙ্গের দিনহাটা। আত্মহত্যার পর আত্মহত্যার চেষ্টায় জড়িয়ে গেল এসআইআর প্রসঙ্গ। ২০০২ সালের ভোটার তালিকা ও ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ নামের বানানের মিল না থাকায় কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগ নিয়ে এখন তোলপাড় বাংলা। পানিহাটিতে মঙ্গলবার মৃত প্রদীপ করের বাড়িতে গিয়ে দিনহাটার খবর পেয়ে বিষয়টিকে বিজেপির পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অস্ত্র করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমারের (মুখ্য নির্বাচন কমিশনার) বাবার নাম আছে ভোটার লিস্টে? ডকুমেন্ট দেখাতে পারবেন? অমিত শা'র বাবার জন্ম সার্টিফিকেট দেখাতে পারবেন। যাঁরা নির্বাচন কমিশনে কাজ করেন তাঁরা দেখাতে পারবেন?' এরপর বিজেপিকে 'শায়েস্তা' করার জন্য সাধারণ মানুষকে উপায় বাতলে দেন তিনি।

তাঁর কথায়, 'এলাকায় বিজেপি নেতারা এলে তাঁদের ঘিরে ধরবেন। বেঁধে রাখবেন। বলবেন, বাবা-ঠাকুরদার সার্টিফিকেট নিয়ে আয়, তারপর প্রচার করতে আসবি। বেঁধে রাখবেন গাছে বা পোস্টে। তবে গায়ে হাত তুলবেন না। আমরা গায়ে হাত তোলায় বিশ্বাস করি না।' পানিহাটির আত্মহত্যার ঘটনাটিকে নিয়ে তৃণমূল যে দীর্ঘ আন্দোলনে নামছে, তাও বুধবার স্পষ্ট হয়ে যায় অভিষেকের কথায়।

তর্জা রাজনীতির

- আত্মহত্যার চেষ্টা দিনহাটা-২ ব্লকের খাইরুল শেখের
- ভোটার তালিকায় নাম ভুল থাকায় বিষ খেয়েছেন বলে দাবি
- এনআরসি আতঙ্কে পানিহাটির আত্মহত্যার ঘটনাটিকেও হাতিয়ার করছে তৃণমূল

তিনি পানিহাটিতে মৃত প্রদীপ করের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'সারা বাংলায় একটাই স্বর, জাস্টিস ফর প্রদীপ কর।' এই স্লোগান নিয়ে বৃহস্পতিবার পানিহাটিতে মিছিল করবে তৃণমূল। অভিষেক বলেন, 'এসআইআর নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না। ৪ নভেম্বর থেকে বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের ক্যাম্প হবে। দলীয় কর্মীরা অতন্দ্রপ্রহরীর মতো সাহায্য করবেন। যতদিন ফর্ম বিলি হবে, আমি নিজে রাস্তায় থাকব।'

অভিষেকের মন্তব্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষ করেন, 'এসআইআর-এর পরে বাটি নিয়ে পিসি কালীঘাটে বসবেন আর অভিষেক জেলে যাবেন। সেই আতঙ্কে এসব কথা বলছেন।' তৃণমূলের পর বিজেপি শুক্রবার পানিহাটিতে মিছিল করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

আত্মহত্যার চেষ্টা করে অসুস্থ দিনহাটা-২ ব্লকের বুড়িরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জিৎপুর প্রথম খণ্ড গ্রামের বাসিন্দা ৭০ বছর বয়সি খাইরুল শেখকে কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

শংসাপত্র জালিয়াতির জাল ছড়িয়ে অন্যত্রও

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৯ অক্টোবর : জন্মমৃত্যুর ভুয়ো শংসাপত্র কারবারের জাল কতটা ছড়িয়েছে, তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন তদন্তকারী অফিসাররা থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের ঘটনায় বুধবার বাগডোগরার পুঁটিমারি থেকে ধরা পড়েছেন চক্রের আরও এক এজেন্ট। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের জালে ধরা পড়া ওই এজেন্টের নাম লালনকুমার ওঝা। ধৃতের কাছ থেকে খড়িবাড়ি সহ বিভিন্ন হাসপাতালের জাল জন্ম শংসাপত্র উদ্ধার হয়েছে। বেশ কিছু জাল আধার ও ভোটার কার্ডও উদ্ধার হয়েছে।

বুধবার বিকেলে লালনের বাড়িতে ডিডি-র একটি দল তল্লাশি চালায়। কমিশনারেটের এসিপি (ওয়েস্ট) দেবাশিস বসু বলেন, 'লালনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে জন্মমৃত্যুর ১১টি জাল শংসাপত্র, কিছু আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তকারী অফিসারদের সূত্রেই জানা গিয়েছে, খড়িবাড়ি হাসপাতালের জালিয়াতি কাণ্ডে লালন সরাসরি জড়িত বলে প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ডিডি-র গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, লালন খড়িবাড়ি সহ বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে জন্মমৃত্যুর জাল শংসাপত্র তৈরি করে দিতেন। যাঁদের আধার কার্ড নেই তাঁদের জাল জন্ম শংসাপত্র তৈরি করার পর আধার কার্ডের জন্য আবেদন করতেন। শুধু জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র করে দিতে কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা নেওয়া হত। আর জন্ম শংসাপত্র, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, পাসপোর্ট সব একসঙ্গে করানো হলে প্যাকেজে ৩ থেকে সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা পড়ত।

সন্দেহ যেখানে

- বাগডোগরার পুঁটিমারি থেকে ধৃত এজেন্ট লালনকুমার ওঝা
- তাঁর কাছ থেকে অন্য হাসপাতালের জাল শংসাপত্র ছাড়াও জাল ভোটার ও আধার কার্ড পাওয়া গিয়েছে
- ১১টি জাল জন্ম শংসাপত্রের সবই নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষের
- তাঁরা ভারত না নেপালের বাসিন্দা, তা নিয়ে সন্দেহ

গোয়েন্দারা লালনের কাছ থেকে যে ১১টি শংসাপত্র পেয়েছেন তার সবই নেপালি সম্প্রদায়ের। তাঁরা ভারতীয় না নেপালের বাসিন্দা তা-ও এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার রাতেই লালনের বিরুদ্ধে বাগডোগরা থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি আদালতে তুলে তাঁকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এদিকে, খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানিয়েছেন,

এরপর দশের পাতায়

সর্বাত্মক টোটো ধর্মঘট

কামতাপুরি সংগঠনের ডাকে সাড়া

টোটো ধর্মঘটে শুনসান ময়নাগুড়ির ট্রাফিক মোড়। বুধবার।

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : রবিবার টোটো ইউনিয়নের সভায় তৃণমূল কাউন্সিলারের হাতে মার খেয়েছিলেন এক টোটোচালক। আর তারপরই বুধবার কামতাপুর ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে ময়নাগুড়ি ব্লকে ১২ ঘণ্টার টোটো ধর্মঘটে ব্যাপক প্রভাব পড়ল। ঘটনার জেরে ময়নাগুড়িতে টোটোচালকদের উপর তৃণমূলের নিয়ন্ত্রণও বড়সড়ো প্রশ্নের মুখে পড়ছে। আইএনটিটিইউসি-র জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি তপন দে বলেছেন, 'আন্দোলনকারীদের যুক্তিসংগত কিছু দাবি রয়েছে। অফিশিয়ালি ময়নাগুড়ি ব্লকে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত কোনও সংগঠনের সদস্য তালিকা আমার কাছে নেই। দলের নাম করে শুনেছি অনেকেই তোলাবাজি করেছেন। সুনির্দিষ্টভাবে কেউ কোনও নেতার বিরুদ্ধে আমাকে অভিযোগ জানালে আমি নিজে গিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাব।'

এমনিতেই ময়নাগুড়ি ব্লকে টোটোচালকদের নিয়ে আইএনটিটিইউসি-র ২১টি ইউনিট রয়েছে। এর মধ্যে শহরে পাঁচটি ও গ্রামে ১৬টি ইউনিট রয়েছে। একেকটি ইউনিট তৃণমূলের এক-একজন স্থানীয় নেতার দখলে। অভিযোগ, এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের মতো করে টোটোচালকদের নিয়ন্ত্রণ করেন। ব্লকে সার্বিকভাবে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করার কেউ নেই। এদিন কামতাপুরি সংগঠনের ডাকে টোটো ধর্মঘটের পর অবশ্য ওই নেতাদের কেউই প্রকাশ্যে আসছেন না। টোটো ইউনিয়নের খাগড়াবাড়ি ইউনিটের নেতা আফিদুল ইসলাম রবিবার টোটোচালকদের সভায় ডেকেছিলেন। সেখানেই তৃণমূল কাউন্সিলার মিতু চক্রবর্তী এক টোটোচালকের হাতে মার খাওয়ায় পরিস্থিতি শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের হাতের বাইরে চলে যায়। টোটোচালকদের একাংশই বলছেন, রেজিস্ট্রেশন, টোটো থেকে ই-রিকশা করা সহ একাধিক নিয়মে ক্ষোভ ছিলই। তৃণমূল কাউন্সিলারের আচরণে সেই ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়েছে। এতদিন যে টোটোচালকরা তৃণমূলের মিটিং-মিছিলে নিয়মিত যেতেন তাঁরাও এদিন গাড়ি রাস্তায় নামাননি। আফিদুল এদিন কোনও মন্তব্যই করতে চাননি।

ময়নাগুড়ি টাউন ব্লক আইএনটিটিইউসির সভাপতি কল্যাণ সাহা অবশ্য দাবি করেছেন, 'আগের দিনের গণ্ডগোলের পর তৃণমূল সমর্থিত অনেক টোটোচালক আতঙ্কিত। তবে অনেক টোটোচালক

এরপর দশের পাতায়

মাদক পাচার করতে গিয়ে সাসপেন্ড কারারক্ষী

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি সংশোধনাগারে দেশলাইয়ের বাক্সে মাদক পাচার করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন এক কারারক্ষী। ধ্রুবজ্যোতি চাকি নামে ওই কারারক্ষীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বছর ৪০-এর ওই কারারক্ষী জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা। সংশোধনাগারের তরফে জানা গিয়েছে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ওই কারারক্ষীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে কর্তৃপক্ষ।

কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে থাকা বন্দিদের নিরাপত্তার দায়িত্ব যাঁদের হাতে সেই কারারক্ষীদের একজন মাদক পাচার করছিলেন সংশোধনাগারে। ফলে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে কারা মহলেও। কীভাবে এই মাদক পাচার করছিলেন ওই কারারক্ষী? জানা গিয়েছে, মোটামুটি সাতটি শিফটে কাজ হয় কারারক্ষীদের। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার শিফট ছিল ধ্রুবজ্যোতির। প্রতিদিনের মতো এদিন ডিউটিতে ঢোকার সময় গেটের দায়িত্ব থাকা জেল পুলিশকর্মী তল্লাশি করতে গিয়ে ওই কারারক্ষীর পকেটে একটি দেশলাইয়ের বাক্স পান। সেই বাক্স খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ সকলেরই। দেখা যায় পকেটে থাকা দেশলাই বাক্সে কোনও কাঠি নেই, আছে মাদক।

জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের তরফে জানা গিয়েছে, কড়া পাহারার কারণে ওই কারারক্ষী মাদক পাচার করতে সক্ষম হননি। তবে, তৎক্ষণাৎ পুরো বিষয়টি জানানো হয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। নির্দেশের পর সাসপেন্ড করা হয়েছে ওই কারারক্ষীকে। তদন্তের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

এরপর দশের পাতায়

মহাকাল মন্দিরে মিনিস্কার্টে মানা

বাংলায় সম্ভবত এই প্রথম। দক্ষিণ ভারতের মতো এবার দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে চালু হল পোশাকবিধি। মহিলা পর্যটকরা আর স্বল্পবসনা হয়ে ঢুকতে পারবেন না মন্দিরে।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে আর স্বল্পবসনারা ঢুকতে ও পুজো দিতে পারবেন না। বিদেশি মহিলাদেরও ঢুকতে হলে বা পুজো দিতে হলে অঙ্গঢাকা শালীন পোশাক পরতে হবে। ধর্মস্থানে ঢোকার ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের কিছু প্রাচীন মন্দিরে নির্দিষ্ট পোশাকবিধি প্রচলিত থাকলেও এ রাজ্যে এধরনের বিধিনিষেধ কোনও ধর্মস্থানে কোনওকালেই ছিল না। এখানে তারকেশ্বর, কালীঘাট বা তারাপীঠের মতো মন্দিরে মন্দির কমিটি বা পুরোহিতরা কখনো-কখনো ছোট পোশাক পরা মহিলাদের প্রবেশে নিরুৎসাহিত করেন, বিশেষত উৎসবের সময়। তবে এ নিয়ে এখানে আইনি বা সরকারি কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরেও এতদিন অনেক মহিলাই স্কার্ট, মিনিস্কার্ট সহ ছোট ছোট পোশাক পরে প্রবেশ করেছেন এবং পুজো দিয়েছেন। এখন এটা দৃষ্টিকটু বলে মনে করছেন মন্দির কর্তারা। আর তাই দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যশালী এই মন্দিরে ঢুকতে মহিলাদের জন্য ড্রেস কোড চালু হল। বৃহস্পতিবার থেকে কঠোরভাবে এই ড্রেস কোড মেনে মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। কোনও অর্ধঢাকা বা অশালীন পোশাকে মন্দিরে প্রবেশ করা যাবে না। তবে, মহাকাল মন্দিরের দর্শন এবং পুজোপাঠ থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হন সেই জন্য বিকল্প পোশাকের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। ড্রেস কোড অমান্য করে কেউ মন্দিরে যাতে প্রবেশ করতে না পারেন সেই জন্য পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকও বৃহস্পতিবার

এরপর দশের পাতায়

ত্রাণশিবিরের পাশে হাতি, ভীত আশ্রিতরা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : ত্রাণশিবিরে ভয়ে রাত কাটাচ্ছেন আশ্রিতরা। শিবিরের পাশেই ঘুরছে হাতির দল। বিশেষ করে হোগলাপাতা এলাকায় রেললাইনের পাড়ে, লাগাতার হাতির দলের আগমন ঘটছে। রাতের দিকে হাতির দলের হানায় বাসিন্দাদের পাশাপাশি উদ্বিগ্ন নাথুয়া রেঞ্জের বনকর্মীরাও। রাতভর হাতির দলকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে ব্যস্ত তারা।

বন্যায় বানভাসি হওয়ায় স্থানীয় অনেক বাসিন্দাই উঁচু জায়গা হিসেবে হোগলাপাতা এলাকায় রেললাইনের পাশে, ত্রাণশিবিরের ত্রিপলের নীচে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানেই কমিউনিটি কিচেনে রান্না হওয়া খাবার খাচ্ছেন তাঁরা। এখন হাতির আতঙ্কে নতুন করে ঘুম উড়েছে ওই প্লাবনদুর্গতদের। এখন হাতির দল হামলা চালালে শেষ সম্বলটুকুও হারাবেন তাঁরা। তাছাড়া প্রাণের ভয় তো থেকেই যায়।

জানা গিয়েছে, গত সোমবার ও মঙ্গলবার রাতে হাতির দল ত্রাণশিবিরের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল। তারপর থেকেই শিবিরের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক আরও বেড়েছে। তবে নাথুয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা ইতিমধ্যে বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগে থেকে নিয়মিত টহলদারি চালাচ্ছেন। যাতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন মতো আরও বনকর্মীরা দ্রুত ওই এলাকায় চলে আসতে পারেন।

স্থানীয় বাসিন্দা আশিস রায় বলেন, 'রাত বাড়লেই ত্রাণশিবিরের কাছে ধানিজমিতে হাতির দল ঢুকে পড়ছে। সেকথা ভেবে এলাকার সকলেই ভীত। শব্দবাজি ফাটিয়েও হাতির দলকে গ্রামে ঢোকাতে হিমসিম খাচ্ছেন বনকর্মীরা। তবে স্বস্তির বিষয়, ইতিমধ্যে এলাকায় কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) মোতায়েন করেছে বন দপ্তর। সন্ধ্যা নামতেই হাতির দল ঢোকার আগে, কিউআরটি টিম ও বনকর্মীরা আগাম সেখানে পৌঁছে যাচ্ছেন।'

হোগলাপাতা এলাকায় টহলদারিতে ব্যস্ত বনকর্মীরা।

> নিয়মিতই হাতির দল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। তাদের জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে বনকর্মীরা সদা সতর্ক রয়েছেন। মূলত জমিতে যতদিন ধান থাকবে, ততদিন কখনও দলছুট হাতি বা হাতির দল জমির দিকে আসতে পারে। তবে তাদের রুখতে ও স্থানীয়দের নিরাপত্তায় বন দপ্তর সদা তৎপর।
>
> **শ্যামাপ্রসাদ চাকলাদার**
> *রেঞ্জ অফিসার, নাথুয়া*

হাতির আতঙ্ক

- শিবিরের পাশেই ঘুরছে হাতির দল
- তাই ত্রাণশিবিরে ভয়ে রাত কাটাচ্ছেন আশ্রিতরা
- রাতে হাতির দলের হানায় বাসিন্দাদের পাশাপাশি উদ্বিগ্ন নাথুয়া রেঞ্জের বনকর্মীরাও
- রাতভর হাতির দলকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে ব্যস্ত তাঁরা

নাথুয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার শ্যামাপ্রসাদ চাকলাদার বলেন, 'নিয়মিতই হাতির দল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। তাদের জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে বনকর্মীরা রয়েছেন। জমিতে যতদিন ধান থাকবে, ততদিন কখনও দলছুট হাতি বা হাতির দল জমির দিকে আসতে পারে। তবে তাদের রুখতে ও স্থানীয়দের নিরাপত্তায় বন দপ্তর সদা তৎপর।'

ডিজিটাল লার্নিংয়ের জন্য বসানো হয়েছে টিভি

দেওয়ালে ছবি এঁকে পাঠ পানিঝোরায়

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৯ অক্টোবর : আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে ময়ূর। খুঁটিয়ে দেখলে নজরে পড়বে, ময়ূরের পেখমজুড়ে লেখা রয়েছে ইংরেজিতে সপ্তাহের সাতদিনের নাম। আবার কোথাও দেওয়ালজুড়ে সৌরজগৎ। আলিপুরদুয়ার জেলার রাজাভাতখাওয়া এলাকার বইগ্রাম পানিঝোরা এখন ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ। ছোট ছোট বাচ্চার জন্য গোটা গ্রামে আঁকা হচ্ছে নানা শিক্ষামূলক ছবি, যা তাদের পড়াশোনা ও মানসিক বিকাশে সহায়ক। পরিচালনায় সেই 'আপনকথা' সংস্থা।

ইতিমধ্যেই ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি ও সাদরি ভাষায় সপ্তাহের সাতদিন, বারো মাস ও ছয় ঋতুর নাম, প্রাথমিক ব্যাকরণ, সৌরজগৎ ও বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের পরিচয় আঁকা হয়ে গিয়েছে। নামতা, সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ক ছবি আঁকার প্রস্তুতি চলছে। সেইসঙ্গে ডিজিটাল লার্নিংয়ের জন্য গ্রামের একটি কমিউনিটি হলে টিভি বসানো হয়েছে, যেখানে শিক্ষামূলক ভিডিও ও মজাদার ভিডিও দেখানো হবে।

শিক্ষাবিদরা অনেক সময়ই বলেন, একেবারে খুদেরা অর্থাৎ পাঁচ বছরের মধ্যে যাদের বয়স, তারা ছবি দেখে বা খেলাচ্ছলে অনেক কিছু সহজে শিখতে পারে। যে ধারণা থেকেই প্লে স্কুলের জন্ম। সেখানে বিভিন্ন খেলনা, ছবি ও ভিডিওর মাধ্যমে বাচ্চাদের শিক্ষাদান করা হয়। গ্রামে প্লে স্কুল নেই। তবে আর আক্ষেপও নেই।

বইগ্রামে দেওয়ালচিত্র অঙ্কন চলছে।

> গ্রামের বাচ্চাদের উৎসাহিত করতে ডিজিটাল ভাবে ও গোটা গ্রামের দেওয়ালে ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করে পড়াশোনার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি ও স্কুলমুখো করার চেষ্টা করছি। গোটা গ্রামটা বইয়ের পাতা হয়ে উঠছে। আমাদের লক্ষ্য বইগ্রামকে শিশুশিক্ষাসহায়ক গ্রামে পরিণত করা।
>
> **পার্থ সাহা**
> *সম্পাদক, আপনকথা*

পানিঝোরা গ্রামের একাধিক বাড়ি ও কমিউনিটি হলের দেওয়ালকে রং ও তুলির সাহায্যে রাঙিয়ে তোলা হচ্ছে।

পুজোর ছুটি শেষ। ফের স্কুল খুলেছে। বইগ্রাম পানিঝোরায় গেলে দেখা যাচ্ছে, গ্রামের অনুরাগ ছেত্রী, শুভজিৎ রাভারা কৌতূহলী চোখ নিয়ে ড্যাবড্যাব করে ছবিগুলো দেখছে। তৃতীয় শ্রেণির অনুরাগের কথায়, 'স্কুলে তো পড়াশোনা হয়। গ্রামে এরকম ছবি আঁকা দেখতে খুব ভালো লাগছে। অনেককিছু শিখতে পারছি। স্কুলে যাতায়াতের সময়ও এগুলো দেখা যাচ্ছে, তাই পড়া মনে রাখতে সুবিধা হচ্ছে।'

আপনকথার সম্পাদক পার্থ সাহা বলছেন, 'গ্রামের বাচ্চাদের উৎসাহিত করতে ডিজিটাল ভাবে ও গোটা গ্রামের দেওয়ালে ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করে পড়াশোনার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি ও স্কুলমুখো করার চেষ্টা করছি। গোটা গ্রামটা বইয়ের পাতা হয়ে উঠছে। আমাদের লক্ষ্য বইগ্রামকে শিশুশিক্ষাসহায়ক গ্রামে পরিণত করা।'

নেতার গ্রেপ্তার দাবি

মালদা, ২৯ অক্টোবর : মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মীদের মারধর ও কোম্পানির কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা চাওয়ায় অভিযুক্ত তৃণমূল শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিকে ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। বুধবার অভিযুক্ত নেতা জয়ন্ত বসুকে গ্রেপ্তার ও কর্মীদের নিরাপত্তার দাবিতে হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি এমএসভিপির কাছে আবেদন জানান তাঁরা। আগামীতে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ কোনও পদক্ষেপ না করলে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন বলেও জানান।

হারানো/প্রাপ্তি

আমি Falguni Roy, পিতা- Suresh Chandra Roy, গ্রাম ও পোঃ বীরপাড়া, জেলা- আলিপুরদুয়ার। আমার SC সার্টিফিকেট (No: 1143/APD1/2015/B14/SC, Dt. 23.03.2015) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 8918637991. (C/118716)

অ্যাফিডেভিট

আমি Kesob Chandra Roy, পিতা- Late Santeswar Roy, ঠিকানা- উত্তর মজিদখানা, পোঃ- টটপাড়া, থানা- শামুকতলা, জেলা- আলিপুরদুয়ার। আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Reg No: 1739, Dt: 19.07.2010) Ishanth Roy-এর পরিবর্তে ভুলবশত Eshanth Roy উল্লেখ আছে। তাই ২৯/১০/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে আমার পুত্রের নাম Eshanth Roy থেকে Ishanth Roy করা হল। Eshanth Roy এবং Ishanth Roy একই ব্যক্তি। (C-118715)

•

আমার Admit Card (WBBSE), রেজিস্ট্রেশন নং 3222 034843, Roll. 80300N No. 0033 এবং Admit Card (WBCHSE) রেজিস্ট্রেশন নং 1232123695, 2023-2024, Roll. 120821 No. 1144 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 28-10-25, J.M. 1st Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার বাবা Nibas Ch Barman, Nibash Barman এবং Nibhas Chandra Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার বাবার সঠিক নাম Nibhas Chandra Barman সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এই হলফনামা পেশ করলাম। - Rima Barman, পুষনাডাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃবঃ। (C/118168)

কর্মখালি

Male/Female candidate required for a reputed Showroom of Tile, Marble & Granite at Eastern Bypass Siliguri. Experience needed in Sales, Qualification : Graduation. Salary : Negotiable. Other benefits : Bonus, incentive, mediclaim and others. Time : Saturday 10 A.M. to 12 A.M. on 01/11/2025 Call for interview, Meena : Ph- 98295-22044. (C/118387)

লোন

পার্সোনাল মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও গাড়ির লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। M : 9775137242. (C/118386)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৫৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide NIT No.- 47/BDO/DEV/PHD/APAS/JNGP/2025-26, Date :- 25.10.2025, NIT No- 48/BDO/DEV/PHD/APAS/GHP/2025-26, Date :- 27.10.2025, NIT No.-49/BDO/DEV/PHD/APAS/BDN1GP/2025-26, Date :- 27.10.2025, Last date for Submission of Bids-13/11/2025 at 03.00 pm, 15/11/2025 at 06/00 pm & 15/11/2025 at 11.00 am. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer
Phansidewa Development Block

আজ টিভিতে

বিবাহিত জীবন শুরুর আগেই কি সব শেষ হয়ে যাবে দুর্গার?
জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ অনুসন্ধান, দুপুর ১.১৫ রাম লক্ষ্মণ, বিকেল ৪.১৫ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধে ৭.১৫ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, রাত ১০.০০ মিল কল

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, দুপুর ১.০০ দাদাঠাকুর, বিকেল ৪.০০ নবাব নন্দিনী, সন্ধে ৭.০০ নাটের গুরু, রাত ১০.০০ দুজনে

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ শিমুল পারুল, দুপুর ১২.০০ তোর নাম, ২.৩০ বৌমা, বিকেল ৫.০০ অগ্নিপথ, রাত ১০.৩০ সুপার সুকন্যা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পলাতক

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মানুষ অমানুষ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অতিথি শিল্পী

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৪৫ বঙ্গারাজু, বিকেল ৪.৪৫ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ মক্ষী, রাত ১০.০০ শেরা নরসিমহা রেড্ডি

জি সিনেমা : সকাল ১০.০৩ অব তুমহারে হওয়ালে ওয়াতন সাথিয়োঁ, দুপুর ১.৩১ কিক, বিকেল ৪.৪১ সূরায়-দ্য সোলজার, সন্ধে ৭.৫৫ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, রাত ১১.০৮ হিম্মতওয়ার

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৬ স্পাইডার, দুপুর ১.৫৮ চালবাজ, বিকেল ৫.০০ বাগি, সন্ধে ৭.৩০ চোরি চোরি চুপকে চুপকে, রাত ১০.৪১ দবং

দুজনে রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

মডার্ন টাইমস বিকেল ৫.৫৫ এমএনএক্স

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৯ মম, দুপুর ২.০৬ আর্টিকল ফিফটিন, বিকেল ৪.২২ চিনি কম, সন্ধে ৬.৪৬ হমরি অধুরি কহানি, রাত ৯.০০ পরমাণু, ১১.১৪ নীল বট্টে সন্নাটা

এমএনএক্স : বিকেল ৪.২০ ফাইনাল স্কোর, ৫.৫৫ মডার্ন টাইমস, সন্ধে ৭.২৫ সুপারফাস্ট, রাত ৯.০০ ক্রীড, ১১.১০ লিটল মনস্টার্স

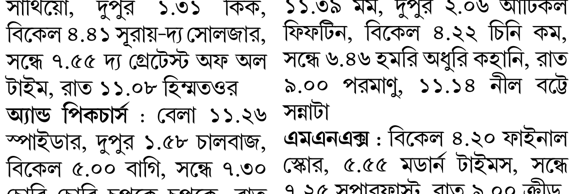
জগদ্ধাত্রীপুজো উপলক্ষ্যে ছোলার ডালের আলুর দম তৈরি শেখাবেন অরিন্দম এবং চন্দ্রিমা পান **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

ইংরেজবাজারের কোতুয়ালি ভবন। -সংবাদচিত্র

গনি ছাড়া গতি নেই, জন্মদিনে নজর সবারই

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৯ অক্টোবর : গনির নামেই আজও ভোট হয় মালদায়। মালদার রাজনৈতিক আঙিনা বরকত গনি খান চৌধুরী ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। তাঁর নামে রাজনৈতিক ফায়দা আজও তোলে কংগ্রেস ও কোতুয়ালি পরিবার। ভোটের স্বার্থে গনিবন্দনা করতে পিছুপা হন না বিরোধী নেতা-নেত্রীরাও। প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে বাম নেতৃত্বকেও গনিবন্দনা করতে গনি খানের কবরে যেতে দেখা গিয়েছে। বছর ঘুরলেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচনের আগে ১ নভেম্বর গনি খান চৌধুরীর ৯৯তম জন্মদিবস পালন যে অন্যমাত্রা নেবে, তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

মালদার জননেতা এবিএ গনি খান চৌধুরীর জন্মদিবসের প্রাকপ্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি ইশা খান চৌধুরীর উপস্থিতিতে কংগ্রেস কার্যালয় হায়াত ভবনে সম্প্রতি প্রস্তুতি বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ হালদার, মোত্তাকিন আলম, টাউন সভাপতি নুর ইসলাম মহলদার সহ ব্লক নেতারা। কংগ্রেস সূত্রে খবর, গনি খানের কবরে চাদর চড়ানো, দোয়া পাঠ, রথবাড়ি ও মুক্তমঞ্চ সংলগ্ন গনি খানের দুটি মূর্তিতে মাল্যদান সহ একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের তো বটেই, আমন্ত্রণ জানানো হবে বিরোধীদেরও। এবারের জন্মদিন পালন থেকে যে বিশেষ বার্তা দেওয়া হবে, তা অস্বীকার করছে না কংগ্রেস নেতৃত্ব।

গনি ভরসায় মালদায় আজও ভাসে কংগ্রেস। বিরোধী দলের তারকা নেতারাও মালদায় নির্বাচনি প্রচারে এলে মানুষের মন পেতে গনির নাম একাবার হলেও উচ্চারণ করেন। তৃণমূল নেত্রী তথা গনি খানের ভাগ্নি মৌসম নূর বলেন, 'গনি খান চৌধুরী সম্পর্কে আমার মামা। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতি করি। উনি কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নন। উনি রাজনীতির ঊর্ধ্বে।' ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য, 'বরকতদাকে আমি কতটা শ্রদ্ধা করি, তা বলার প্রয়োজন নেই। মুক্তমঞ্চের পাশে গনি খানের মূর্তি আমিই স্থাপন করেছি। জন্মদিনে পুরসভার তরফে মাল্যদান আমরা করে থাকি।' সিপিএম নেতা অম্বর মিত্র বলেন, 'বরকত গনি খান চৌধুরী শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলেন। এর আগে কংগ্রেসের তরফে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমরা কোতুয়ালিতে গিয়ে ওঁর কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছিলাম। এবছরও কংগ্রেস আমন্ত্রণ জানালে বিষয়টি ভেবে দেখা হবে।'

ইশা বলছেন, 'গনি খান রাজনীতির ঊর্ধ্বে। আমরা গনি খানের দেখানো পথে চলার চেষ্টা করছি। আমরা এনিয়ে কোনও রাজনীতি কখনও করি না। ওঁর আদর্শে চললেই সাফল্য আসবে।'

৭ বছরের জেল গন্ডার শিকারচক্রের মাথার

নীহাররঞ্জন ঘোষ ও সৌরভ দেব

মাদারিহাট ও জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : জেলমুক্তির পরেও গন্ডার শিকার ও গন্ডারের খড়্গ পাচার করার কাজে ফিরে আসে ওই অপরাধে আগে সাজাপ্রাপ্ত রিকচ নার্জিনারি। তাকে ফের দোষী সাব্যস্ত করে দ্বিতীয়বার সাজা ঘোষণা করল আদালত।

২০১৬ সালে আলিপুরদুয়ার সিজেএম আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজা পায় রিকচ। তিন বছর জেল খাটার পর ২০১৯ সালে ছাড়া পায় সে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'ছাড়া পাওয়ার পর থেকে আবার শিকার ও পাচার শুরু করে রিকচ। গতবছর মার্চ মাসে অসমের কামরূপ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। চলতি বছরের ৫ এপ্রিল আলিপুরদুয়ার সিজেএম আদালতে হাতির দাঁত চোরাচালানের আরেকটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাকে।' এদিকে গন্ডারের খড়্গ পাচার মামলায় রিকচকে বুধবার জলপাইগুড়ির সিজেএম আদালতের বিচারক এডউইন লেপচা ৭ বছরের জেল ও ১ লাখ টাকা জরিমানা ধার্য করেছেন। এই মামলার সরকারি আইনজীবী মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই খবরের পাশাপাশি জানান, জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও ৬ মাস জেলের সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। বিভাগীয় বনাধিকারিক জানান, বন্যপ্রাণ আইনের আওতায় এত দীর্ঘদিনের সাজা ও জরিমানা ভারতবর্ষে একটি নজির।

রিকচ সম্পর্কে পারভিন বলেন, 'নিখুঁত নিশানার শুটার। অসমের চিড়াং জেলায় শৈশব কাটে ওর। ২০০১ সালে রিকচের বাবা রবিচান নার্জিনারি সপরিবারে ফালাকাটা ব্লকের পশ্চিম শালকুমার আভারুপাড়ায় চলে আসেন। তবে অসমে থাকাকালীন মামাবাড়ির আশপাশে গন্ডার শিকারের হাতেখড়ি হয় রিকচের। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত জলদাপাড়ায় যত গন্ডার শিকার হয় তার মাথা ছিল এই রিকচ।'

রিকচের চক্র সম্বন্ধে পারভিন আরও বলেন, 'এই চোরাচালানচক্রের আরেক হোতা লুকাস বসুমাতারি ও লেকেন বসুমাতারি। লুকাস জেলে থাকলেও লেকেন গতবছর ডিসেম্বর মাসে জেলে মারা গিয়েছে। এদিনের রায় চোরাকারবারিদের মনোবল ভেঙে দেবে।'

Siliguri Mahakuma Parishad
Haren Mukherjee Road, Hakimpara
Siliguri-734001
NIeT No.- 24-DE/SMP/2025-26 &
NIeT No.- 25-DE/SMP/2025-26

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

For NIeT No.- 24-DE/SMP/2025-26
Date & time schedule for Bids of work
Start date of submission of bid: 30.10.2025 (server clock). Last date of submission of bid: 19.11.2025 (server clock)

For NIeT No.- 25-DE/SMP/2025-26
Date & time schedule for Bids of work
Start date of submission of bid: 30.10.2025 (server clock)
Last date of submission of bid: 10.11.2025 (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely- http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/- DE, SMP

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, জেলা- মালদহের ইংরেজবাজার থানার অধীন পিরোজপুর মৌজাস্থিত জে.এল. নং- ৬৯, খতিয়ান নং- সাবেক ১২৪৬, হাল ৯১৪৭, দাগ নং- আর.এস. ৭৪, এল.আর. ১০২২, পরিমাণ- ৫ শতক সম্পত্তি যাহা আমার মক্কেল ভৈরব চন্দ্র শীল মহাশয়ের নামীয় সম্পত্তি হইতেছে। তিনি উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন বলিয়া মনস্থির করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি সংলগ্ন কোনও আগ্রহী ক্রেতা সম্পত্তি খরিদ করিতে চাহিলে তাহাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে, সেই কারণে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে সম্পত্তি সংলগ্ন কোনও ক্রেতা উপরোক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে চাহিলে আমার মক্কেলের সহিত অথবা আমার সহিত নিজ ইচ্ছা জানাইয়া লিখিতভাবে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আমার মক্কেল যে কোনও আগ্রহী ক্রেতাকে সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন। সেই ক্ষেত্রে সম্পত্তি সংলগ্ন কোনও আগ্রহী ব্যক্তির দাবি মান্যতা পাইবে না।

Manoj Kumar Das
Advocate, Malda
Enrolment No. F 911/790//03

AFFIDAVIT

I, Sumit Kumar Aneja, S/o. Satish Kumar Aneja, residing at Block 01-01, Opp. Club Montana Vista, Uttarayan Township, P.O. & P.S. Matigara, Dist. Darjeeling, W.B., Pin-734010 do hereby declare and affirm that my name and surname is **SUMIT ANEJA** which is recorded Aadhar Card, PAN Card and Voter ID Card. That my name & surname has been recorded as **SUMIT KUMAR ANEJA** instead of **SUMIT ANEJA** in my Passport being No. Z3598278. That **SUMIT ANEJA** and **SUMIT KUMAR ANEJA** is same one and identical person i.e. myself being Affidavit No. 11AC 839458 before the Ld. Notary Public at Siliguri.

ABRIDGE TENDER NOTICE

e-Tenders are hereby invited by the undersigned for construction of various type of work as per NIT No- 14/HRP/DD/25-26/1st Call, Dt- 17.10.2025.
Last date of submission- 11.11.2025 upto 14.30 P.M.
Date of opening tender- 13.11.2025 after 15.00 P.M.

Sd/- EO & BDO
Harirampur Development Block &
Harirampur Panchayat Samity
Dakshin Dinajpur

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৫০/সিনি. ডিএমএম/কেআইআর/পিইউবি/ই-টেন্ডার/২০২৫-২৬/০৬, তারিখঃ ২৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ-

ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. কেটি২৫৫৬৪৮,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৮-১১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ ঃ পোর্টা কেবিনের সাপ্লাই, ইনস্টলিং ও কমিশনিং (আকার ৬০৫০ মিমি × ৩০৫০ মিমি × ২৪৪০ মিমি)। **প্রেরকঃ** এসএসই/এসআইজি/কিষানগঞ্জ, এনএফআর (বিহার), **পরিমাণঃ** ১২ টি।

দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

ডিভিশনাল ম্যাটিরিয়ালস ম্যানেজার, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সঙ্গে সামান্য বিষয় নিয়ে মতবিরোধ এবং মানসিক অশান্তি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। বৃষ : পারিবারিক কারণে ভিনরাজ্যে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। কোনও দূরের আত্মীয়ের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। মিথুন : বিলাসিতায় অপব্যয়। শরীরের দিকে নজর দিন। শ্লেষ্মাঘটিত সমস্যা হবে। কর্কট : ভ্রমণ ব্যবসায় ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান হয়ে যাবে। মায়ের রোগমুক্তি। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত কার্য্যকর হওয়ায় মানসিক তৃপ্তি। বিদ্যার্থীদের শুভ। কন্যা : রাস্তায় চলতে সতর্ক থাকুন। সামান্য কারণে পারিবারিক বিবাদ। তুলা : সমস্যা থেকে মুক্তি। পরিবারের সঙ্গে কোনও জরুরি আলোচনায় বসতে হতে পারে। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে নিজের কাজে তৃপ্তি। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগে নিজেকে শামিল করুন। ধনু : নতুন কোনও কাজে আত্মনিয়োগ করে মানসিক শান্তি। গবেষকদের জন্য শুভ। মকর : সামান্য কারণে রেগে গিয়ে কাজ নষ্ট করে ফেলার আশঙ্কা। মায়ের পরামর্শে সংসারে শান্তি ফিরবে। কুম্ভ : কাউকে অহেতুক কটু কথা বলে মানসিক অশান্তি। নিজের ভুল স্বীকার করে নিন। মীন : কর্মপ্রার্থীরা খুব ভালো খবর পাবেন। ব্যবসায় আর্থিক অচলাবস্থা কেটে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ৮ কার্ত্তিক, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১২ কাতি, সংবৎ ৯ কার্ত্তিক সুদি, ৭ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৫, অঃ ৪।৫৮। বৃহস্পতিবার, নবমী শেষরাত্রি ৪।৩৪। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ২।৩৩ গণ্ডযোগ রাত্রি ৩।২৪। বালবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৩৯ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৪।৩৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ২।৪০ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পূর্ব্বে, শেষরাত্রি ৪।৩৪ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ২।১০ গতে ৪।৫৮ মধ্য। কালরাত্রি- ১১।২১ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, শেষরাত্রি ৪।৩৪ গতে যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম্ম- দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পুজো। শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের জন্মদিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৮ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১৪ মধ্যে ও ৪।৫ গতে ৫।৪৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ১

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেলচালকের। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন সেবাগ্রাম এলাকায়। মৃতের নাম নির্মল চন্দ (৪৯)। বাড়ি অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাউয়াপাড়ায়।

এদিন সকালে ওই ব্যক্তি নিজের বাড়ি থেকে সাইকেলে চেপে জলপাইগুড়ি শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানালেন, সেই সময় পেছন থেকে আসা একটি ট্রাক তাঁকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা নির্মলকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর ট্রাকচালককে আটক করেছে পুলিশ। মৃতের ভাই উত্তম চন্দ বলেন, 'দাদা ডেকোরেটারের কাজ করতেন। এদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই দুর্ঘটনার শিকার হলেন।' ঘটনার পর পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।

পঞ্চায়েতের হেল্প ডেস্ক

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : বুধবার সকাল থেকে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭/১৫২ বুথে এসআইআর সহযোগিতা কেন্দ্রের সূচনা করে এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ ঘোষ। শতাধিক মানুষ এদিন ২০০২-এর ভোটার তালিকা সংগ্রহ করেন এবং তাঁদের নাম রয়েছে কি না, যাচাই করে নেন। এদিনের এই হেল্প ডেস্ক কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিএলএ, পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ এবং তিতলি সূত্রধর। গণেশ বলেন, 'এসআইআর ঘোষণার পর মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। অনেকে বিভ্রান্ত। তাই আমরা আজ থেকে হেল্প ডেস্ক শুরু করেছি। যাঁরা এসেছেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে ভয় দূর করছি আমরা। কোনও ক্ষেত্রে কারও সমস্যা হলেও আমরা তাঁদের পাশে থাকব।'

কলের মুখ বসল

বেলাকোবা, ২৯ অক্টোবর : জলের অপচয় বন্ধ হল বেলাকোবাতে। রবিবার এক রাতেই ছয়টি স্ট্যান্ডপোস্টের কলের মুখ চুরি যায়। খবরটি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। খবরের জেরে, বেলাকোবা জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর চুরি যাওয়া ছয়টি কলের মুখই বুধবার লাগিয়ে দিয়েছে। কলের মুখ লাগানোতে জলের অপচয় বন্ধ হয়েছে বলে জানালেন স্থানীয়রা। তাঁরা উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ধন্যবাদ জানান।

নগর পরিক্রমা

মৌলানি, ২৯ অক্টোবর : দামোদর ব্রত উপলক্ষ্যে নগর পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হল মৌলানিতে। বুধবার মৌলানি হরিসেবা থেকে এই নগর পরিক্রমা গোটা মৌলানি ঘোরে। তার আগে মঙ্গলবার হরিসেবায় মহানামযজ্ঞ ও নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। নগর পরিক্রমা শেষে কয়েক হাজার ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এদিন।

বারোঘরিয়ায় ভুয়ো ঋণের অভিযোগ

সমবায়ে তালা কৃষকদের

শুভাশিস বসাক

সমবায় সমিতির অফিসে বিক্ষুব্ধ কৃষকরা। বুধবার বারোঘরিয়ায়।

ধূপগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : আলুর পর আমন ও পাট চাষের জন্য কৃষকরা ঋণ নিয়েছেন। অথচ সেকথা জানেনেই না কৃষকদের বড় অংশ। নতুন ঋণের কথা জানতে পেরে বুধবার কৃষকরা একজোট হয়ে ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে হিসেবনিকেশ মিলিয়ে যাচাই করে দেখতে গিয়েছিলেন। সমবায়ে গিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, ২০২৩ সালে আলু চাষের জন্য তাঁরা ঋণ নিয়েছিলেন। তবে খাতায়-কলমে রয়েছে যে, পরে ফের পাট ও আমন ধান চাষের জন্যও ঋণ নেওয়া হয়েছে। তবে তাঁদের দাবি, আমন ও পাটের জন্য পরে তাঁদের কেউই ঋণ নেননি।

তাঁদের নামে স্বাক্ষর করে ভুয়ো ঋণ নেওয়ার অভিযোগে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ তাঁরা। কারা ঋণ নিয়েছে, সেকথা বর্তমান বোর্ডের কাছে জানতে চাওয়া হলেও কোনও সদুত্তর পাননি তাঁরা। ম্যানেজারও কিছু জানেন না। শুধুমাত্র খোঁজ নিয়ে দেখার মতো দায়সারা কথা বলা হলে ক্ষুব্ধ কৃষকরা এদিন প্রতিবাদস্বরূপ দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে দেন।

এদিকে, ২০২৩ সালে রাজ্য সরকারের স্পেশাল অফিসার সমবায়ের দায়িত্বে ছিলেন এবং ম্যানেজাররাই সবটা সামাল দিতেন বলে জানান জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। তবে শুধু বারোঘরিয়া সমবায়ই নয়, অনেকগুলো সমবায়েই এমন অভিযোগ রয়েছে। সৌরভ বলেন, 'স্পেশাল অফিসার দায়িত্বে থাকাকালীন তাঁরা অফিসেই আসতেন না। কৃষকদের টাকা এভাবে নয়ছয় করা যাবে না। কী ঘটেছে, না ঘটেছে সবটাই খতিয়ে দেখা হবে। তাই এবছর বারোঘরিয়া সমবায় সমিতির জন্যে ১০ কোটি টাকার ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।'

কৃষক আকবর আলি বলেন, '২০২৩ সালে আলু চাষের জন্য ঋণ নিয়েছিলাম। এখন ঋণ পরিশোধের জন্য কিস্তি দিচ্ছি। কিন্তু পাট বা আমন চাষের জন্য কেউ কোনও ঋণ নেয়নি। তবে সমবায়ের হিসেব দেখাচ্ছে নতুন করে ঋণ নেওয়া হয়েছে। এমনকি অনেকের ক্ষেত্রে স্ত্রীর নামেও ঋণ নেওয়া হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। আদতে কোনও ঋণই নেওয়া হয়নি।'

একই দাবি করে আরেক কৃষক গণেশচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'আমার আলু চাষের সময় নেওয়া ঋণ ইতিমধ্যে শোধ করে দিয়েছি। এখন আবার ঋণের কথা শুনে সমবায়ে গিয়ে দেখছি আমন ও পাট চাষের জন্যও নাকি আমি ৮২ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছি। যা আমি কোনওদিনই নিইনি। কে বা কারা ভুয়ো স্বাক্ষর করে এই ঋণের বোঝা চাপাল বুঝতে পারছি না।'

এবিষয়ে বারোঘরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির বর্তমান সেক্রেটারি বাপি আলম বলেন, 'বিগত বোর্ডের সময়ে এই ঋণ নেওয়া হয়েছে। কে বা কারা করেছে কিছুই জানা যাচ্ছে না। অনেকগুলো অভিযোগ জমা পড়েছে। পুরো বিষয়টাই তদন্ত করে দেখা হবে।'

যা ঘটেছে

- ২০২৩ সালে আমন ও পাট চাষের জন্য সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি থেকে ঋণ নিলেও সেকথা জানেন না খোদ কৃষকরাই
- ঋণের হিসেব চাইতে বুধবার কৃষকরা গেলে বর্তমান বোর্ড ও ম্যানেজারের তরফে কোনও সদুত্তর পাননি তাঁরা
- আগের বোর্ড থাকাকালীন খাতায়-কলমে কে বা কারা তাঁদের স্বাক্ষর করে টাকা নিয়েছে বলে অভিযোগ
- কোনও সদুত্তর না পেয়ে এদিন প্রতিবাদস্বরূপ সমবায়ে তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁরা

বোনাসের দাবিতে সুবর্ণপুরে বিক্ষোভ

শুভদীপ শর্মা

বাগানে আন্দোলনে শামিল শ্রমিকরা। বুধবার সুবর্ণপুরে।

ক্রান্তি, ২৯ অক্টোবর : সরকার নির্ধারিত ২০ শতাংশ হারে বোনাস ও বাগান খোলার দাবিতে ক্রান্তি ব্লকের সুবর্ণপুর চা বাগানে বুধবার বিক্ষোভ দেখালেন শ্রমিকরা। এছাড়া বাগান খোলার বিষয়ে শ্রম দপ্তরের হস্তক্ষেপ চেয়ে শীঘ্রই লিখিত অভিযোগ জানানো হবে বলে শ্রমিকরা জানিয়েছেন। ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের সুবর্ণপুর চা বাগানে ১৫০-র ওপর শ্রমিক রয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, মালিকপক্ষ সরকার নির্ধারিত ২০ শতাংশ বোনাস দেয়নি। পরিবর্তে পুজোর আগে ১৩.৭৫ শতাংশ বোনাস দিতে চেয়েছিল। এদিকে মালিকপক্ষ সরকার নির্ধারিত বোনাস না দিতে চাওয়ায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর বাগানের অফিস ঘরে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেছিলেন শ্রমিকরা। তারপর থেকেই বাগান বন্ধ হয়ে রয়েছে। এরপর এদিন ফের অফিস ঘিরে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়।

বাগানের সমস্যা মেটাতে এর আগে আইটিপিএ-তে বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েচিল। তবে একদিকে শ্রমিকরা তাঁদের ২০ শতাংশ ও মালিকপক্ষ তাদের ১৩.৭৫ শতাংশ বোনাস নিয়ে অনড় থাকায় বাগান খোলা সম্ভব হয়নি। বাগান ইউনিটের আইএনটিটিইউসি-র সম্পাদক হাসানুল হক এনিয়ে বলেন, 'মালিকপক্ষ যে হারে বোনাস দিতে চাইছে আশপাশের বাগানগুলিতে তার থেকে বেশি হারে বোনাস দেওয়া হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে এদিন বাগানে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখান।' অন্যদিকে, বাগানের শ্রমিক নির্মল রায়, হাফিজুল হক, সারথি রায়দের অভিযোগ, বাগানের শ্রমিকরা পুজোর আগে থেকেই খুব কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। মালিকপক্ষ তাদের দাবিতে অনড় রয়েছে। তবে নিজেদের প্রাপ্য চাইতে আজকের পর ফের আগামীতে তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে জানিয়েছেন।

এনিয়ে সুবর্ণপুর চা বাগানের ম্যানেজার রিয়াজ চৌধুরীর বক্তব্য, 'বাগানের নিজস্ব কোনও ফ্যাক্টরি নেই। কাঁচা চা পাতা বিক্রি করেই বাগান চলে। এবছর চা পাতার দাম ভালো মেলেনি। তাছাড়া শ্রমিকদের বোনাসের বিষয়টি শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের নিয়ে আইটিপিএ-তেই বসে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। শ্রমিকরা সেই সিদ্ধান্ত না মেনে আন্দোলনে শামিল হন। এতে আমাদের করণীয় কিছু নেই।' এছাড়া তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, বাগান বন্ধ করার কোনও ইচ্ছে মালিকপক্ষের ছিল না।

আহত তিন

চালসা, ২৯ অক্টোবর : বুধবার রাতে চালসা-বাতাবাড়িগামী জাতীয় সড়কের টিয়াবন এলাকায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় মাটিয়ালির বিডিও অভিনন্দন ঘোষের গাড়ি। এদিন রাতে বিডিও জলপাইগুড়ি থেকে গাড়িতে করে চালসার দিকে ফিরছিলেন। ওই সময় টিয়াবন এলাকায় সড়কের পাশে একটি ট্রাক দাঁড়িয়েছিল এবং চালক রাস্তার পাশেই ছিলেন। ওই সময় উলটোদিক থেকে একটি ছোট পণ্যবাহী গাড়ি বিডিওর গাড়িকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। বিডিও অভিনন্দন ঘোষ সহ ট্রাক ও গাড়ির চালককে উদ্ধার করে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

খাঁখাঁ করছে...

ক্রেতাশূন্য ক্রান্তির একটি হাট। -সংবাদচিত্র

শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা

ডুয়ার্সের হাটে কেনাকাটায় ভাটা

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ২৯ অক্টোবর : গত দু'বছর ধরে বিভিন্ন চা বাগান তাদের শ্রমিকদের প্রাপ্য অর্থ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিচ্ছে। এতে অনেক বেশি স্বচ্ছতা তৈরি হয়েছে। কিন্তু সমস্যায় পড়েছেন ডুয়ার্সের হাট ব্যবসায়ীরা। অ্যাকাউন্ট থেকে সেই অর্থ তুলে হাটে গিয়ে কেনাকাটা করতে অনেক সময়ই আগ্রহী হচ্ছেন না শ্রমিকরা। ফলে ডুয়ার্সের হাটগুলি কার্যত অস্তিত্ব সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছে।

আগে শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মজুরি নগদে দিত বাগানগুলো। সেই অর্থের বেশিরভাগটাই হাটে গিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের পেছনে খরচ করতে পারতেন শ্রমিকরা। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, অনেক সময়ই শ্রমিকরা হাটের দিন নিজেদের অ্যাকাউন্ট থেকে সেই অর্থ তুলতেই পারছেন না। অনেকে আবার বিষয়টিকে ঝঞ্ঝাট বলে মনে করছেন। ফলে কেনাকাটায় অনীহা তৈরি হচ্ছে।

পশ্চিম ডুয়ার্সের মঙ্গলবাড়ি, মেটেলি, ক্রান্তি, চ্যাংমারি, ওদলাবাড়ির হাটগুলির ব্যবসা মূলত নির্ভর করে বাগানের শ্রমিকদের ওপর। ক্রান্তির বাসিন্দা মধু বণিক দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে হাটে কাপড় বিক্রি করে আসছেন। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, 'তিন বছর আগেও একেকটা হাটে দৈনিক ১৫-১৮ হাজার টাকার বেচাকেনা হত। পুজোর মরশুমে সেটা দ্বিগুণ এমনকি তিনগুণও হত। এখন পাঁচ হাজার টাকারও ব্যবসা হচ্ছে না।'

চ্যাংমারির হাটে জুতো বিক্রেতা আবদুল সালামেরও একই অভিমত। তাঁর কথায়, 'প্রায় ৬০ শতাংশ বিক্রি কমে গিয়েছে। শ্রমিকদের হাতে যখন নগদ অর্থ দেওয়া হত তখন তাঁরা হাটে এসে কেনাকাটায় খরচ করতেন। এখন তো অনেক সময় টাকা তুলতেই পারছেন না।' ক্রান্তির বাসিন্দা তথা হাটের কাপড় ব্যবসায়ী নরেশ রায়, কমল আগরওয়াল, বিশু মহন্ত, মুদি ব্যবসায়ী বাপি সরকার, কালা বণিক সকলেরই একই বক্তব্য, ব্যবসা তলানিতে ঠেকেছে। ফলে হাটের অস্তিত্ব সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে চা শ্রমিকদের বক্তব্য, প্রযুক্তিগত বিষয় সহ এখনকার পদ্ধতির সঙ্গে তাঁরা সড়োগড়ো নন। তাই টাকা তোলায় অনীহা তৈরি হয়েছে। তাছাড়া, হাটের দিনই সময়মতো টাকা তোলা খুব সমস্যার ব্যাপার। চা শ্রমিক বিশাল ওরাওঁ বলেন, 'হাট নির্দিষ্ট দিনে বসে। ব্যাংক কিংবা অনলাইনের মাধ্যমে সবসময় নির্দিষ্ট সময়ে টাকা তোলা যায় না। ফলে যখন মজুরির অর্থ তুলছি, তখন সেটা দিয়ে স্থানীয় দোকান থেকেই জিনিস কিনে আনা হচ্ছে। হাটের ওপর এখন ততটা নির্ভরশীল হতে হচ্ছে না।' একই বক্তব্য বুলবুল ওরাওঁ সহ অন্য শ্রমিকেরও।

ধাক্কা ব্যবসায়

দু'বছর ধরে বিভিন্ন চা বাগান তাদের শ্রমিকদের প্রাপ্য অর্থ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিচ্ছে

এতে অনেক বেশি স্বচ্ছতা থাকলেও সমস্যায় পড়েছেন ডুয়ার্সের হাট ব্যবসায়ীরা

অ্যাকাউন্ট থেকে সেই অর্থ তুলে হাটে কেনাকাটা করতে অনেক সময়ই আগ্রহী হচ্ছেন না শ্রমিকরা

এর ফলে ডুয়ার্সের হাটগুলি কার্যত অস্তিত্ব সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছে

State Medical Faculty of West Bengal
14C, Beliaghata Main Road, Kolkata - 700 085
Phone:(033) 2372 0131 & (033) 2372 0181
E-mail: faculty@smfwb.in

Admission to Diploma in Pharmacy Course-2025
Session Begins from December,2025

1. Online applications are invited for admission to **Diploma in Pharmacy Courses** approved by the State Government, will be available from **06-11-2025** to **17-11-2025**. Submission of online application will be closed on **17-11-2025 at 5 p.m.**. Application Fees for such application form will be **Rs. 600/-** payable by Debit, Credit Card, UPI and Internet Banking.
2. **Eligibility**: (A) Higher Secondary (10+2) or Equivalent examination Passed with Physics, Chemistry and Biology or Mathematics Individually. Vocational stream course are not eligible for admission in D. Pharm as stated by the Pharmacy Council of India. (B) **Age**: Candidates shall complete the age 17 years on or before **31st December, 2025**.
3. For details visit our website : **www.smfwb.in** from **30-10-2025**.

Dated: 29-10-2025
Sd/- Secretary(I/C), SMFWB

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 57K 46848 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমি কোটিপতি হতে পেরে নিজেকে আমি খুবই কৃতজ্ঞ এবং আনন্দিত বোধ করছি। আমার জীবন এখন উজ্জ্বল, নতুন আশা এবং অফুরন্ত ইতিবাচকতা নিয়ে। এই সুন্দর একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা নির্মল রায় - কে 03.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বাড়িভাড়া না পেয়ে বৃদ্ধাকে ধর্ষণ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : বাড়িভাড়া না মেটানোয় ৭০ বছরের এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল বাড়িওয়ালার নাতির বিরুদ্ধে। ঘটনায় এনজেপি থানা এলাকার বাসিন্দা বাপি মোহন্ত নামে বছর ২৭-এর এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, গত সোমবার অভিযুক্ত ওই বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করেন। বিষয়টি বৃদ্ধা কয়েকজনকে জানান। এরপর প্রতিবেশীদের সাহায্যে মঙ্গলবার এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ জানান তিনি। মঙ্গলবার রাতেই এনজেপি থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। আদালত অভিযুক্তের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

অভিযুক্ত বছর তিনেক ধরে তাঁর ঠাকুমার সঙ্গে থাকছিলেন। ওই বাড়িতে নির্যাতিতা বৃদ্ধা একা ভাড়া থাকতেন। ভিক্ষাবৃত্তি করে তিনি যে টাকা আয় করতেন তার থেকে এক হাজার টাকা তিনি বাড়িভাড়া বাবদ দিতেন। পাশাপাশি নিজের সংসার চালাতেন। এদিকে পেশায় রংমিস্ত্রি বাপি বিভিন্ন নেশায় আসক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ। বৃদ্ধা চলতি মাসে বাড়িভাড়া মেটাতে পারেননি। এনিয়ে অভিযুক্ত দিনকয়েক আগে ওই বৃদ্ধার ঘরের বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, বৃদ্ধাকে প্রায়শই হুমকি দিতেন তিনি। সোমবার মদ্যপ অবস্থায় অভিযুক্ত বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করেন। যার ফলে বৃদ্ধার রক্তক্ষরণ হয়। বিষয়টি বৃদ্ধা তাঁর কয়েকজন পরিচিতকে জানান। পাড়ার বাসিন্দারা গোটা ঘটনা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পাড়ার মহিলারা একজোট হয়ে মঙ্গলবার রাতে বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে এনজেপি থানায় যান। সেখানে বিষয়টি নিয়ে বৃদ্ধা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

মঙ্গলবারই অভিযুক্ত থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এদিন বৃদ্ধাকে পুলিশ চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর নানা পরীক্ষা শুরু হয়েছে। যদিও অভিযুক্তের বাবা-মায়ের দাবি, বাপিকে ফাঁসানো হচ্ছে। যে ধরনের অভিযোগ করা হচ্ছে তা ঠিক নয়। এদিন আরও অভিযোগ ওঠে, যে মহিলারা ওই বৃদ্ধার পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের অভিযুক্তের বাবা দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এনিয়ে মহিলারা এদিন থানায় অভিযুক্তের বাবার বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করেছেন। পাশাপাশি অভিযুক্ত বাপির কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, 'যে ঘটনা হয়েছে তা লজ্জার। মানসিকভাবে কেউ অসুস্থ হলে এমনটা ঘটাতে পারে। ওই বৃদ্ধা এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনযাপন করেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে চিনি। অভিযুক্ত নেশায় আসক্ত হয়ে এর আগেও অসামাজিক কাজ করেছেন। ওঁর কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এনজেপিতে অমানবিক ছবি

ভারত সরকার পাটের জন্য উন্নত ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) ঘোষণা করছে

ভারত সরকার ছয়টি পাট উৎপাদনকারী রাজ্যে দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ১১০ টি ক্রয় কেন্দ্র এবং ১৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কৃষকদের এমএসপি সহায়তা প্রদান করছে।

JCI দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (জেসিআই) কাঁচা পাটের একটি কেন্দ্রীয় নোডাল এজেন্সি।

এমএসপি হার : ২০২৫-২৬

২০২৫-২৬ ফসল মরশুমের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে কাঁচা পাট, মেস্তা, বিমলির বিভিন্ন প্রকার এবং গ্রেডের নির্ধারিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিম্নরূপ :-

সমগ্র ভারতবর্ষে

প্রকার	গ্রেড	টিডি-১/ ডব্লিউ-১	টিডি-২/ ডব্লিউ-২	টিডি-৩/ ডব্লিউ-৩	টিডি-৪/ ডব্লিউ-৪	টিডি-৫/ ডব্লিউ-৫	
তোষা/ সাদা	টা/ কুইন্টাল	৬৩৫০	৬১৫০	৫৬৫০	৫১২৫	৪৮৭৫	
প্রকার	গ্রেড	এম ১/ গু.টিওপি	এম ২/ এস.এমআইডি	এম ৩/ এমআইডি	এম ৪/ বিওটি	এম ৫/ বি.বিওটি	এম ৬/ এক্স.বিওটি
মেস্তা/ বিমলি	টা/ কুইন্টাল	৪১৩৫	৩৯৮৫	৩৮৬০	৩৭৬০	৩৬৬০	৩৫৬০

১৯৭১ সালের গোড়া থেকেই দ্যা জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (জেসিআই) পাট চাষিদের সমর্থন করে চলছে

- ১০ বছরে এমএসপি ১৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ এর আর্থিক বর্ষে এমএসপি ২৪০০ টা: প্রতি কুইন্টাল থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫-২৬-এর আর্থিক বর্ষে এমএসপি ৫৬৫০ টা: প্রতি কুইন্টাল হয়েছে।
- এমএসপি কার্যক্রম নূতন রাজ্যগুলিতে সূচনা হয়েছে - নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, ঝাড়খণ্ড।
- কার্যদিবসের ৩ দিনের মধ্যে চাষিদের অর্থপ্রদান বন্টন করা হচ্ছে।
- ব্লক চেইন প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে ই-সাপ্লাই চেন এবং ই-অকশন প্ল্যাটফর্মগুলির বাস্তবায়নের পরিকল্পনা চলছে। স্বচ্ছতা, শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া মূল্য আবিষ্কার এবং রিয়াল টাইম ইনভেন্টারি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করা হবে।
- ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়াটি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কৃষকদের দ্রুত সংগ্রহ প্রক্রিয়াকরণের সুবিধার্থে ব্যবহার করা হবে।
- জেসিআই "একটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা" হিসেবে গত ১১ বছর ধরে জুট অ্যাগ্রোনমি ডেভলপমেন্ট প্রকল্প আই-কেয়ার চালাচ্ছে।
- (৫০%) উচ্চ ফলনশীল প্রত্যয়িত বীজের ভর্তুকিযুক্ত বিতরণ।
- উন্নত কৃষিকাজ সরঞ্জামগুলির বিনামূল্যে বিতরণ
- রেটিং অ্যাক্সেলেরেটরগুলির বিনামূল্যে বিতরণ
- বিনামূল্যে প্রদর্শনী এবং সচেতনতা কার্যক্রম
- ২০১৫ সাল থেকে ২.১৫ লক্ষ হেক্টর জমিজুড়ে ৫.৬ লক্ষ কৃষককে সুবিধা প্রদান।

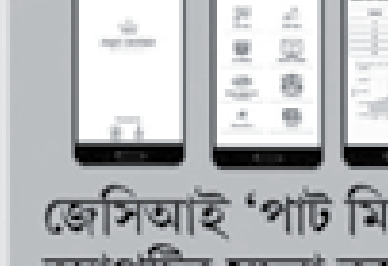

জেসিআই 'পাট মিত্র' নামক অ্যাপটির সূচনা করেছে :

- এমএসপি হার এবং ক্রয় কেন্দ্রগুলি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।
- কৃষি সংক্রান্ত পরামর্শদাতা।
- আবহাওয়ার পূর্বাভাস।
- পাটের স্থিতিমাপকের গুণগত মান।
- পাট আহরণের পরবর্তীতে পেমেন্টের স্থিতি।

গত দুই দশকে ভারত সরকারের দ্বারা এসএসপি আহরণের তুলনামূলক বিচার
(২০০৫-২০১৪ : ২০১৫-২০২৪)

২০০৫-২০১৪		২০১৫-২০২৪	
পরিমাণ (লক্ষে বেলস আনুমানিক)	মূল্য (টা: কোটিতে)	পরিমাণ (লক্ষে বেলস আনুমানিক)	মূল্য (টা: কোটিতে)
১৫	৩৮০	১৮	১৩৪৫

দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
[illegible]
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
[illegible]
The Jute Corporation of India Limited
A Government of India CPSE under Ministry of Textiles
প্রধান কার্যালয় : পাটশনভবন, চতুর্থ এবং পঞ্চম তলা, ব্লক সিএফ, একশন এরিয়া-১, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬, ফোন : (০৩৩) ২২৫২-১১০০/৬৭২০/৬৭৭০/৭১০৭/৭১০৯
ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৫২ ১৭৭১, ইমেল: jci@jcimail.in, www.jutecorp.in

পশ্চিমবঙ্গ :
আঞ্চলিক কার্যালয় (আরও) :- কলকাতা আরও, কৃষ্ণনগর আরও, বেথুয়াডহরি আরও, বহরমপুর আরও, শিলিগুড়ি আরও, কোচবিহার আরও, মালদা আরও
ক্রয়কেন্দ্র (ডিপিসি) :- [illegible]

অসম :
আঞ্চলিক কার্যালয় : গুয়াহাটি আরও, গৌরিপুর আরও, নগাঁও আরও
ক্রয়কেন্দ্র (ডিপিসি) : [illegible]

বিহার :
আরও : ফরবেসগঞ্জ, ক্রয়কেন্দ্র (ডিপিসি) : [illegible]

ওড়িশা :
আরও : ভদ্রক আরও
ক্রয়কেন্দ্র (ডিপিসি) : [illegible]

অন্ধ্রপ্রদেশ :
আরও : পার্বতীপুরম আরও
ক্রয়কেন্দ্র (ডিপিসি) : [illegible]

ত্রিপুরা :
আরও : উদয়পুর আরও
ক্রয়কেন্দ্র (ডিপিসি) উদয়পুর, তেলিয়ামুরা

CBC 41122/15/0035/2526

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

রোদ-ছায়ায়।। শিলিগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে ছবিটি তুলেছেন সাগ্নিক সূত্রধর।

সতর্ক থাকার বার্তা দিয়ে প্রচার জেলাজুড়ে

বৃষ্টির পূর্বাভাসে প্রমাদ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৯ অক্টোবর : ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে উত্তরবঙ্গ এবং পাহাড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আর এতেই নতুন করে প্রমাদ গুনছেন জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা। প্রশাসনের তরফে অবশ্য বিধ্বস্ত এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় মাইকে সতর্কতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে।

বুধবার জেলা শাসকের অফিসে আবহাওয়া সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন জেলা শাসক। তিনি জানান, পাহাড়ের পাশাপাশি ভুটানের বৃষ্টিপাতের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। সেচ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকেও বাড়তি নজরদারি রাখতে বলা হয়েছে। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ বললেন, 'কয়েকদিন আগেই বৃষ্টি এবং ভুটান থেকে নেমে আসা জলে নাগরাকাটা সহ একাধিক ব্লকে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সবেমাত্র সেই ধাক্কা আমরা সামলে উঠেছি। ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসে সবরকমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।'

বুধবার সকাল থেকেই ছিল আকাশ মেঘলা। দফায় দফায় ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও হয়। বিপর্যস্ত এলাকাগুলিতে এবার নতুন করে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে সতর্কতামূলক প্রচার চালাচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসন। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেন, 'এর মূলে রয়েছে দুটি কারণ।

প্রথমত, ঘূর্ণিঝড় মন্থা স্থলভূমিতে প্রবেশ করার পর শক্তি ক্ষয় করেছে। এর ফলে আকাশে মেঘের আনাগোনা বাড়ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। এই দুইয়ের প্রভাবে বৃষ্টি হতে পারে।' তবে চার তারিখের মতো ভয়ংকর বৃষ্টি হবে বলে মনে করছেন না তিনি। তবে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন।

৪৮ ঘণ্টায় ফের ভারী এবং অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসে সেই রাতের ভয়ংকর দুর্যোগের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে বিপর্যস্ত এলাকার বাসিন্দাদের। আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তারারবাড়ির সুচিত্রা রায় বললেন, 'এখনও ত্রিপল টাঙিয়ে শিবির করে আছি। প্রশাসনের সহযোগিতায় কোনওরকমে ঘর তৈরির কাজ চলছিল। এখন যদি ফের দুর্যোগ আসে, তাহলে তো আমাদের ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।' খাটোরবাড়ির আরতি বিশ্বাস, ভালোশ্বরী রায়ের কপালেও চিন্তার ভাঁজ।

অন্যদিকে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ভেঙে যাওয়া জলঢাকা নদীর বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করেছে সেচ দপ্তর। পাঠানো হয়েছে সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের। ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'সবরকমের পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা সতর্ক রয়েছি। অতি ভারী বৃষ্টিপাত হলে যাতে বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে কোনও সমস্যা না হয়, সেব্যাপারে আমরা আগে থেকেই প্রস্তুত।'

দুর্যোগে আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তারারবাড়িতে দুটি জায়গায়, খাটোরবাড়িতে, ডাঙ্গাপাড়ায়, ছবিরবাড়িতে বাঁধ ভেঙে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সেচ দপ্তরের তরফে প্রতিটি স্থানেই জোরকদমে বাঁধ মেরামতের কাজ চলছে। সেচ দপ্তরের ময়নাগুড়ির বিশেষ দায়িত্বে থাকা বাস্তুকার দেবাশিস মুস্তাফি জানান, নির্দেশমতো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাঁধের মূল অংশের কাজ শেষ করে ফেলা হয়েছে। দু'পাশে বোল্ডার বাঁধাইয়ের কাজ চলছে। খুব তাড়াতাড়ি সেই কাজ শেষ হবে।

এদিকে, বৃষ্টি হলেই জল বাড়তে পারে মেটেলি ব্লকের মূর্তি, কুর্তি, নেওড়া নদীতে। তাই এদিন সকাল থেকে মেটেলি পুলিশের তরফে নদীসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের মাইকিং করে সতর্ক করা হয়। বৃষ্টির সময় পর্যটকরা যাতে নদীর পাশে না যান, সেই বার্তাও দেওয়া হয় এদিন। গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত, ক্রান্তি ব্লকেও প্রচার চালানো হয়েছে।

আমগুড়িতে জোরকদমে ভাঙা বাঁধ মেরামত। -অভিরূপ দে

সিঁদুরে মেঘ

চলতি মাসের পাঁচ তারিখের প্রবল বৃষ্টিতে জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ ঘরছাড়া হন

অনেকেই এখনও বাড়ি ফিরতে পারেননি, বাঁধের উঁচু জায়গায় ঠাঁই হয়েছে

ফের বৃষ্টির পূর্বাভাসে ঘরপোড়া গোরুর মতো তাঁরা সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরাচ্ছেন

ঘোড়াকে নির্যাতন

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : একটি ঘোড়াকে হাঁটিয়ে শিলিগুড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন দুই ব্যক্তি। হঠাৎই প্রাণীটি অসুস্থ হয়ে রাস্তায় বসে পড়ে। উঠে দাঁড়ানোর জন্য ঘোড়াটিকে নির্মমভাবে মারতে থাকেন তাঁরা। মঙ্গলবার রাতে এমন অমানবিক দৃশ্য লক্ষ করে ছুটে আসেন এলাকার বাসিন্দারা। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পালান ওই দুজন। স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা, কোতোয়ালি থানার পুলিশ ও আসাম মোড়ের ট্রাফিক গার্ডরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যান। অসুস্থ প্রাণীটিকে নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ির গোশালায়।

সেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য দেবার্ঘ্য রক্ষিত বলেন, 'আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি ঘোড়াটি বসে আছে রাস্তায়। দাঁড়ানোর ক্ষমতাটুকুও নেই। জানতে পেরেছি জাতীয় সড়ক দিয়ে হাঁটিয়ে ঘোড়াটিকে দুজন ব্যক্তি শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর গোশালাতে রাখা হয়েছে। চিকিৎসা চলবে যতদিন সুস্থ না হয়।' সেই সংগঠনের সভাপতি তথা বিশিষ্ট পশু চিকিৎসক আকাশ পালচৌধুরী বলেন, 'দেখে মনে হয়েছে সারাদিন সেটিকে রোদে হাঁটানো হয়েছে, জল কিংবা খাবার কোনও কিছুই দেওয়া হয়নি। দীর্ঘপথ অতিক্রম করায় চলার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল। উপরন্তু নির্মমভাবে মারা হয়েছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। প্রচুর জল খাওয়ানোর পরে দাঁড়ানোর একটু চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শরীরে জোর নেই বলে পারেনি। স্যালাইন চললে ঠিক হয়ে যাবে।'

বুধবার জলপাইগুড়ির স্টেট অ্যানিমাল হেলথ সেন্টারের ভেটেরিনারি অফিসার ডাঃ রাজেশ্বর সিং গোশালায় গিয়ে চিকিৎসা করেন। ঘোড়াটি কিছুটা সুস্থ রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত হচ্ছে। ওই দুই ব্যক্তির পরিচয়, কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে ঘোড়াটিকে নেওয়া হচ্ছিল, সেটার খোঁজও চলছে।

ছটপুজোয় কার্নিভাল

গয়েরকাটা, ২৯ অক্টোবর : তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে দিয়ে ছটপুজোর কার্নিভালে আনন্দে ভাসল গয়েরকাটা। প্রতি বছরের মতো এ বছরও গয়েরকাটা ছটপুজো সমাজ কল্যাণ ক্লাবের উদ্যোগে আংরাভাসা নদীর স্থায়ীঘাটে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। ডুয়ার্সের ঐতিহ্যবাহী ছটপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম গয়েরকাটার পুজো। এবারের ছটপুজোয় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো সহ অন্য আধিকারিকরা। এদিন কার্নিভালে বহু মানুষ অংশ নেন।

গয়েরকাটা ছটপুজো কমিটির সদস্য রাহুল শা বলেন, 'সুশৃঙ্খলভাবে এবারের ছট উৎসব সম্পন্ন হল। সমস্ত সম্প্রদায়ের উপস্থিতি আমাদের পুজোর মূল বৈশিষ্ট্য।'

পড়ুয়ারা স্কুলে যাবে কী করে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৯ অক্টোবর : বাগানের ডায়না লাইনের বাসিন্দা অঞ্জলি ওরাওঁয়ের মেয়ে মহিমা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। তাঁর মেয়ে নাগরাকাটার একটি স্কুলে পড়ে। পুজোর পর বুধবার থেকে স্কুল খুলেছে। কিন্তু মেয়েকে এই পরিস্থিতিতে কী করে স্কুলে পাঠাবেন, সেটা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না। চোখেমুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। বললেন, 'ম্যাক্সিক্যাবে একবারের ভাড়াই ৫০ টাকা। আসা-যাওয়া মিলে খরচ হবে ১০০ টাকা। বাগানই তো বন্ধ। ওই টাকা পাব কোথা থেকে?'

আসলে প্রবল বৃষ্টিতে উড়ে গিয়েছিল টানাটানি সেতুর অ্যাপ্রোচ রোডের একাংশ। পরে সেটি মেরামত করা হলেও এখনও সেখান দিয়ে ভারী যান চলাচল শুরু হয়নি। তাছাড়া বাগানের তরফেও গাড়ি দেওয়া হচ্ছে না। ফলে যে ট্রাকে করে পড়ুয়ারা নাগরাকাটায় যেত, সেটি আর ওই অ্যাপ্রোচ রোড দিয়ে যেতে পারছে না। পুজোর ছুটির পর স্কুলগুলো খুলতে তাই এখন ঘোর সংকটে বাগানের ছাত্রছাত্রীরা। সবমিলিয়ে সংখ্যাটা ৪০০।

সমস্যা যে মারাত্মক অস্বীকার করছেন না পঞ্চায়েত প্রশাসনের কর্তারাও। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'দ্রুত বিষয়টি নিয়ে সরকারি স্তরের ওপরমহলে কথা বলব। কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।'

বামনডাঙ্গা থেকে সাত কিলোমিটার দূরের টন্ডু জুনিয়ার হাইস্কুলে প্রায় ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। আর ১৮ কিলোমিটার দূরের নাগরাকাটা হিন্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখান থেকে ২০০ পড়ুয়া যায়। এছাড়া রয়েছেন কলেজ পড়ুয়ারাও।

এদিকে, ৩ নভেম্বর থেকে নাগরাকাটা হিন্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের টেস্ট। স্কুলটির টিআইসি মনোহর সুরি বলেন, 'ট্রাকে করে বামনডাঙ্গা বাগান থেকে ২০০ ছাত্রছাত্রী আমাদের স্কুলে আসে। তাদের মধ্যে কয়েকজন এবার মাধ্যমিক দেবে। স্কুলে না এলে টেস্ট কী করে দেবে? অন্য ক্লাসের পড়ুয়াদেরও তো পড়াশোনা করতে হবে। প্রশাসনকে এ বিষয়ে জানানো হবে।'

টন্ডু জুনিয়ার হাইস্কুলের সহ শিক্ষক সুরেশ মাহাতো জানালেন, এদিন স্কুল খুললেও গাড়ি না থাকায় বামনডাঙ্গা থেকে একজন পড়ুয়াও আসেনি। পরে শিক্ষকরা সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'এদিন ওই এলাকায় গিয়ে সমস্যার কথা জানতে পেরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আমরা চারজন করে শিক্ষক নিজেরাই সেখানে প্রতিদিন যাব। একটি প্রাথমিক স্কুলে ক্লাস করানো হবে। সেটাও হাতির হামলায় ভেঙে গিয়েছে।' তবে দ্রুত যাতায়াতের সমস্যাটি দূর করা প্রয়োজন, সেটাও স্বীকার করে নিলেন তিনি। বাগানের কর্ণধার ঋত্বিক ভট্টাচার্য বলছেন, 'দুর্যোগে বামনডাঙ্গা লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। বাগানে কাজ হচ্ছে না। সরকারি সহযোগিতার দিকে তাকিয়ে রয়েছি।'

জয় বাংলা লাইনের রাজু লোহারের স্বগতোক্তি, বাগান কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে এই পরিস্থিতিতে আগের মতো গাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। ছেলেমেয়েদের যে কী হবে, ওপরওয়ালাই জানেন।

অ্যাপ্রোচ রোড নেই, গাড়িও নেই

ট্রাকে বাগান থেকে নাগরাকাটায় বামনডাঙ্গার স্কুল পড়ুয়ারা। -ফাইল ছবি

তৃণমূলের সভা

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি ঘোষণা নিয়ে বুধবার দলের ১৫টি সাংগঠনিক কমিটির ব্লক সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করেন জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ। নতুন এবং পুরোনো সকল সদস্যকে নিয়েই জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা সভাপতি। এদিনের আলোচনায় ব্লক সভাপতিদের জানানো হয় ব্লকের যেসব গুরুত্বপূর্ণ নেতা ব্লক কমিটি থেকে বাদ গিয়েছেন তাঁদের বেশিরভাগকেই জেলা কমিটিতে আনা হয়েছে। বৈঠকে এসআইআর নিয়েও আলোচনা হয়। বিজেপির চক্রান্তে যাতে একজন বৈধ ভোটারের নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায় সেদিকে ব্লক সভাপতি এবং দলের কর্মীদের কড়া নজর রাখতে বলেছেন মহুয়া।

স্মারকলিপি

বানারহাট, ২৯ অক্টোবর : বুধবার চুনাভাটি চা বাগানের বাসিন্দারা র‍্যাশন পরিষেবার খামতির বিষয়গুলি নিয়ে বানারহাট ব্লক খাদ্য দপ্তরের আধিকারিককে ডেপুটেশন দেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, দুয়ারে র‍্যাশন পরিষেবা এলাকায় অনিয়মিত। র‍্যাশন কখন, কোথায় বিলি করা হবে আগে থেকে জানানো হয় না। ফলে গ্রাহকরা র‍্যাশন তুলতে পারছেন না। চামুর্চি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান ধানু মুর্মু বলেন, 'র‍্যাশন পরিষেবার নির্দিষ্ট সময়সূচি ও স্থান আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া উচিত এবং যাতে র‍্যাশন নিতে গিয়ে কাজ বন্ধ রাখতে না হয়, সেই বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসন দেখুক।'

চার দফা দাবি

ধূপগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : ব্লকের দুর্যোগকবলিত মানুষের তরফে চার দফা দাবিতে বুধবার ধূপগুড়ি ব্লকের বিডিও এবং মহকুমা শাসককে গণডেপুটেশন দিলেন সিপিএমের ধূপগুড়ি এরিয়া কমিটির নেতা-কর্মীরা। এদিন স্থানীয় কলেজ রোডে দলীয় দপ্তর থেকে মিছিল করে বিডিও অফিস চত্বরে পৌঁছে ব্লক ও মহকুমা আধিকারিকের কাছে লিখিত দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়। দুর্গত এলাকার পলি সরিয়ে বসতি এবং কৃষিজমি উদ্ধার ও বণ্টন, জলঢাকার বাঁধের আমূল সংস্কার, রেললাইন এবং ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন এবং গৃহহীন মানুষের আবাসের ব্যবস্থার দাবি জানানো হয় ডেপুটেশনে।

এসআইআর নিয়ে ভিড় বাড়ছে অফিসে, বাড়িতে

মহা 'ফ্যাসাদে' শাসক নেতারা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সোমবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) ঘোষণা করেছেন। মঙ্গলবার থেকে সেই প্রক্রিয়া শুরুও হয়ে গিয়েছে। এই আবহে সাধারণ মানুষের মনে একাধিক প্রশ্ন জাগ্রত হচ্ছে। অনেকেই এসআইআরের পুরো বিষয়টি ধাতস্থ করার চেষ্টা করছেন। রাজনৈতিক দলগুলিও বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জটিয়াকালী, ফুলবাড়ি এলাকাগুলিতে দেখা যাচ্ছে এক অন্য ছবি। রাজ্যের শাসকদলের নেতাদের দেখলেই সেখানকার বাসিন্দারা একাধিক প্রশ্ন করছেন। যার উত্তর দিতে গিয়ে একপ্রকার 'নাজেহাল' অবস্থা ওই এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের।

সকাল-বিকাল, ঘরে-বাইরে যেখানেই নেতাদের দেখছেন সেখানেই প্রশ্ন উঠছে, বিএলও এলে কোন কাগজ দেখাব? তাছাড়া কাগজ দেখালেই কাজ হবে তো? বুধবার সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ রায়ের বাড়িতে ফুলবাড়ির সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা জমায়েত করেন। প্রশ্ন একটাই, পুরোনো কাগজপত্র নেই। সেক্ষেত্রে কী হবে? দল পাশে রয়েছে এই বাক্যে আশ্বস্ত করতে পেরে কার্যত হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন দিলীপ। এদিকে, পার্টি অফিসে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই সেখানে হাজির বেশ কয়েকজন। তাঁদেরও সেই একই প্রশ্ন।

দিলীপ বলেন, 'বাড়িতে, পার্টি অফিসে অনেকে আসছেন। এখন শুধু তৃণমূলের ওপর মানুষের ভরসা রয়েছে। শুধু আশ্বস্ত করে মানুষদের ছাড়ছি না, তাঁদের পাশে আমরা থাকছি। প্রতিটি বুথে আমাদের দলের নেতা-কর্মীদের বাসিন্দাদের পাশে থাকতে বলেছি।'

বাংলাদেশে সীমান্ত লাগোয়া ফুলবাড়ি, জটিয়াকালী এলাকাগুলি বাংলাদেশের নাগরিকে ছেয়ে গিয়েছে বলে অতীতে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে। সীমান্ত পেরিয়ে এই এলাকায় এসে পরিচয়পত্র বানানো, স্থায়ী আস্তানা তৈরি করেছেন এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের।

এরই মধ্যে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এই অঞ্চলে বসবাসকারী অনেকেই ২০০২ সালের পর বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসে ভোটার কার্ডের পাশাপাশি অন্যান্য পরিচয়পত্র বানিয়েছেন বলে অভিযোগ।

ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রফিকুল ইসলামের কাছে এলাকার মানুষের ভিড় বাড়ছে। এসআইআর নিয়ে এলাকার অনেক মানুষ যে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন রফিকুলও। তাঁর কথায়, 'সকলকে একই জবাব দিতে হচ্ছে। এলাকার মানুষদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রয়েছে। তবে তারপর কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তা থাকেই। আমরা সকলের পাশে রয়েছি, সেই কথা বারে বারে বলছি।'

এদিকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন তৃণমূল নেতারা। তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশি, রোহিঙ্গাদের এখানে নিয়ে এসে তৃণমূল ভোটব্যাংক বানিয়েছে। যারা অবৈধ ভোটার তাদের নাম কাটা যাবে। আর এতে তৃণমূল নিজেদের ভোটব্যাংক নষ্ট হওয়ার ভয়ে ভুগছে। তাই তারা বৈধ ভোটারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।'

প্রশ্নে জর্জরিত

- এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই সধারণ জনগণের মনে একাধিক প্রশ্ন জাগছে
- মানুষকে বোঝাতে সচেষ্ট রাজনৈতিক দলগুলিও
- বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জটিয়াকালী, ফুলবাড়ি এলাকাগুলিতে নেতাদের দেখলেই প্রশ্ন

'স্মার্টফোন কেনা সম্ভব নয়'

চালসা, ২৯ অক্টোবর : রাজ্য সরকারের তরফে সম্প্রতি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোন কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্মার্টফোন কেনার জন্য যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছে তাতে ১০ হাজার টাকায় ওই মানের মোবাইল কেনা সম্ভব নয়। পাশাপাশি, যাঁরা অনলাইন 'পোষণ' অ্যাপে কাজের জন্য আগেই মোবাইল কিনেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে কী হবে? বুধবার এরকম একাধিক দাবির ভিত্তিতে মাটিয়ালি সিডিপিও-র কাছে স্মারকলিপি জমা দিল পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতির মেটেলি ব্লক কমিটি। এদিন মাটিয়ালি ব্লকের বিভিন্ন এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা চালসার সিডিপিও অফিসের সামনে জমায়েত করেন। একাধিক দাবির ভিত্তিতে স্লোগান দেন তাঁরা। এদিনের ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে সিডিপিও অফিসে মোতায়েন ছিল মেটেলি থানার পুলিশবাহিনী।

চাওয়াই নদীতে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে মাছ ধরা হচ্ছে।

বিদ্যুতের স্পর্শে হারিয়ে যাচ্ছে নদীয়ালি মাছ

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২৯ অক্টোবর : কিছু মাছ শিকারি দিনদুপুরে নদীতে ব্যাটারি ব্যবহার করে বিদ্যুতের শক দিয়ে মাছ ধরছে। বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পথে বিভিন্ন প্রজাতির নদীয়ালি মাছ। রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সারিয়ামের পাখরিতলার চাওয়াই নদীতে মাছ ধরার এই অবৈধ কারবারিদের নিয়ে এমনই অভিযোগ উঠেছে স্থানীয়দের মধ্যে।

পঞ্চায়েত সদস্য ঊর্মিলা রায় জানান, বিষয়টি তাঁর জানা নেই। বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, কিছু বহিরাগত বাইকে এসে এবং স্থানীয়দের নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে ব্যাটারির সাহায্যে বিদ্যুতের শক দিয়ে মাছ ধরছে। সব জানা সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করেনি।

পিঠে স্কুল ব্যাগের মধ্যে ব্যাটারি রেখে দুটি লাঠির মাথায় লোহার রডে বিদ্যুতের তার লাগিয়ে সেই তার সংযোগ করে দেয় ব্যাটারিতে। নদীতে যে জায়গায় মাছ থাকে নেগেটিভ ও পজিটিভ তার দুটি ওই জায়গায় লম্বা লাঠির সাহায্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মাছগুলি নদীতে ভেসে ওঠে।

নদী বিশেষজ্ঞ অরূপ গুহ বলেন, 'এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ বেআইনি ও ক্ষতিকারক। যারা মাছ ধরছে তাদেরও প্রাণসংশয় হতে পারে। এতে কেবল মাছ নয় অনেক জলজ প্রাণীরও মৃত্যু ঘটে। একটা মাছের জায়গায় মৃত্যু হয় হাজার মাছের। সেইসঙ্গে সদ্য ডিম ফুটে বেরোনো মাছও মারা যায়। বিভিন্ন অবৈধ পদ্ধতি অবলম্বন করে নদী থেকে মাছ ধরার ফলে নদী থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির সুস্বাদু মাছ। নদীয়ালি মাছও বিপন্ন তালিকায় চলে গিয়েছে। এটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।'

কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গোপাল পোদ্দার এ সম্পর্কে জানান, সংবাদমাধ্যমে তিনি জেনেছেন। আগামীকালই এর বিরুদ্ধে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

পুজোর ছুটিতে দুই স্কুলে চুরি

চালসা, ২৯ অক্টোবর : পুজোর ছুটি শেষে বুধবার থেকে খুলল স্কুল। এদিকে সকালে পড়ুয়ারা স্কুলের ক্লাসরুমে ঢুকে দেখতে পায় সিলিং ফ্যান উধাও। ভাঙা জানলা। ক্লাসরুমের বিদ্যুতের ওয়্যারিংয়ের তারও ছেঁড়া। এরপরই পড়ুয়ারা বিষয়টি জানায় শিক্ষকদের। মেটেলি ব্লকের চালসা গয়ানাথ বিদ্যাপীঠের পাঁচটি শ্রেণিকক্ষের মোট ২১টি সিলিং ফ্যান চুরির ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পরে বিদ্যালয় সংলগ্ন আবর্জনা ফেলার কুয়োর মধ্যে ফ্যানগুলিকে পাওয়া গেলেও সেগুলির কয়েল নেই। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইন্দ্রজিৎ রাউত বলেন, 'চুরির বিষয়টি মেটেলি থানায় লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।'

চুরি হয়েছে একই চত্বরে থাকা চালসা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়েও। স্কুলটির জানলা ভেঙে জল তোলার মোটর চুরি হয়েছে। চুরির বিষয়টি জানার পরেই স্কুলের তরফে খবর দেওয়া হয় মেটেলি থানায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। খবর পেয়ে স্কুলে যান গয়ানাথ বিদ্যাপীঠের পরিচালন সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান। তিনি বললেন, 'পুজোর ছুটির মধ্যেই এই চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। মেটেলি থানার পুলিশ এসে তদন্ত করছে।'

চালসা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিমলেন্দু সিংহ রায় জানালেন, স্কুলের অফিস ঘরের ভিতরে থাকা মোটর চুরি হয়েছে। জানলা, দরজা সহ আলমারিও ভাঙা হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ চুরির বিষয়টি মেটেলি থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছে।

বাউল উৎসব

ওদলাবাড়ি, ২৯ অক্টোবর : দক্ষিণ ওদলাবাড়ি কালী মন্দির প্রাঙ্গণে নবীন ও প্রবীণ মহিলাদের মেলবন্ধনে রাস উৎসব উপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ বাউল ও লোকসংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ৫ নভেম্বর রাস উৎসবের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। আয়োজক কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা লীলা সরকার বলেন, '৬, ৭ ও ৮ নভেম্বর এই তিনদিন ধরে বাউল ও লোকসংস্কৃতি উৎসব হবে।'

মানুষ-বুনো সংঘাত রুখতে ফলের গাছ

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : মানুষ ও বন্যপ্রাণীর মধ্যে সংঘাত কমাতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে বন দপ্তর। জঙ্গলের মধ্যে ফলের গাছ লাগিয়ে বন্যপ্রাণীদের জন্য খাবার তৈরি করার কথা ভাবা হয়েছে। খাবারের খোঁজে মাঝেমধ্যে বন্যপ্রাণী লোকালয়ে হানা দেয়। এই ঘটনা আটকাতে এমন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর জন্য বন দপ্তর নিজস্ব নার্সারিতে বিভিন্ন প্রজাতির ফলের গাছ তৈরি করছে। আগামী বর্ষার মরশুমে এইসব ফলের গাছগুলি বিভিন্ন বনাঞ্চলে লাগানো হবে। বনকর্তাদের ধারণা, এই গাছগুলিতে ফল ধরতে শুরু করলে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর মধ্যে সংঘাত অনেকটা কমে যাবে।

জলপাইগুড়ির একাধিক রেঞ্জে ইতিমধ্যে বন্যপ্রাণীদের প্রিয় ফলের গাছের চারা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কাঁঠাল, চালতা, আমলকী, জাম, লটকা, পেয়ারা সহ প্রায় ২৫ রকম প্রজাতির ফলের গাছের চারা ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলেছে বন দপ্তর। জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও) বিকাশ ভি বলেন, 'এই গাছের চারাগুলি পরীক্ষামূলকভাবে লাগানো হবে। সাধারণত ১০ একর জমিতে আড়াই হাজার গাছ লাগানো হয়। এর মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ শাল গাছ এবং বাকি ৪০ শতাংশ ফলের গাছ থাকবে। এই গাছগুলি বড় হয়ে ফল দিতে আট থেকে দশ বছর সময় লাগবে। তারপর বোঝা যাবে এই উদ্যোগের কতটা সুফল মিলছে।'

যখনই লোকালয়ে বন্যপ্রাণী চলে আসে তখন সবচেয়ে বেশি একটা কথাই শোনা যায় তা হল, জঙ্গলে খাদ্যের অভাব। তাই হাতি, হরিণ, বাঁদর খাদ্যের খোঁজে বারবার লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। পাশাপাশি ডুয়ার্সের বহু এলাকায় বাঁদরের দল প্রায়ই উপদ্রব করে। পরিবেশপ্রেমী ও বন বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মতে, জঙ্গলে খাদ্যের অভাব এই সমস্যার মূল কারণ। চলতি বছর ৫ অক্টোবর পাহাড়ে টানা বৃষ্টির জেরে যখন জলঢাকা নদীতে প্রবল জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তখন জলপাইগুড়ির প্রায় ৪৮ হেক্টর বনভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তারপর থেকে লোকালয়ে হাতির হানা আরও বেড়ে গিয়েছে। ময়নাগুড়ি শহর, ওদলাবাড়ি, নাগরাকাটা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় লোকালয়ে হাতি ঢোকার ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত বনভূমিতে নতুন গাছ লাগানোর পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের জন্য খাদ্যের সংস্থান করা হচ্ছে।

নার্সারিতে তৈরি হচ্ছে গাছের চারা। -সংবাদচিত্র

> সাধারণত ১০ একর জমিতে আড়াই হাজার গাছ লাগানো হয়। এর মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ শাল গাছ এবং বাকি ৪০ শতাংশ ফলের গাছ থাকবে। এই গাছগুলি বড় হয়ে ফল দিতে আট থেকে দশ বছর সময় লাগবে।
>
> **বিকাশ ভি**
> *জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার*

তৎপর ইডি

পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযান চালিয়ে তারাতলায় এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে এক কোটির বেশি টাকা ও দশ কোটি মূল্যের সোনা উদ্ধার করল ইডি।

খুনে ধৃত দুই

পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডে ২ জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। একটি হোটেল থেকে তরুণের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের কারণ জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

২০ বর্ষপূর্তি

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত গবেষণার ২০ বছর পূর্তি হল বুধবার। উপস্থিত ছিলেন আইআইটি ভুবনেশ্বরের অধিকর্তা ডঃ আশিস ঘোষ।

ফল প্রকাশ

৩১ অক্টোবর উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের ফলপ্রকাশ। আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়েবসাইটে ঘোষণা করল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। দুপুর দু'টোয় ফল দেখতে পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে।

আকাশের নাকি মন খারাপ...

মন্থার জেরে ঝেঁপে বৃষ্টি কলকাতায়। -রাজীব মণ্ডল

জোড়া চাপে বিএলওরা

কাজে যোগদানের সময় বাঁধল কমিশন

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার ১২টার মধ্যে কাজে যোগ না দিলে 'বিদ্রোহী' ১৪৩ জন বিএলওর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। বুধবার জেলা শাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে এই বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। কাজে যোগ না দিলে সংশ্লিষ্ট বিএলওদের নামের তালিকা বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার পর সিইও দপ্তরে পাঠাতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিএলও-দের বিরুদ্ধে কমিশনের বিধি অনুযায়ী শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে সাসপেন্ড পর্যন্ত করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন সিইও দপ্তরের এক আধিকারিক।

এবার ৮০ হাজার বুথে বিএলও নিয়োগ নিয়ে সমস্যা গোড়া থেকেই। ঘাটতি মেটাতে বিরাট সংখ্যক শিক্ষকদের বিএলও হিসেবে নিয়োগ করতে হয়েছে কমিশনকে। অন্যদিকে শিক্ষকদের একটা বড় অংশের দাবি, বিএলওর দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করতে গেলে স্কুলের পঠনপাঠন লাটে উঠবে। স্কুলের পঠনপাঠনে অভিযোগ উঠলে ছেড়ে কথা কইবে না রাজ্য সরকার এবং স্কুল পরিচালন সমিতি। এর ওপর আছে বিএলও'দের কাজে নিরাপত্তার ঝুঁকি। বিএলওদের তরফে নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যনির্বাচনি আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সেই দাবির বিষয়ে দিল্লির বৈঠকে আলোচনাও হয়। কিন্তু এসআইআর ঘোষণার দিনে মুখ্যনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিএলওর দায়িত্ব একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। রাজ্য সরকারকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। কলকাতায় মুখ্যনির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'জেলা শাসক,

> জেলাশাসকদের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দায়িত্ব পালন করতেই হবে। কোনও অজুহাতেই বিএলওর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না। এরপরেও বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার মধ্যে জেলায় জেলায় তাঁরা যদি কাজে যোগ না দেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের বিরুদ্ধে সাসপেন্ডের মতো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করতে পারে কমিশন।

অতিরিক্ত জেলা শাসক, মহকুমা শাসক এদের হাতে সিআরপিসি অ্যাক্টে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে। বিএলওদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে।'

রাজ্যের প্রায় ৬০০-র বেশি বিএলও দায়িত্ব পালনে সরাসরি অস্বীকার করে জেলা প্রশাসনকে চিঠি দিয়েছিলেন। এদিকে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে এসআইআর সংক্রান্ত বিএলওদের বিশেষ প্রশিক্ষণ। সেই প্রশিক্ষণেও তাঁরা যোগ দেননি। সিইও দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'নির্দিষ্ট সময়ে বিএলওরা কাজ শুরু না করলে তালিকা সংশোধনের কাজে প্রভাব পড়তে বাধ্য। বিএলওরাই ভোটার তালিকার ভিত্তি মজবুত করেন। দায়িত্ব না নিলে সমগ্র প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে।'

আগামী ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হবে বাড়ি বাড়ি ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ। যার দায়িত্ব এই বিএলওদের। এই পরিস্থিতিতে বিরাট সংখ্যক এই বিএলওরা কাজে যোগ না দিতে চাওয়ায় উদ্বিগ্ন কমিশন।

তবে এদিন জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে 'বিদ্রোহী বিএলও'দের অবিলম্বে কাজে ফিরতে নির্দেশ দিয়ে বার্তা দিয়েছেন সিইও। সিইও দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'জেলাশাসকদের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দায়িত্ব পালন করতেই হবে। কোনও অজুহাতেই বিএলওর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না। এরপরেও বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার মধ্যে জেলায় জেলায় তাঁরা যদি কাজে যোগ না দেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের বিরুদ্ধে সাসপেন্ডের মতো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করতে পারে কমিশন।'

এখন দেখার কমিশনের এই কড়া বার্তায় বিএলওরা কাজে যোগ দেন কিনা। অন্যদিকে যদি তাঁরা কমিশনের নির্দেশ অমান্য করে বৃহস্পতিবারও কাজে যোগ না দেন, সেক্ষেত্রে কমিশন তাঁদের বিরুদ্ধে কতটা কড়া পদক্ষেপ করেন সেদিকেও দৃষ্টি রয়েছে সকলের।

হুমকি শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : এসআইআর-এর কাজ শুরুর আগেই বিএলওদের ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করল বিজেপি। তৃণমূলের হাতে তামাক খেয়ে বিএলওরা যাতে কাজ না করেন, তার জন্য বিহারের দৃষ্টান্ত দিয়ে জেলে পাঠানোর হুমকি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

৪ নভেম্বর থেকে শুরু হবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ। যার দায়িত্ব বিএলওদের। বিএলওরা যে আদতে রাজ্য সরকারি কর্মচারী, সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করে দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, মনে রাখবেন আপনারা আসলে রাজ্য সরকারের কর্মচারী। কমিশনের কাজটা আপনাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব। ভোট আসবে যাবে। ভোট শেষ হলে কমিশনও শেষ। কিন্তু রাজ্য সরকার থাকবে। আর আপনাদের সেই সরকারের অধীনে কাজ করতেই হবে। ফলে কারোর প্ররোচনায় ভোটার তালিকা থেকে বৈধ ভোটারদের নাম কাটবেন না।

মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশকে কার্যত বিএলওদের প্রভাবিত করার চেষ্টা বলে মনে করে বিজেপি। তৃণমূলের হুমকিতে যাতে বিএলওরা প্রভাবিত না হন, তার জন্য বিহারের দৃষ্টান্ত টেনে পালটা চাপ তৈরি করছে বিজেপি।

ভোটার তালিকা সংশোধনে বিএলওদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনিতেই কমিশনকে বিএলও সরবরাহের দায়িত্ব রাজ্য প্রশাসনের। বিজেপির অভিযোগ, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জেলায় জেলায় দলের সক্রিয় কর্মীদের বিএলও করা হয়েছে। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার এক বিএলওর বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। অভিযোগ, দিব্যেন্দু সর্দার নামে ওই বিএলও স্থানীয় পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি এবং তৃণমূলের সক্রিয় সদস্য।

এদিন বিএলওদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, বিজেপির কথা শুনবেন না। কমিশনের কথা শুনুন। মনে রাখবেন, 'বেআইনি কাজ করার জন্য বিহারের ৫২ জন বিএলও এখনও জেলে আছে, জামিন পায়নি। এখানেও তৃণমূলের কথা শুনে চললে বিহারের মতো জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। তার জন্য সব তথ্য, নথি আমরাই জোগাড় করে দেব কমিশনকে। কোনও পার্টি, কোনও দাদা-দিদির কথা শুনবেন না। শুনলে বিহারের মতো জেলই আপনার ঠিকানা হবে।' ইতিমধ্যেই দলীয় এজেন্টদের শুভেন্দু নির্দেশ দিয়েছেন, বুথে বুথে বিএলওদের ওপর নজরদারি করাই তাঁদের মূল কাজ।

এই নজরদারিতেই খড়্গপুরের কয়েকজন বিএলও তৃণমূলের সভায় যাওয়ার ছবি ভাইরাল হয়। তা নিয়ে কমিশনে অভিযোগ জানানোয় সেই বিএলওদের সরিয়ে দিয়েছে কমিশন।

আদালতের পাঁচ প্রশ্নবাণ পর্ষদকে

৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরির মামলা

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় আদালতের ৫ প্রশ্নবাণের মুখে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। একক বেঞ্চে চাকরি বাতিলের নির্দেশে ভুল কোথায় ছিল, যোগ্যদের ছেড়ে অযোগ্যদের চাকরির অভিযোগ কেন, এস বসুরায় কোম্পানির ভূমিকা নিয়োগ প্রক্রিয়াতে ছিল কি না, সংশোধনী নিয়মমাফিক হয়েছিল কি না, রাজ্যের অনুমতির ভিত্তিতে তা হয়েছিল কি না—এই নিয়ে পর্ষদের অবস্থান জানতে চাইল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার এই সংক্রান্ত শুনানিতে রাজ্য এবং পর্ষদের থেকে বেশ কিছু বিষয়ে স্পষ্ট হতে চেয়েছে আদালত। তবে সম্পূর্ণ বিষয়টিকে এদিনও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বলে অভিযোগ করেছেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

একক বেঞ্চ ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল। ওই নির্দেশ কেন বাতিল চাইছে পর্ষদ তা জানাতে হবে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অযোগ্যদের নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে। পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদা সহ একাধিক জেলায় টাকার বিনিময়ে অযোগ্যদের চাকরি দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে পর্ষদের বক্তব্য জানতে চায় আদালত।

ওএমআর শিটের দায়িত্বে থাকা এস বসুরায় কোম্পানি কি শুধুই ২০১৪ সালের টেট পরিচালনা করেছে না নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও ওই সংস্থার ভূমিকা ছিল তা জানাতে হবে পর্ষদকে। নিয়োগ সংক্রান্ত রুল সংশোধন করা হয়েছিল। ওই সংশোধন নিয়ম মেনে হয়েছিল কি না, তা জানতে চায় আদালত। সংশোধনী অনুসারে প্রাথমিক জেলা শিক্ষা পর্ষদ বা ডিপিএসসি'র হাত থেকে পর্ষদের চেয়ারম্যানের কাছে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছিল।

পরবর্তীতে পর্ষদের নির্দেশে এস বসু রায় কোম্পানির হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়। এই অভিযোগে পর্ষদের বক্তব্য কী তা জানতে চায় হাইকোর্ট। ওই সংশোধনী রাজ্যের অনুমোদন অনুসারে হয়েছিল কি না তাও জানাতে হবে। আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এদিন অভিযোগ করেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ঘটেছে। এই সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া বেআইনি। বোর্ডের নির্দেশে ওই সংস্থা সব কাজ করেছিল।

নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যের অনুমতিবিহীন এই ধরনের কাজে সংস্থাকে নিযুক্ত করা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কোনও তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়নি রাজ্য অনুমোদন দিয়েছিল। সিবিআইয়ের চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৭ সালে ৭৫২ জন অসফল প্রার্থীর তালিকার মধ্যে ৩০০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও মানিক ভট্টাচার্য বিষয়টি সম্পর্কে অবগত।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অফিসে ৭৬৭ জনের তালিকা তৈরি হয়েছিল। দুজনের যোগসাজশের ৩১০ জনকে বেআইনিভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। বিকাশভবন থেকে এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উদ্ধার করেছিল সিবিআই। তদন্তের ফলাফল অনুযায়ী সিবিআই পার্থ ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগের কথাও বলেছে। তাঁর যুক্তি, দুর্নীতি শুধুমাত্র আর্থিক আদানপ্রদান নয়, বরং সমাজেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে।

পঠনপাঠন নিয়ে সংশয়

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : বুথ লেভেল অফিসার হিসেবে রাজ্যে নিয়োগ করা হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এবার ভোটার তালিকায় এসআইআর-এর কাজের দায়িত্বও পড়ল তাঁদের কাঁধে। প্রায় ১ লক্ষ বুথে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসজুড়ে যদি এসআইআর-এর কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে স্কুলে পড়াবেন কখন? এই প্রশ্ন উদ্বেগ বাড়িয়েছে শিক্ষামহলের। দফায় দফায় শিক্ষা দপ্তর ও নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি গেলেও এই বিষয়ে এখনও হস্তক্ষেপ করেনি তারা। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাদের সঙ্গে সরাসরি এই দায়িত্বের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে সুরাহা আনার চেষ্টা করব।'

প্রধান শিক্ষকরা জানিয়েছেন, কমিশন শিক্ষকদের আশ্বাস দিয়েছিল যে, পঠনপাঠনে কোনওরকম সমস্যা দেখা দেবে না। কোনও কোনও স্কুলে অর্ধেক শিক্ষককেই বিএলওর দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। দোরগোড়ায় মাধ্যমিকের টেস্ট ও সামেটিভ পরীক্ষা। শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিকের ক্লাসও। এই পরিস্থিতিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন নাকি পড়ুয়াদের পরীক্ষার জন্য তৈরি করবেন, সেই নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় শিক্ষকরা। অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস-এর সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, 'রাজ্যে শিক্ষিত বেকার যুবকদের অভাব নেই। শিক্ষকদের নিয়োগের বদলে তাঁদের দায়িত্ব দিলেই শিক্ষা পরিকাঠামোয় অসুবিধা হয় না। শিক্ষক সংকটে আরও বেশি অনুত্তীর্ণ পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়তে পারে।' একাধিক স্কুলে বিষয়ভিত্তিক একটি শিক্ষককেও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিএলও-র। ফলে সেই স্কুলগুলিতে ওই নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের অভাব চলবে দীর্ঘ একমাস।

অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি চন্দন গড়াইয়ের কথায়, '২৬ হাজার চাকরি বাতিলের জন্য এমনিতেই স্কুলে স্কুলে শিক্ষকের অভাব। সামনেই পরীক্ষা। পড়ুয়ারা পড়বে কার কাছে? শুক্রবার এই বিষয়ে সংসদ সভাপতি সহ শিক্ষা দপ্তরের কাছে আমরা চিঠি পাঠাব।'

মা চললেন মণ্ডপের পথে। কলকাতায়। -রাজীব মণ্ডল

এসআইআর নিয়ে সুর নরম সিপিএমের

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : মঙ্গলবার সর্বদল বৈঠকে এসআইআর নিয়ে তোপ দেগেছিল সিপিএম। তার ২৪ ঘণ্টার পরে বুধবার বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বললেন, 'নো সিএএ, নো এনআরসি বলেছিলাম। কিন্তু নো এসআইআর বলছি না।' এসআইআর ইস্যুতে সিপিএমের এই সুর নরমকে যথারীতি কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

এদিন কলকাতার মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে বৃহত্তর বামফ্রন্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে সিইওর সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। বাম প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রায় দীর্ঘ ১ ঘণ্টা ধরে কথা বলেন সিইও ও তাঁর দপ্তরের আধিকারিকরা। বৈঠকের পরে বিমান বসু বলেন, 'আমরা কখনই এসআইআরের বিরুদ্ধে নই। কিন্তু কমিশন এসআইআরের নামে যে অযথা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে, আমরা চাই সেই জুজু দেখানো বন্ধ হোক।'

মোদি-মমতা ভাই-বোন!

দুবরাজপুর, ২৯ অক্টোবর : এমনিতে তাঁরা যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ। তাঁদের দ্বৈরথের ওপর নির্ভর করে রাজ্য এবং দেশের রাজনীতির গতিপথ। নরেন্দ্র মোদি এবং মমতা- এই দুটো নাম শুনলে আর যাই হোক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা মাথায় আসবে না কারোরই। অথচ বীরভূমের দুবরাজপুরে এমনই এক ছবি দেখা গেল। যেখানে ভাইয়ের নাম নরেন্দ্র মোদি এবং দিদি হলেন মমতা। যাদের মধ্যে কোনওরকম তিক্ততা তো নেইই বরং রয়েছে মধুর সম্পর্ক।

বীরভূমের দুবরাজপুরে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় নরেন্দ্র মোদির নাম নথিভুক্ত দেখে নড়েচড়ে বসে এলাকার মানুষ। দুবরাজপুরের নরেন্দ্র মোদি আদতে শহরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পরিবারের মানুষ। জন্ম দুবরাজপুরেই, তবে রাজস্থানের গোড্ডা এলাকায় পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস। বর্তমানে পাকাপাকিভাবেই দুবরাজপুরে বসবাস মোদি পরিবারের। তাঁর কথায়, 'আমার নাম নরেন্দ্র মোদি। এলাকার সকলেই আমাকে মুন্না বলে চেনে।' তিনি জানান, তাঁর তিন দিদির মধ্যে বড় দিদির নাম মমতা (মোদি) আগরওয়াল। দিদি বর্তমানে বিবাহসূত্রে কলকাতার বাসিন্দা। তাঁদের এহেন নাম দেখে অনেকেই বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী একটি বাড়ির বাসিন্দা।'

গানের সুরে পরিচ্ছন্নতার বার্তা কেএমসির

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : চিরাচরিত বাঁশির শব্দ বাতিল। এবার থেকে গান শুনিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করবে কলকাতা পুরসভা। সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই একই শব্দ শুনে বিরক্ত বাসিন্দারা। তাই কলকাতা পুরসভার তরফে সুরেলা উপায়ে সকাল শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শহরজুড়ে বর্জ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনা হচ্ছে। গান বাজিয়ে শুধু আবর্জনা সংগ্রহ নয়, বরং গানের মাধ্যমে নাগরিকদের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতনতা বার্তা দেওয়া হবে।

দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত প্রতিটি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করেন সাফাইকর্মীরা। এছাড়াও কঠিন ও তরল বর্জ্য আলাদা করার ক্ষেত্রে পৌরসভার তরফে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, পুরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ বাড়ি বাড়ি ময়লা তোলার জন্য ব্যবহৃত ব্যাটারিচালিত ছোট গাড়িগুলিতে সাউন্ড বক্স বসাবে। সেই বক্সে চলবে গান। তবে সব গাড়িতে নয়, প্রতিটি ওয়ার্ডে অন্তত একটি করে গাড়িতে গান বাজবে। আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি গাড়িতে সাউন্ড বক্স লাগিয়ে প্রকল্প শুরু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ধীরে ধীরে সমস্ত গাড়িতে সাউন্ড বক্স বসিয়ে গান বাজানো হবে। বাকি গাড়িগুলিতেও ভবিষ্যতে পেনড্রাইভের মাধ্যমে গান চালানোর ব্যবস্থা হতে পারে। নাগরিকদের উৎসাহিত করাই উদ্দেশ্য যাতে তাঁরা প্রতিদিন আবর্জনা সাফ রাখতে সচেতন হয়।

পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের মতে, 'পুরসভার এই উদ্যোগ খুব ভালো। কিন্তু তা চালু থাকে কতদিন, সেই নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পদক্ষেপ যাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়, সেটা দেখা দরকার।'

সংশোধনী

'১০ অফিসারের বদলি স্থগিতে প্রশ্নে নবান্ন' শিরোনামে বুধবার প্রকাশিত তিন জেলা শাসকের বদলি স্থগিতের খবর ভুল ছিল। কোনও জেলা শাসকের বদলি স্থগিত হয়নি।

হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত স্বস্তি

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত স্বস্তি পেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বিরুদ্ধে এখনই দু'টি থানার মামলার তদন্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তাঁর বিরুদ্ধে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ওই দুই মামলায় কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। বুধবার রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে জানান, রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে কুমন্তব্যের জেরে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এসসি-এসটি ধারায় দায়ের হওয়া মামলায় এখনই কোনও পদক্ষেপ করা হবে না। তবে পুলিশের থেকে কেস ডায়েরিও তলব করেছেন বিচারপতি। এদিনই বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে সর্বশেষ বিধানসভা অধিবেশনে নিরাপত্তারক্ষী সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করার বিষয়টিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শুভেন্দুর আইনজীবী।

এদিন হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বিচারপতি সিনহা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা পুলিশ কমিশনার ও রাজ্য পুলিশের ডিজিকে অবমাননার কপি দিতে বলেছেন। ১২ নভেম্বর মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আদালতের দরজা সকলের জন্য খোলা। যে কেউ আদালতে যেতে পারেন। বিধানসভার নিরাপত্তার দায়িত্ব স্পিকারের। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখার কথা। সেই নিরিখেই আমার এক্তিয়ারের মধ্যে থেকেই আমি যে নির্দেশ দিয়েছি তাতে মনে হয় কোনও ভুল নেই।'

সুন্দরবনে শিশুদের রক্ষা'কবচ' জ্যোৎস্না

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : জলে ডুবে বোনপো মারা গিয়েছিল মাত্র ১৪ বছর বয়সে। সেই শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি তাঁর মাসি। অঙ্গীকার করেছিলেন, সন্তান হারানোর যন্ত্রণা আর কাউকে পেতে দেবেন না। কর্মরত মায়েদের অনুপস্থিতিতে শিশুরা যাতে জলে ডুবে মৃত্যুর শিকার না হয়, সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন 'মাসি' ওরফে মৈপীঠ বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। গল্পটা শুনে হয়তো মনে পড়তে পারে আলেকজান্ডার গ্রাহামবেলের কথা। নিজের বধির মা ও স্ত্রী-র জন্য যুগান্তকারী টেলিফোন আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন তিনি।

গ্রাহামবেলের আদলেই জ্যোৎস্না হালদার ভাবতে পারেননি সুন্দরবনের মতো দুর্গম জায়গা, যেখানে দৈনিক ১-৯ বছর বয়সি প্রায় ৩ জন শিশুর জলে ডুবে মৃত্যু হয়, সেখানে তিনি দীর্ঘ ১ বছর ধরে শিশুদের দুর্ঘটনার হাত থেকে মুক্তি দিতে সত্যিই সক্ষম হবেন। ভাবতে পারেননি এই কাজের জেরে পেয়ে যাবেন জাতি সংঘ, ভারত সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃতিও। এখন তিনি সুন্দরবনের 'মা'।

পরিসংখ্যান বলছে, সুন্দরবনে এক থেকে দু'বছর বয়সি শিশুমৃত্যুর হার ৫০ শতাংশেরও বেশি। ১ থেকে ৪ বছর বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতি ১,০০,০০০ জনসংখ্যায় মৃত্যু হয় ২৪৩.৮ জনের, যা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ২০২৩ সালে শিশুদের রক্ষাকবচ দিতে মায়েদের আলোর পথ দেখান জ্যোৎস্না। মৈপীঠ ও ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতে গড়ে তোলেন দুটি সেন্টার 'কবচ', যেখানে নিশ্চিন্তে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত শিশু সন্তানদের রেখে যান তাঁদের মায়েরা।

ভারতে আদর্শ মডেল হিসেবে স্বীকৃতি জ্যোৎস্না হালদারের।

গত এক বছরে এখানে একটিও শিশু আহত বা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়নি। ১৬ জন 'মা' বিনামূল্যে সারাদিন শিশুদের আগলে রাখেন। গান, আবৃত্তি, নাচ, আঁকা শেখানোর পাশাপাশি কোলের শিশুদের স্নান-খাওয়াদাওয়াও করানোর দায়িত্বও তাঁদের কাঁধে।

জ্যোৎস্নার এই উদ্যোগকে 'সারা ভারতের আদর্শ মডেল' বলে একযোগে আখ্যা দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

জ্যোৎস্না বলেন, 'প্রথমে মায়েরা আমাদের কাছে বাচ্চা রাখতে ভীষণভাবে ভয় পেতেন। ধীরে ধীরে তাঁদের বিশ্বাস বেড়েছে। ১০-১২ জন শিশু নিয়ে শুরু করেছিলাম। এখন শিশুর সংখ্যা ৭০ ছাড়িয়েছে।' এই অভিনব উদ্যোগ তাঁর ঝুলিতে একগুচ্ছ পালক জুড়েছে।

জাতি সংঘ ঘোষিত ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ কেয়ার অ্যান্ড সাপোর্ট উপলক্ষ্যে নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে ফোরাম ফর ক্রেশ ও চাইল্ড কেয়ার সার্ভিসেস এবং মোবাইল ক্রেশেসেস-এর তরফে পেয়েছেন ইন্ডিয়া চাইল্ড কেয়ার চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড ২০২৫। উদ্যোগটি গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে দেশের প্রথম নজির হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

শিশুদের রক্ষার্থে 'অস্ত্র' ধরতেই চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউটের সহায়তায় 'কবচ'-এর শুরু, জানিয়েছেন জ্যোৎস্না। আরও ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই সেন্টার তৈরির স্বপ্ন দেখছেন তিনি। তাঁর উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে সিনির ন্যাশনাল অ্যাডভোকেসি অফিসার (ইনজুরি প্রিভেনশন) সুজয় রায় বলেন, 'জ্যোৎস্না দেশের প্রথম মহিলা প্রধান, যিনি শিশুর ডুবে যাওয়া রোধে এমন উদ্যোগ শুরু করেছেন।'

স্থানীয় বিধায়ক শ্রী গণেশচন্দ্র মণ্ডলের কথায়, 'নারী নেতৃত্ব ও শিশু সুরক্ষার এই সম্মান রাজ্য সরকারের নারী-ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বাস্তব প্রতিফলন এটি।' এখন ০ থেকে ৫ বছর বয়সি শিশুদের দায়িত্ব নেয় 'কবচ'। জ্যোৎস্না বলেন, 'শিশুরা সারা দিনে যাতে সুরক্ষিত থাকে সেই গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। মায়ের মন তো!'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৬০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১২ কার্তিক ১৪৩২

বিহারে লড়াই

বিহারে বিরোধী মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের নাম। এই ঘোষণা নিয়ে বেশ কিছুদিন টালবাহানা চলছিল। জোট শরিক কংগ্রেসের আপত্তিতেই এই বিলম্ব। হাত শিবির মনে করেছিল, তেজস্বীর নাম ঘোষণা হলে জঙ্গলরাজ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে বিঁধতে আখেরে সুবিধা হবে এনডিএ'র।

তাছাড়া কংগ্রেস সাম্প্রতিককালে সর্বভারতীয় বা রাজ্যস্তরে কাউকে মুখ ঘোষণা করে ভোটযুদ্ধে নামেনি। তবে শেষপর্যন্ত একপ্রকার বাধ্য হয়ে তেজস্বীকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী মেনে ভোটযুদ্ধে নেমেছে আরজেডি, কংগ্রেস ও বামেদের জোট। কংগ্রেসের যুক্তি মেনে ভিআইপি নেতা মুকেশ সাহানিকে উপমুখ্যমন্ত্রী ঘোষণাও করেছে মহাজোট। তবে তেজস্বী-সাহানি জুটিকে সামনে রেখে মহাজোট শাসক এনডিএ-কে ধাক্কা দিতে পারবে কি না, সেটা বলার সময় আসেনি।

বিরোধী নেতাদের দাবি, তাঁরা তেজস্বীকে মুখ ঘোষণা করে দিলেও এনডিএ এখনও নীতীশ কুমারকে তাদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করেনি। মোদি, শা-রা অবশ্য প্রাণপণ বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে, নীতীশের নেতৃত্বে বিহার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আরজেডি জমানার জঙ্গলরাজ মুছে গিয়েছে। কিন্তু নীতীশের নাম স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেননি তাঁরা।

নীতীশকে নিয়ে এনডিএ'র অন্দরে অস্বস্তি যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে বিজেপি জানে, নীতীশ কুমারের যে জনপ্রিয়তা এবং ভাবমূর্তি রয়েছে, তা বিহারে এনডিএ'র অন্য কোনও নেতার নেই। তাই মহারাষ্ট্রে বিজেপি একনাথ শিন্ডেকে সামনে রেখে ভোটে লড়ে পরে মুখ্যমন্ত্রী পদে দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে সামনে আনলেও তার পুনরাবৃত্তি বিহারে করা বেশ কঠিন।

সেক্ষেত্রে বিজেপির বিশ্বাসযোগ্যতাই টাল খেতে পারে। তেজস্বী এবং বিরোধীদের প্রচারে গেরুয়া শিবির তাই কিছুটা ফাঁপরে। তবে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে বলেই বিরোধী মহাজোটের অবস্থা ভালো ভাবার কারণ নেই। কারণ, এনডিএ যতটা গুছিয়ে নির্বাচনি প্রচারে নেমেছে, মহাজোট তার ধারেকাছে নেই।

আসনবণ্টন নিয়ে এখনও মহাজোটের শরিকদের মধ্যে বিরোধের চোরাস্রোত বইছে। মোদি, শা, নীতীশরা প্রচারে নেমে পড়ার প্রায় ২ মাস পর বিহারে এসেছেন রাহুল গান্ধি। স্বভাবসিদ্ধভাবে বিজেপি এবং মোদিকে নিশানা করেছেন ঠিকই। কিন্তু মাঝখানে তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতি কংগ্রেসের অন্দরে অস্বস্তি তৈরি করেছিল। আরজেডি-ঘনিষ্ঠ প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অখিলেশপ্রসাদ সিংয়ের সঙ্গে বিহারে দলের ইনচার্জ কৃষ্ণ আলাভারু শিবিরের দ্বন্দ্বও এখন প্রকাশ্যে। অভিযোগ উঠেছে টিকিট বণ্টনের জন্য টাকা নেওয়া হয়েছে।

এই দ্বন্দ্বের আবহে বিরোধী শিবিরের মুখ হিসেবে ও যৌথ ইস্তাহারে তেজস্বীর একচ্ছত্র দাপট চোখে পড়ছে। অন্য নেতাদের চোখে না পড়ার ছবি থাকলেও মহাজোটের যৌথ নির্বাচনি ইস্তাহার তেজস্বীময়। লালু-পুত্রের এহেন প্রভাব বৃদ্ধিতে বাকি শরিকদের সায় আছে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে।

অন্যদিকে, এনডিএ যেখানে সরাসরি বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে এবং কোটি কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস ও সূচনা করে বিহারবাসীর মন জয় করার চেষ্টা করছে, সেখানে তেজস্বীদের প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে সরকারি চাকরির মতো কিছু জনমুখী ঘোষণা কতটা মোড় ঘোরাতে পারবে, তা লাখ টাকার প্রশ্ন।

অথচ বিহারে ভোট ঘোষণার আগে মহাজোটকে এনডিএ'র থেকে বেশি ঐক্যবদ্ধ মনে হচ্ছিল। ভোট চুরির অভিযোগকে সামনে রেখে রাহুলের ভোটার অধিকার যাত্রায় বিহারে সাড়া পড়েছিল ভালো। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, তরুণদের দলে দলে বিহার ছেড়ে বাইরের রাজ্যে যাওয়ার মতো ইস্যুগুলির সঙ্গে ভোট চুরির অভিযোগকে মিলিয়ে মোদি এবং নীতীশ কুমার দুজনকেই বিঁধেছিলেন রাহুল।

তাঁর সুরে সুর মিলিয়েছিলেন তেজস্বী, দীপঙ্কর ভট্টাচার্যরা। ভোটের মুখে সেই ঐক্য বেসুরে বাজছে। একদিকে অতিরিক্ত তেজস্বী নির্ভরতা, অন্যদিকে কংগ্রেসের গা-ছাড়া মনোভাব বিহারে এনডিএ'র লড়াইকে যেন সহজ করে দিচ্ছে।

অমৃতধারা

হৃদয়ে একাগ্র হওয়া অথবা মস্তিষ্কে একাগ্র হওয়া উভয়ই হতে পারে- প্রত্যেকেরই নিজস্ব ফল আছে। প্রথমটি চৈত্যসত্তাকে উন্মীলিত করে এবং ভক্তি, প্রেম এবং মায়ের সঙ্গে মিলন, হৃদয়ে তাঁর সান্নিধ্য এবং প্রকৃতিতে তাঁর ক্রিয়াশক্তি এনে দেয়। অপরটিতে হয় আত্মসিদ্ধির দিকে মনের উন্মীলন, মনের উপরে যে চেতনা আছে তার দিকে, দেহের বাইরে চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ এবং দেহে উচ্চতর চেতনার অবতরণ। কখনও হৃদয়ে এবং কখনও মাথার উপরে একাগ্র হওয়াতে কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু যে কোনও এক স্থানে একাগ্র হওয়ার মানে মনোযোগকে একটি বিশেষ স্থানে স্থির করে রাখা নয়, তোমার চেতনার অবস্থানটি যে কোনও একটি জায়গায় দিয়ে যেতে পার- কিন্তু একাগ্র হবে যেখানে সেই স্থানটিতে নয়- দিব্যের উপর।

-শ্রীঅরবিন্দ

আজকের দুনিয়ায় নিঃসঙ্গতাও পণ্য

একাকিত্ব এখন শুধু বিষণ্ণতার নাম নয়, বাজারযোগ্য পণ্য। কোটি কোটি ডলার খরচ হচ্ছে সঙ্গ, ভালোবাসা কিনতে।

সুজনকুমার দাস

জীবন যদি হয় এক প্রবহমান নদী, তবে আধুনিকতা সেই স্রোতের বাঁকে বাঁকে রেখে গিয়েছে নিঃসঙ্গতার ঘূর্ণাবর্ত। যে সভ্যতা মানুষকে চাঁদে পৌঁছে দিয়েছে, সেই সভ্যতাই আজ তাকে নিজের ঘরেই একা করে ফেলেছে। শহরের জানলায় আলো জ্বলে ঠিকই, কিন্তু জানলার ধারে বসে কেউ আর কারও জন্য অপেক্ষা করে না। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের 'connected' রাখছে, কিন্তু 'bonded' করে তুলছে না। ফেসবুকে 'ফ্রেন্ড লিস্ট' হাজার ছাড়ায়, অথচ অসুস্থ হলে ফোন করার মতো একজনও থাকে না। এটাই আজকের সভ্যতার নির্মম বাস্তবতা।

আমরা প্রতিনিয়ত বলি, 'সময় নেই', 'বেশি কাজ', 'নিজের মতো থাকতে চাই'— কিন্তু সেই 'নিজের মতো থাকা'-ই ধীরে ধীরে 'নিজের মধ্যেই আটকে যাওয়া'-তে পরিণত হচ্ছে। যান্ত্রিক শহর, স্ক্রিনভিত্তিক জীবন আর পুঁজিবাদী দৌড়ে আমরা ক্রমশই একা হয়ে পড়ছি। সেই একাকিত্ব ভরাট করতে আমরা খুঁজি সঙ্গ, কিন্তু বাস্তব সঙ্গ নয়— বাজারজাত সঙ্গ। প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেন নিঃসঙ্গতাও আধুনিক হয়েছে। নিউক্লিয়ার পরিবার, কর্মব্যস্ততা, নগরায়ণ এবং স্বনির্ভরতার নামে যে সমাজ আমরা গড়েছি, তা আসলে মানুষের চারপাশ থেকে মানুষকেই সরিয়ে দিয়েছে।

এই বাস্তবতায় গড়ে উঠেছে এক নতুন বাজার, যার একমাত্র পুঁজি— 'মানুষের নিঃসঙ্গতা'। বিভিন্ন সমীক্ষা বলছে, উন্নত দেশগুলিতে নিঃসঙ্গতার হার দ্রুতগতিতে বাড়ছে। ব্রিটেন ও জাপানের মতো দেশগুলিতে নিঃসঙ্গতা এত বড় সামাজিক সমস্যা হয়ে উঠেছে যে, তা মোকাবিলায় তারা সরকারিভাবে 'নিঃসঙ্গতা মন্ত্রণালয়' গঠন করেছে এবং বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিয়োগ করেছে— যাঁর কাজ হল সমাজে একাকিত্ব কমানো ও মানুষের মধ্যে সামাজিক সংযোগ বাড়ানো। ব্রিটেনে প্রতি আটজন নাগরিকের একজনের কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই। জাপানে 'হিকিকোমোরি' নামক সামাজিক বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, যেখানে বহু তরুণ বছরের পর বছর ঘরে বন্দি থাকেন কোনও সামাজিক সম্পর্ক না রেখেই। 'হিকিকোমোরি' হল আধুনিক সমাজে বেড়ে ওঠা এক ধরনের নিঃসঙ্গতা ও চাপের প্রতিক্রিয়া, যেখানে প্রযুক্তি, প্রত্যাশা ও ব্যক্তিগত ব্যর্থতার ভারে মানুষ নিজেকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এটি শুধু জাপান নয়, এখন ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশেও দেখা যাচ্ছে— বিশেষ করে শহরভিত্তিক সমাজে। জাপানে আত্মহত্যার পেছনে অন্যতম বড় কারণ এই নিঃসঙ্গতা। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ৩০-৪০ শতাংশ মানুষ নিয়মিত একাকিত্ব অনুভব করেন।

এই নিঃসঙ্গতা জন্ম দিয়েছে এক অদ্ভুত 'কৃত্রিম সান্নিধ্যের বাজার'-এর। জাপানের 'ফ্যামিলি রোমান্স' এমনই এক সংস্থা, যেখানে আপনি চাইলে ঘণ্টা বা দিন হিসেবে 'ভাড়াটে পরিবার' নিতে পারেন। এই ভাড়াটে মানুষগুলো আপনার জীবনের গল্প মুখস্থ করে নেয়, আপনার সামনে নিখুঁত অভিনয় করে যায়, যেন তারা সত্যিকারের মা, স্ত্রী, বন্ধু। নিউ ইয়র্কের 'RentAFriend' বা ফ্লোরিডার 'Papa' অ্যাপের মাধ্যমে ঘণ্টা হিসেবে বন্ধু বা সঙ্গী ভাড়া নেওয়া যায়— চলে গল্প, হেঁটে বেড়ানো, সিনেমা দেখা। এছাড়া, আমেরিকার—'Rent-a-Grandkid' অ্যাপের মাধ্যমে টাকা দিয়ে নাতি-নাতনি ভাড়া করেন, যারা এসে তাদের সঙ্গে গল্প করে, ওষুধ মনে করিয়ে দেয়, স্মৃতির পাতায় হাঁটতে সাহায্য করে। এসব আপাত পরিষেবা হলেও, আসলে এগুলো এক গভীর সামাজিক শূন্যতার চিহ্ন। নিঃসঙ্গতা এখন 'পণ্য'। বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ডলার খরচ হচ্ছে সঙ্গ, ভালোবাসা, মনোযোগের অনুকরণ কিনতে। এই পৃথিবীতে এখন একাকিত্ব শুধু বিষণ্ণতার নাম নয়, বরং বাজারযোগ্য পণ্যে পরিণত।

জাপানের 'ফ্যামিলি রোমান্স' এমনই এক সংস্থা, যেখানে আপনি চাইলে ঘণ্টা বা দিন হিসেবে 'ভাড়াটে পরিবার' নিতে পারেন। এই ভাড়াটে মানুষগুলো আপনার জীবনের গল্প মুখস্থ করে নেয়, আপনার সামনে নিখুঁত অভিনয় করে যায়, যেন তারা সত্যিকারের মা, স্ত্রী, বন্ধু। নিউ ইয়র্কের 'RentAFriend' বা ফ্লোরিডার 'Papa' অ্যাপের মাধ্যমে ঘণ্টা হিসেবে বন্ধু বা সঙ্গী ভাড়া নেওয়া যায়— চলে গল্প, হেঁটে বেড়ানো, সিনেমা দেখা।

এই পণ্যের চাহিদা মেটাতে বাজারও যথেষ্ট সক্রিয়। এখন আপনি চাইলেই 'আলিঙ্গন সঙ্গী' বুক করতে পারেন। কেউ এসে নির্দিষ্ট সময় আপনাকে জড়িয়ে ধরবে, বিনিময়ে টাকা নেবে। চাইলে আপনি ভার্চুয়াল গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডও পেতে পারেন, যারা প্রতিদিন 'গুড মর্নিং' বলবে, রাতের গল্প শুনবে, 'মিস ইউ' বলবে। এইসব সম্পর্কের নেই গভীরতা, নেই দায়বদ্ধতা, নেই কোনও মানবিক জটিলতা- তবে আছে নির্ধারিত মূল্য। মাসে নির্দিষ্ট টাকা দিলেই পেয়ে যাবেন একটি 'ভালোবাসা'। সম্পর্কের জায়গা নিচ্ছে 'সার্ভিস', অনুভবের জায়গা নিচ্ছে 'অভিনয়'।

আজকের দিনে মানুষ আসল সম্পর্কের বদলে এই 'সার্ভিস'- এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, যেটা ঝামেলাহীন আর ঝুঁকিমুক্ত। সেখানে ত্যাগ করতে হয় না, কাউকে বুঝতে হয় না, মান-অভিমান বা কষ্ট সহ্য করতে হয় না। শুধু নির্দিষ্ট টাকা দিলেই পাওয়া যায় একজন সঙ্গী— যিনি নিখুঁতভাবে অভিনয় করবেন, আপনার পাশে থাকবেন। এআইভিত্তিক চ্যাটবট বা ভার্চুয়াল বন্ধুও জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। 'Replika'-র মতো অ্যাপ ব্যবহার করে মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করছে এমন এক সত্তার সঙ্গে, যে বাস্তবে নেই, কিন্তু আপনাকে বোঝে, সাড়া দেয়, প্রশ্রয় দেয়। এতে বহু মানুষ মানসিক স্বস্তি পান ঠিকই, কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়— এটি কি বন্ধুত্ব, না নিঃসঙ্গতার এক ছদ্ম সমাধান? এই সহজ সমাধানটাই সবচেয়ে বড় বিপদ। মানুষ ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে 'নকল সংযোগে', ফলে আর বাস্তব সম্পর্ক গড়ার সাহসই থাকছে না। সম্পর্ক যেন শুধুই সাবস্ক্রিপশন বেসড পণ্য।

তবুও, এই কৃত্রিম সম্পর্ক অনেক প্রবীণ ও নিঃসঙ্গ মানুষের কাছে এক ধরনের আশ্রয় হয়ে উঠছে। যারা পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের জন্য এইসব সেবা যেন সমাজের নির্মম অবহেলার এক অন্তর্বর্তী সমাধান। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়— এই বিকল্পই কি ভবিষ্যতের একমাত্র পথ হয়ে উঠছে? আমরা কি এমন এক সমাজ গড়ছি, যেখানে কেউ অসুস্থ হলে পাশে বসার বদলে শুধু ফোনে একটি প্রোমোশনাল মেসেজ আসবে— 'আপনার সঙ্গী বেছে নিন, এখনই প্রিমিয়াম প্ল্যান অ্যাক্টিভ করুন'? যন্ত্রসভ্যতার হাত ধরে, তথাকথিত উন্নয়নের রথে চড়ে আমরা এগোচ্ছি, অথচ আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনগুলো ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে। আত্মকেন্দ্রিকতা, প্রতিযোগিতা, অর্থ আর পদমর্যাদার মোহে আমরা চারপাশের মানুষদের হারিয়ে ফেলছি। একাকিত্বের যন্ত্রণা আমার আপনার সকলের দরজাতেই টোকা দিচ্ছে। আমরা কি পারব তাকে প্রতিহত করতে?

তবুও মনে হয়, এখনও সময় আছে— আবার সম্পর্কের পথে ফিরে যাওয়ার। আশপাশের পরিচিত লোকগুলোকে একটা ছোট্ট আমন্ত্রণ, 'চলো, একসঙ্গে চা খাই'— এই সামান্য মুহূর্তটুকুই হতে পারে আজকের বিচ্ছিন্ন পৃথিবীতে সবচেয়ে বিপ্লবী পদক্ষেপ।

(লেখক শিক্ষাবিদ। বহরমপুরের বাসিন্দা)

আজ

১৮৮৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়।

১৯৬০

কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়াগো মারাদোনার জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

এলাকায় এলে বিজেপি নেতাদের ঘিরে ধরবেন, বেঁধে রাখবেন। বলবেন, বাপঠাকুরদার সার্টিফিকেট নিয়ে আয়, তারপর প্রচার করতে আসবি। তবে বেঁধে রাখবেন, কিন্তু গায়ে হাত দেবেন না। কারও গায়ে হাত তোলায় আমরা বিশ্বাসী নই। বাংলায় এখন একটাই স্বর, জাস্টিস ফর প্রদীপ কর।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

শিকাগো ম্যারাথনে প্রচুর পোশাক দান করা হয়। সেগুলি রাস্তার পাশে পড়ে থাকে। পরে তা চ্যারিটিতে দেওয়া হয়। ২০২৫-এও তাই হয়েছিল। সেই ফেলে রাখা পোশাকগুলির ওপর প্রতিযোগীদের প্রস্রাব করতে দেখা গেল। ক্ষুব্ধ নেটিজেনরা।

ভাইরাল/২

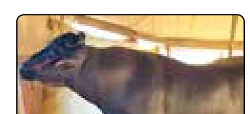

একটা মোষের দাম ২৩ কোটি! যে টাকায় কেনা সম্ভব দুটো রোলস রয়েস বা দশটা মার্সেডিজ-বেঞ্জের মতো বিলাসবহুল গাড়ি। আজমেরের পুষ্করমেলায় এখন 'আনমোল'-কে দেখতে হুড়োহুড়ি। তার বয়স আট বছর। ওজন দেড় হাজার কেজি। প্রিয় খাদ্য কাঠবাদাম, বেদানা, ঘি, ভুট্টা, সয়াবিন ও ডিম।

জনমন
জনমত

গণতন্ত্রে অনীহা কেন

২০২২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়ি পুরসভার নির্বাচিত বোর্ডের নির্ধারিত সময় শেষ হয়। নিয়ম অনুযায়ী, বোর্ডের সময়সীমা শেষ হলে নতুন করে নির্বাচন করতে হয়। কিন্তু অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ করছি, পশ্চিমবঙ্গের একাধিক পুরসভার সঙ্গে ধূপগুড়ি পুরসভার নির্বাচনটা সময়মতো হল না। এরপর চারজনের একটি প্রশাসকমণ্ডলী গঠন করে তাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হল।

প্রশ্ন হল, নির্বাচিত ১৬ জন কাউন্সিলার কি ধূপগুড়ির ১৬টি ওয়ার্ডের মানুষকে যে পরিষেবা দেওয়ার কথা ছিল তা সঠিকভাবে দিতে পেরেছিলেন? যেখানে ১৬ জন কাউন্সিলারের পরিষেবা সাধারণ মানুষের চাহিদা মেটাতে পারেনি, সেই পরিষেবা চারজনের পক্ষে দেওয়া কি সম্ভব ছিল? প্রশ্ন ছিল, কিন্তু উত্তর নেই। এবার কী দাঁড়াল- যা ১৬ জন পারেননি সেই দায়িত্ব চারজনকে দেওয়া হল। আর যা চারজন পারেননি সেই দায়িত্ব এবার দেওয়া হল একজনের কাঁধে মানে এসডিও'র কাঁধে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বিদায়ি এসডিও'র সঙ্গে দেখা করতে তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছাতে যে সমস্যার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে, তাতে ধূপগুড়ির নাগরিকদের আগামীদিনে কী হাল হবে তা ভেবে আমি আতঙ্কিত। আমরা যারা পুর এলাকার মানুষ তারা সামান্য পরিষেবাটুকুই চাই। সেই পরিষেবা নিয়ে কেন এই ছেলেখেলা চলছে? প্রশ্ন আছে, কিন্তু প্রশ্নটা করব কাকে? উত্তরই বা কে দেবে?

অদ্ভুতভাবে আমরা সবাই নিশ্চুপ। কী হচ্ছে হোক না আমার তাতে কি যায় আসে- এই মনোভাব আমাদের সবার মধ্যে। সবাই নির্বাচন চাইছেন, কিন্তু নির্বাচনটা করবে কে? এই নির্বাচন কি আদৌ রাজ্য নির্বাচন কমিশন করবে? মানে আমি বলতে চাইছি, যদি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে পুর নির্বাচনের প্রস্তাব রাজ্য সরকার না পাঠায় তাহলেও কি রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করতে পারে?

কথায় কথায় আমরা শুনি, এই দেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের ধূপগুড়িবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকারকে কি তাহলে খর্ব করা হচ্ছে না? নির্বাচনটা করতে অসুবিধা কোথায় সেটা জানার অধিকার ধূপগুড়িবাসীর আছে। নাগরিক হিসেবে নির্বাচন আমার গণতান্ত্রিক অধিকার। আর তাই নির্বাচন চাই।

অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত, ধূপগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

নীলকান্ত বর্মনের সেই টিউশনির গল্প

শিক্ষায় সময়ের বদল হয়েছে। বর্তমানে টিউশন পদ্ধতি শিক্ষাকে পণ্য করে তুলেছে দিন-দিন।

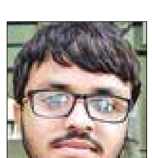

সাহানুর হক

একসময় সন্ধ্যা নামলেই মাদুর পেতে টিউশনি পড়ার দৃশ্য ভীষণ পরিচিত ছিল পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, জেলায় জেলায়, দেশে দেশে। কাঁপা কাঁপা হাতে চশমা সরিয়ে সেই সময়েরই এক গৃহশিক্ষক নীলকান্ত বর্মন পড়াতে গিয়ে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বলতেন, 'এই অঙ্কটা মন দিয়ে বোঝো, মুখস্থ নয়।' তিনি শুধুই শিক্ষক ছিলেন না, ছিলেন একজন অভিভাবক, দর্শন চিন্তক এবং অনেকেরই জীবনের পাঠশালায় এক শ্রদ্ধেয় চরিত্র। কিন্তু আজ? আজকের আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকতা যেন এক 'ক্লায়েন্ট-সার্ভিস' নির্ভর পেশা, আর টিউশন মানেই 'অ্যাডভান্স টাকা', 'টেকনলজি ডিভাইস নির্ভরতা', 'অনলাইন কনটেন্ট ডেলিভারি' ইত্যাদি নয়া রীতিনীতির মহানিকেতন।

সেই আবহেই এখনকার শিক্ষায় সময়ের বদল হয়েছে, সেইসঙ্গে বদলে গিয়েছে শিক্ষার পদ্ধতি ও মনোভাব। আগেকার দিনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক ছিল এক আন্তরিকতার বন্ধনে গাঁথা। টিউশন ছিল ভিন্ন রকমের পারিবারিক পরিবেশে, যেখানে শাসন ছিল ভালোবাসার অঙ্গ আর পড়াশোনা ছিল শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ও মূল্যবোধের পাঠ। একইসঙ্গে অনেক ছাত্রছাত্রী মাদুর পেতে বসে পাড়ার গৃহশিক্ষক নীলকান্ত বর্মনের ব্যাখ্যা শোনার সময় যেন 'ঘড়ির কাঁটা থেমে থাকত'। কিন্তু বর্তমানের আধুনিকতার যুগে সেই দৃশ্য যেন 'শুধুই অতীত'।

বর্তমানে টিউশন পদ্ধতি শিক্ষাকে পণ্য করে তুলেছে দিন-দিন। শহর থেকে গ্রামের 'কোচিং ইন্ডাস্ট্রি'গুলোতে প্রতিযোগিতা, ব্র্যান্ডিং এবং 'সাফল্য'র যৎকিঞ্চিৎ নির্দিষ্ট সংজ্ঞা রাজত্ব করছে। 'অনলাইন ক্লাস', 'অ্যাপভিত্তিক লার্নিং', আর 'আকাশছোঁয়া ফি' এসবের ভিড়ে নীলকান্ত বর্মনরা এখন গৃহশিক্ষকের লিস্টে অপ্রত্যাশিত স্মৃতি। আজকের যান্ত্রিকতার সভ্যতায় শিক্ষার্থীরা শিখছে স্ক্রিন দেখে। তারা অনুভব করছে না স্পর্শ, শ্রদ্ধা কিংবা শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের বর্ণহীন কৃতজ্ঞতার সুগন্ধ।

এই প্রবাহের দাপটে অনেকাংশে প্রভাব পড়েছে শিক্ষার উদ্দেশ্যেও। আগে 'শেখা' মানে ছিল 'জানার আনন্দ', 'আত্মিক উন্নয়ন', ও 'চেতনার প্রসার'। এখন 'শেখা' মানে যেন শুধুই 'লেটার মার্ক', 'র‍্যাংক আর কেরিয়ার'। সুতরাং 'Why' না জেনে 'How' মুখস্থ করা শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেড়ে চলেছে নিয়মিত। ফলে শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে 'মানবিকতা', 'সহানুভূতি', 'সহনশীলতা' এই সমস্ত দিকও ক্ষয়ে যাচ্ছে যথাযথভাবেই।

নিশ্চয়ই প্রশ্ন ওঠে, তবে আমরা কী কী হারালাম? নিঃসন্দেহে হারালাম এক আবেগঘন শিক্ষাক্ষেত্র, যেখানে শিক্ষক ছিলেন আলো, আর শিক্ষার্থী ছিল সেই আলোর অনুসারী। প্রযুক্তি আমাদের শেখার গতি বাড়িয়েছে, তথ্যের জগতে পৌঁছে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গেই কেড়ে নিয়েছে হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সেই শিক্ষা, সেই নীলকান্ত বর্মনের মতো দার্শনিক গৃহশিক্ষকের গভীর স্নেহময় নির্দেশনা আজকের সমাজ ও সভ্যতার থেকে।

তবে এই ধারা কি ফেরানো সম্ভব? সম্ভব হোক অথবা না হোক, তবুও প্রশ্ন তোলা জরুরি হয়ে উঠেছে। শিক্ষাকে শুধুই পরীক্ষামুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে যদি আবার সম্পর্ক ও অনুভবের জায়গায় ফেরানো যায়, যদি 'নতুন প্রজন্মকে', 'জেনারেশন আলফাকে' শেখানো যায় 'শেখার আনন্দ' তাহলে হয়তো নীলকান্ত বর্মনের মতো হাজারো গৃহশিক্ষকের গল্প নতুনভাবে ফিরে আসবে আমাদের সমাজে, আমাদের পাড়ায়, আমাদের ঘরে। হয়তো আবার কোথাও কেউ মাদুর পেতে বলবে, 'এই অঙ্কটা বোঝো, মুখস্থ নয়!'

সময়ের 'গড্ডলিকা প্রবাহে' গা ভাসিয়ে বারবার মনে হয়, আমরা যেন ভুলে না যাই আমাদের নিজস্ব শিকড়কে। আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললেও, মানবিক শিক্ষা ও সম্পর্কনির্ভর শিক্ষার মূল সুর যেন বেঁচে থাকে, এটাই হোক আমাদের আত্মসংগ্রাম।

(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭৯

পাশাপাশি : ১। রামের দূত হনুমানের বাবা ৩। প্রেতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত দান গ্রহণ করেন যে ব্রাহ্মণ ৪। কল্যাণ, মঙ্গল বা শুভ ৫। পালিয়ে যাওয়া ৭। বাদশার মাথার মুকুট ১০। কবিতা লিখে নামযশ হয়েছে ১২। সদা সর্বদা ১৪। রামের সঙ্গে লঙ্কার যুদ্ধে ছিল যে প্রাণী ১৫। এপার থেকে ওপারে যাওয়া ১৬। খড়্গহস্ত বা যিনি তরোয়াল ধরে আছেন।

উপর-নীচ : ১। সীতা বা সাবিত্রীর মতো নারী ২। পাণ্ডবদের এক ভাই ৩। ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া ৬। তির ছোড়ার অস্ত্র ৮। পরিচিত বন্যপ্রাণী ৯। শলাপরামর্শের জায়গা ১১। পদাবলির বিখ্যাত মৈথিলি কবি ১৩। পরীক্ষা করে দেখা।

সমাধান ■ ৪২৭৮

পাশাপাশি : ২। গুজগুজ ৫। বেড়াল ৬। কাকতালীয় ৮। বিছা ৯। ভাড়া ১১। পান্থনিবাস ১৩। বদনা ১৪। লোকাচার।

উপর-নীচ : ১। নিবেদন ২। গুল ৩। গুবাক ৪। কুলায় ৬। কাছা ৭। তাগড়া ৮। বিনুনি ৯। ভাস ১০। ছুতোনাতা ১১। পার্থিব ১২। বালিকা ১৩। বর।

বিন্দুবিসর্গ

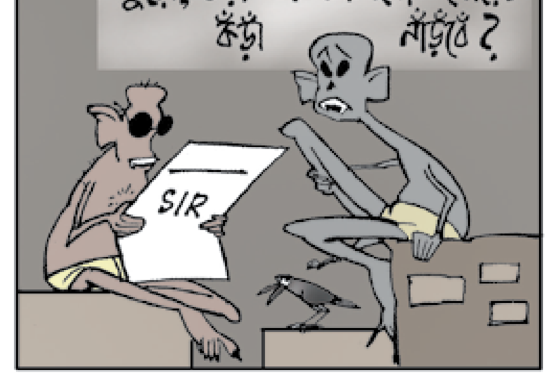

রাফালে সওয়ার রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : সুখোই-৩০-এর পর এবার রাফালে চড়লেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার ভারতীয় বায়ুসেনার আম্বালা ঘাঁটি থেকে স্কোয়াড্রন লিডার শিবাঙ্গী সিংয়ের সঙ্গে রাফালে চেপে দীর্ঘ ৩০ মিনিট আকাশে ওড়েন রাষ্ট্রপতি। তাঁর এই কীর্তি একদিকে যেমন প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশের নারীশক্তির জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে, তেমনই পাকিস্তানের মিথ্যাচারেরও জবাব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তান দাবি করেছিল, তারা একটি রাফাল যুদ্ধবিমান গুলি করে নামিয়েছে এবং শিবাঙ্গী সিংকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু পাকিস্তান যে ডাহা মিথ্যা কথা বলেছিল সেটা এদিন শিবাঙ্গীর সঙ্গে আকাশে উড়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। শিবাঙ্গী বায়ুসেনার গোল্ডেন অ্যারোজ স্কোয়াড্রনের সদস্য। বারাণসীর এই তরুণী ২০১৭ সালে বায়ুসেনায় যোগ দেন। ২০২০ সালে রাফাল স্কোয়াড্রনে যোগ দেওয়ার আগে মিগ-২১ বাইসন ওড়াতেন শিবাঙ্গী। রাফালে ওড়ার পর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে হাসিমুখে একটি ছবিও তোলেন তিনি। এর আগে ২০২৩ সালের এপ্রিলে তেজপুরে সুখোই-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমানে উড়েছিলেন রাষ্ট্রপতি। তার দুই পূর্বসূরি ড. এপিজে আব্দুল কালাম এবং প্রতিভা পাতিলও যুদ্ধবিমানে সওয়ার হয়েছিলেন।

ভারত-চিনের বৈঠক লাদাখে

লে, ২৯ অক্টোবর : লাদাখ সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে ফের বৈঠকে বসল ভারত ও চিন। বুধবার চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রক জানিয়েছে, দুই দেশের সেনা প্রতিনিধিরা ২৫ অক্টোবর মোল্ডো-চুশুল সীমান্তে 'গঠনমূলক ও গভীর আলোচনা' করেছেন। সীমান্তের পশ্চিম অংশে শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও কূটনৈতিক সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সম্মত হয় উভয়পক্ষ। গত জুলাইয়েও পূর্ব লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) সংলগ্ন পরিস্থিতি নিয়ে এমন বৈঠক হয়েছিল। গালওয়ান সংঘর্ষের পর সম্পর্কের উন্নতি ঘটলেও এখনও দুই দেশই সীমান্তে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার সেনা মোতায়েন রেখেছে।

জঙ্গি-যোগে ধৃত প্রযুক্তিকর্মী

পুনে, ২৯ অক্টোবর : আল কায়দা জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগ থাকার অভিযোগে পুনের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার জুবের হুঙ্গারেগকরকে গ্রেপ্তার করেছে মহারাষ্ট্র সন্ত্রাসদমন বিভাগ (এটিএস)। তাঁর কাছ থেকে ওসামা বিন লাদেনের ভাষণের উর্দু অনুবাদ, একে-৪৭ ব্যবহারের ছবি ও বোমা তৈরির ভিডিও উদ্ধার হয়েছে। সূত্রের দাবি, তিনি তরুণদের জঙ্গি মতাদর্শে প্রভাবিত করছিলেন। গত মাস থেকে নজরদারিতে থাকা হুঙ্গারেগকরকে সোমবার কন্ধওয়া এলাকা থেকে আটক করা হয়। আদালত তাঁকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছে। তাঁর ডিজিটাল নথি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

পাকিস্তানি চর সন্দেহে ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : ভারতের পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গোপন তথ্য বিদেশে পাচার করার অভিযোগে এক পাকিস্তানি গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করল দিল্লি পুলিশ। জাল পাসপোর্ট তৈরির একটি আন্তর্জাতিক চক্রও তিনি পরিচালনা করছিলেন বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম মোহাম্মদ আদিল হুসেইন। তিনি নাসিমুদ্দিন এবং সৈয়দ আদিল হুসেইনি নামেও পরিচিত। দুই দিন আগে রাজধানীর সীমাপুরী এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর থেকেই তিনি এই গোয়েন্দা চক্র পরিচালনা করতেন। অভিযুক্তের কাছ থেকে একাধিক নথি, জাল পাসপোর্ট, মোবাইল ফোন এবং সন্দেহজনক ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গোয়েন্দারা মনে করছেন, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ভারতের সংবেদনশীল তথ্য পাকিস্তানে পাচার করছিলেন।

কর্মী ছাঁটাই

বেঙ্গালুরু, ২৯ অক্টোবর : বিশ্বব্যাপী কর্মী ছাঁটাইয়ের অংশ হিসেবে অ্যামাজন ইন্ডিয়া ৮০০ থেকে ১,০০০ কর্পোরেট কর্মীকে ছাঁটাই করতে চলেছে। সংস্থার পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য কাজের দক্ষতা বাড়ানো ও ব্যবসায়িক অগ্রাধিকারের সঙ্গে সংগঠনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা। এতে প্রভাব পড়বে মূলত কর্পোরেট ও সাপোর্ট বিভাগ এবং ফিল্ড লজিস্টিকসে। তবে প্রায় ৯০ দিনের বেতন ও ক্ষতিপূরণ পাবেন ছাঁটাই হওয়া কর্মীরা। বিশ্বব্যাপী প্রায় ৩০,০০০ পদ কমানোর পরিকল্পনা নিয়েছে অ্যামাজন, যাতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড পরিষেবা ও অটোমেশনে।

নির্বাচনি জনসভার আগে জনসংযোগ। বিহারের মজফফরপুরে বুধবার। -পিটিআই

'আমার সোনার বাংলা'

গুয়াহাটি, ২৯ অক্টোবর : অসমের শ্রীভূমিতে কংগ্রেসের এক দলীয় সভায় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক বেধেছে।

রবীন্দ্রনাথের লেখা এই গানটির বিশ্ব পরিচিতি রয়েছে। কিন্তু 'বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ভারতে কেন গাওয়া হবে' বলে জাতীয় ধ্বজা তুলে কংগ্রেসের সমালোচনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাজ্য বিজেপি। যদিও কংগ্রেস অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে দাবি করেছে, রবীন্দ্র সংগীত সর্বজনীন একটি বিষয়। গান কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা মেনে চলে না।

বিজেপির অভিযোগ, 'বাংলাদেশপ্রেমে' উন্মত্ত কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে এই গান গাইছে। শুধু তা-ই নয়, এমন সময় গাইছে যখন বাংলাদেশের এক মানচিত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যকে

বিতণ্ডায় বিজেপি

দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের অংশ হিসাবে।

কংগ্রেস আবার পালটা বলেছে, বিষয়টি সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক। দলীয় সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন, 'এই গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। তিনি ভারতেরই নোবেলজয়ী কবি। গানটি বাংলার মাটির, প্রকৃতির ও মানুষের প্রতি মমতার প্রতীক।' গৌরবের পালটা প্রশ্ন, 'বাংলার গান গাওয়া কি অপরাধ?'

সীমান্তবর্তী বরাক উপত্যকার অন্তর্গত শ্রীভূমি জেলা বাংলাভাষী অধ্যুষিত। গানটি গেয়েছিলেন সেখানকারই প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বিধুভূষণ দাস। বিশ্লেষকরা বলছেন, গানটি ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রতীক ছিল।

গানটিকে নিজেদের সাংস্কৃতিক সম্পদ বলে মনে করেন দু'পারের বাঙালিরা। বাংলাদেশ অনেক পরে সেটিকে জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করে। তাই রাজনৈতিক বিতর্ক তোলাটা 'অর্থহীন, অনৈতিহাসিক ও বিভেদমূলক'।

ভোটের জন্য নাচতেও রাজি মোদি : রাহুল

পাটনা, ২৯ অক্টোবর : প্রায় দু-মাস পর বিহারের মাটিতে পা রেখেই চাঁচাছোলা ভাষায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। আসনরফা নিয়ে আরজেডি-র সঙ্গে মনোমালিন্যকে দূরে সরিয়ে বিরোধী শিবিরের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদবকে সঙ্গে নিয়ে এদিন মুজফফরপুরে একাধিক জনসভা করেন তিনি। রাহুল অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভোটের জন্য যা খুশি তাই করতে পারেন।

তিনি বলেন, 'আপনারা যদি ভোটের বিনিময়ে প্রধানমন্ত্রীকে মঞ্চে উঠে নাচতেও বলেন, তাহলে উনি তা-ই করবেন। ভোটের জন্য ওঁকে যে নাটক করতে বলবেন, সেটাই উনি করবেন।' ছটপুজো উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য যমুনার মধ্যেই আলাদা করে একটি পুকুর তৈরি করা নিয়েও খোঁচা দেন রাহুল। তিনি বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি নিজের সুইমিং পুলে স্নান করতে চেয়েছিলেন। যমুনার সঙ্গে ওঁর কোনও সম্পর্ক নেই। ছটপুজো নিয়েও ওঁর কিছু এসে যায় না। উনি শুধু আপনাদের ভোট চান।' রাহুলের আক্রমণের জবাবে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ দুটি আপাতত ফাঁকা নয় বলে কটাক্ষ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

দ্বারভাঙায় একটি নির্বাচনি জনসভায় তিনি বলেন, 'লালুপ্রসাদ যাদব চান তাঁর ছেলে তেজস্বী যেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হন। সোনিয়া গান্ধি চান তাঁর ছেলে রাহুল গান্ধি যেন দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। আমি ওঁদের বলতে চাই, এই দুটি পদ আপাতত খালি নেই।' বিজেপি নেতা অমিত মালব্য বলেন, 'দু-মাস পরে বিহারে এসে ছট মাইয়ার অপমান করে নির্বাচনি প্রচার শুরু করেছেন রাহুল গান্ধি।'

ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি হাসিনার

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৯ অক্টোবর : আগামী জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লিগকে অংশ নিতে দেওয়া না হলে দলের লক্ষ লক্ষ কর্মী-সমর্থক ভোট বয়কট করবেন। বুধবার এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করেছেন শেখ হাসিনা। আওয়ামী লিগহীন ওই নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার ক্ষমতায় আসবে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে তিনি দেশে না ফিরে ভারতেই অবস্থান করবেন। তবে নির্বাচনি প্রক্রিয়ার বাইরে রাখার যে কোনও চেষ্টাকে যে আওয়ামী লিগ প্রতিহত করার চেষ্টা করবে, সেই ইঙ্গিতও দিয়েছেন হাসিনা।

দলনেত্রীর কথায়, 'আওয়ামী লিগের ওপর নিষেধাজ্ঞা শুধু যে অন্যায় তাই নয়, এটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। পরবর্তী সরকারের অবশ্যই নির্বাচনি বৈধতা থাকতে হবে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আওয়ামী লিগের লক্ষ লক্ষ সমর্থক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। কোনও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা যায় না।'

“ আওয়ামী লিগের ওপর নিষেধাজ্ঞা শুধু যে অন্যায় তাই নয়, এটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।

শেখ হাসিনা

গত বছর কোটাবিরোধী আন্দোলনের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল আওয়ামী লিগ। তখন থেকে ভারতে রয়েছেন শেখ হাসিনা। পালাবদলের পর ইমেলের মাধ্যমে দেওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচনে লড়াইয়ের সুযোগ না পেলে সমর্থকদের অন্য কোনও দলকে ভোট দিতে বলার কথা ভাবছেন না তাঁরা। হাসিনা বলেন, 'আমরা আওয়ামী লিগের ভোটারদের অন্য দলকে সমর্থন করতে বলব না। আমাদের আশা, শুভবুদ্ধির উদয় হবে। আমরা নিজের শক্তিতে নির্বাচনে অংশ নিতে পারব।' এ ব্যাপারে আওয়ামী লিগের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের আলোচনা চলছে কি না, সে ব্যাপারে অবশ্য মন্তব্য করতে রাজি হননি হাসিনা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই ইস্যুতে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ইউনুস সরকারের তরফে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি।

ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে দায়ের মামলাকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে দাবি করেছেন হাসিনা। আওয়ামী লিগ নেত্রীর বক্তব্য, 'এইসব অভিযোগ ক্যাঙারু কোর্টের মাধ্যমে আনা হয়েছে। রায় ঘোষণার আগেই স্থির হয়ে গিয়েছে যে দোষী সাব্যস্ত করা হবে।'

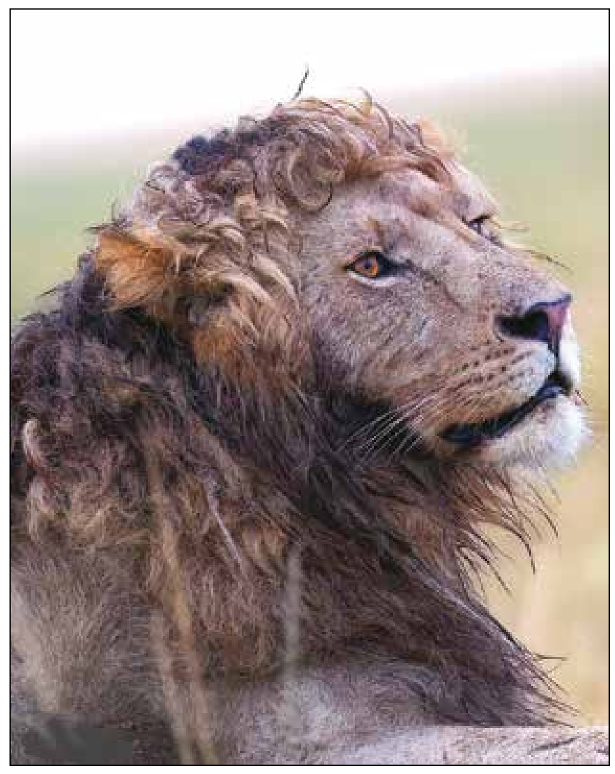

কোঁকড়ানো কেশরের সিংহ 'নজুরি'-তে মুগ্ধ নেটপাড়া। বুধবার মাসাইমারায়।

এফআইআর করবে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : সাক্ষীকে ভয় দেখানো বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করার ঘটনায় আদালতের অনুমতি ছাড়াই পুলিশ সরাসরি এফআইআর দায়ের করতে পারবে—এমনই গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও অলোক আরাধের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৯৫(এ)

সাক্ষীকে হুমকি

ধারা অনুযায়ী সাক্ষীকে ভয় দেখানো বা হুমকি দেওয়া একটি 'জামিন-অযোগ্য ও গুরুতর অপরাধ', যা ১৯৫ থেকে ১৯৬ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ থেকে একেবারে আলাদা। শীর্ষ আদালত বলেছে, এই ধারাটি প্রণয়ন করা হয়েছিল সাক্ষীদের সুরক্ষার জন্য, যাতে তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বিচারপ্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া কিংবা বিকৃত করা না যায়।

কেরল হাইকোর্টের রায় বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছে, 'হুমকির মুখে থাকা একজন সাক্ষীকে প্রথমে আদালতে গিয়ে অভিযোগ করতে বলা অবাস্তব ও অন্যায্য।' তাই এমন ক্ষেত্রে পুলিশ সরাসরি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করতে পারবে। শুধু তা-ই নয়, এটাই পুলিশকে করতে হবে।

এই রায়কে সাক্ষী সুরক্ষায় ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হচ্ছে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে ভয়ভীতি বা প্রলোভনের আশঙ্কায় ন্যায়ের পথে বাধা কমবে।

এসএসসি আর্জি খারিজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : এসএসসি দুর্নীতি মামলায় অযোগ্য প্রার্থীদের আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতিদের স্পষ্ট মন্তব্য, এসএসসি-র পরীক্ষা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, এখন আর কোনওরকম আপত্তি বা আবেদন জানানোর সুযোগ নেই। সমস্ত অভিযোগ ও আপত্তি ফলপ্রকাশের পরেই শোনা হবে বলে জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। বুধবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং অলোক আরাধে-র ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, 'পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, এখন আর কিছু করার নেই। অযোগ্যদের তালিকা সিবিআই তৈরি করেছে, আমরা নই। আপনারা চাইলে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে পারেন, তবু কিছু হবে না।' নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে হবে পরবর্তী শুনানি।

২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ-দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট গোটা প্যানেল বাতিল করে দেয়। এর ফলে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী চাকরি হারান। আদালতের নির্দেশে কমিশনকে নতুন করে পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বলা হয়। সেই নির্দেশ মেনে সেপ্টেম্বরের ৭ ও ১৪ তারিখ নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নেয় এসএসসি। এসএসসি আদালতকে জানিয়েছে, পরীক্ষার ফল নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশ করা হবে। বিচারপতিরা বলেন, 'ফলাফল প্রকাশ হতে দিন। আপত্তি জানাতে চাইলে ফল বেরোনোর পর জানান।' এদিনের শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরাও।

দুর্বল মন্থার বলি ২

অমরাবতী, ২৯ অক্টোবর : মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় মন্থায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। হাওয়া অফিসের বার্তা অনুযায়ী, শক্তি খুইয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে এই প্রবল ঘূর্ণিঝড়।

দুর্যোগের প্রভাব কিছুটা কমায় বুধবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি

পরিদর্শনে নাইডু

আকাশপথে পরিদর্শন করেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত কোনাসীমা জেলা পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মন্থার প্রভাবে তাঁর রাজ্যে ন্যূনতম ক্ষতি হয়েছে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বাস্তবসম্মত প্রস্তুতি নেওয়ায় সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের প্রশংসা করেছেন তিনি।

চন্দ্রবাবু নাইডু জানিয়েছেন, মন্থা আছড়ে পড়ার পাঁচদিন আগে থেকে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা তৃণমূল স্তরে নেমে নিবিড়ভাবে ঝড়ের গতিবিধির দিকে নজর রেখেছিলেন ও ত্রাণের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন। তিনি বলেন, 'দুর্গতদের সাহায্যের জন্য প্রায় এক লক্ষ শিবির গঠন করা হয়েছে। চাষের জমিতে জল নিষ্কাষণের সুব্যবস্থা না থাকায় খেতে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই সমস্যা আমাদের পরস্পরা। আমরা এই সমস্যা কাটানোর চেষ্টা করছি।' প্রাথমিক হিসেবে অন্ধ্রের প্রায় ৩৮ হাজার হেক্টর চাষ-জমি নষ্ট হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে এক লক্ষ হেক্টরেরও বেশি বাগানের।

কাবুলের রাশ দিল্লির হাতে, পাক দাবি

ইসলামাবাদ, ২৯ অক্টোবর : পাক-আফগান শান্তি আলোচনা ভেস্তে গিয়েছে। যে কোনও সময় পশ্চিম সীমান্তে সংঘাত শুরু হতে পারে। ইসলামাবাদের অন্দরে এমন আশঙ্কা দানা বাঁধছে। ঘটনাপ্রবাহের জন্য ভারতের দিকে আঙুল তুলেছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ। তাঁর দাবি, ভারতের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে আফগানিস্তান। দিল্লির প্ররোচনায় কাবুলের তালিবান সরকারের পাকিস্তান বিরোধিতার তীব্রতা বাড়ছে।

আসিফ বলেন, 'গত সপ্তাহে আমরা কাবুলের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম। কিন্তু আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে হঠাৎ-ই বেঁকে বসেন আফগান প্রতিনিধিরা। বাইরের প্রভাবে শান্তিচুক্তি সম্ভব হয়নি। আমার বিশ্বাস, শান্তি আলোচনাকে পিছন থেকে ছুরি মারা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের ঠিক আগে কাবুল পিছিয়ে গিয়েছে।' কাবুলের শাসকরা দিল্লির নির্দেশে কাজ করছেন বলে অভিযোগ করেছেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পশ্চিম সীমান্তে ভারত ধাক্কা খেয়েছে। সেই ক্ষতি তারা কাবুলের সাহায্যে পুষিয়ে নিতে চাইছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সীমিত আকারে যুদ্ধ শুরু করেছে ভারত।'

আফগানিস্তানকে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'ওরা যদি ইসলামাবাদের দিকে তাকায়,

“ ওরা যদি ইসলামাবাদের দিকে তাকায়, তাহলে চোখ উপড়ে ফেলা হবে

খোয়াজা আসিফ

তাহলে চোখ উপড়ে ফেলা হবে। ৫০ গুণ শক্তি নিয়ে যে কোনও হামলার জবাব দেবে পাক সেনা।' পাকিস্তানের অশান্ত করতে আফগানিস্তানের তালিবান শাসকরা জঙ্গিদের নিয়োগ করেছেন বলেও দাবি করেছেন আসিফ। তাঁর কথায়, 'পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের পিছনে যে কাবুল রয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। ওরা দিল্লির নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে।'

ভারত-মার্কিন চুক্তি আসন্ন

সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে মোদিকে খোঁচা কংগ্রেসের

সিওল ও নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : মালয়েশিয়া ও জাপান হয়ে বুধবার দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে পৌঁছেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চলতি সফরে দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গেও আলোচনায় বসবেন তিনি। তবে দক্ষিণ কোরিয়ার মাটিতে পা রাখার পর বেজিং বা সিওল নয়, ট্রাম্পের মুখে দিল্লি আর মোদির কথা। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সেরে ফেলতে তিনি যে মরিয়া, মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায় সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। ট্রাম্প বলেন, 'আমি ভারতের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি করছি। প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি খুব সুন্দর একজন মানুষ। কিন্তু ভয়ংকর কঠোর। আমাদের বোঝাপড়া খুব ভালো।'

ভারতের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে পাকিস্তানকে টেনে এনেছেন ট্রাম্প। প্রশংসা করেছেন জেনারেল আসিম মুনিরের। পাক

ট্রাম্প বার্তা

সেনাপ্রধানকে 'মহান যোদ্ধা' বলেছেন। ট্রাম্প বলেন, 'পাকিস্তানের একজন ফিল্ড মার্শাল আছেন। আপনারা জানেন জেনারেলে মুনির কেন একজন ফিল্ড মার্শাল? কারণ, তিনি একজন দুর্দান্ত যোদ্ধা। আমি তাঁকে চিনি।'

ট্রাম্পের দাবি, তার ঠিক পরের দিনই নাকি ভারত ও পাকিস্তানের শীর্ষনেতৃত্বের তরফে তাঁকে সংঘর্ষ বিরতির কথা জানানো হয়। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পক্ষে যে সংঘর্ষ থামানো সম্ভব ছিল না, সেই কথাও বলেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে আসতেই তোপ দেগেছে কংগ্রেস। বিরোধী দলের নিশানায় ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। দলের নেতা জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমেরিকা, কাতার, সৌদি আরব, মিশর ও ব্রিটেনে গিয়ে তিনি (ট্রাম্প) এই দাবি করেছেন। মাথাআকাশ থেকে মাটি সর্বত্র একই কথা বলেছেন।' কংগ্রেস নেতার কটাক্ষ, 'নয়াদিল্লিতে তাঁর ভালো বন্ধু আর তাঁকে জড়িয়ে ধরতে চাইছেন না। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

গাজায় হত ৬০

তেল আভিভ, ২৯ অক্টোবর : ঢাকঢোল পিটিয়ে সংঘর্ষ বিরতিই সার। গাজার রক্তস্নান যেন রোজের ব্যাপার। বুধবার সারা রাত ধরে প্যালেস্তিনীয় জনপদে বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের সাহায্যে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৬০ জন প্যালেস্তিনীয়র। আহত শতাধিক। অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হতাহতদের অধিকাংশ মহিলা ও শিশু।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে গাজায় হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানে তীব্রতা আনতে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তারপর গাজায় এটাই ইজরায়েলি বাহিনীর সবচেয়ে বড় হামলা। গাজার অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, এদিন রাতে ৩০টি জায়গাকে নিশানা করেছিল ইজরায়েল। তার একটি হল আল সহবা হাসপাতাল। স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানটি রক্ষা পেলেও তার আশপাশের বেশ কিছু ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

মরলেই জন্নত

ইসলামাবাদ, ২৯ অক্টোবর : পাকিস্তানে এবার মেয়েদের সন্ত্রাসবাদী কাজে যোগ দেওয়ার জন্য ডাক দিয়েছে জইশ-ই-মহম্মদ-প্রধান মাসুদ আজহার। ২১ মিনিটের একটি অডিও-য় জঙ্গির ভূমিকায় মেয়েদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারের এক ভয়ংকর নীলনকশা তুলে ধরেছে মাসুদ। রাষ্ট্রসংঘের নিষিদ্ধ তালিকায় থাকা জঙ্গিনেতা মাসুদ বাহওয়ালপুরের মরকজ উসমান-ও আলিতে নতুন করে শিবির গড়ে মহিলাদের নিয়োগে করছে।

জইশের মহিলা শাখার নাম জামাত-উল-মোমিনাত। অডিও মেসেজে মাসুদ বলেছে, 'এখানে মৃত্যুর পর মেয়েরা জন্নতে যেতে পারবেন।' ভারতের সিঁদুর অভিযানের পরও মাসুদ দমেনি। অভিযাত্রী সেটাই বোঝাচ্ছে।

ধোঁয়ার শহরে মেঘের খেলা শুধুই কি লোকদেখানো

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : দিল্লির বাতাস! সে আর শুধু বাতাস নেই, যেন বিষের নিঃশ্বাস। প্রতি বছর শীতকাল এলেই রাজধানীর বুক ভরে ওঠে ধোঁয়াশার পুরু চাদরে, যা শ্বাস নেওয়াও কঠিন করে তোলে। এই ভয়ানক বিপদ থেকে বাঁচতে দিল্লি সরকার এখন এক নতুন কৌশলে নেমেছে—কৃত্রিম বর্ষণ বা 'মেঘের বীজ বপন'। সরকারের আশা, আকাশ থেকে যদি কিছুটা জল ঝরে, তাহলে মাটির কাছে জমে থাকা বিষাক্ত কণাগুলো ধুয়ে যাবে।

কিন্তু আকাশে বিমান পাঠিয়ে মেঘের গায়ে রাসায়নিক ছড়িয়ে বৃষ্টি নামানোর উদ্যোগ নিয়েই শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। একদল বিশেষজ্ঞ যেখানে এটিকে আশার আলো হিসেবে দেখছেন, সেখানে অন্য পক্ষ বিশেষ করে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা এটিকে বলছেন 'রাজনীতির মঞ্চনাটক'।

আসলে আকাশে চলছেটা কী? সত্যিই কি এইভাবে দূষণ দূর হবে?

বৃষ্টি আনার কৌশল

ক্লাউড সিডিং বা কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের পদ্ধতিটি বেশ সরল। বিশেষ ধরনের বিমান ব্যবহার করে মেঘের মধ্যে রুপোর আয়োডাইড বা লবণের গুঁড়োর মতো বিশেষ কণা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কণাগুলো মেঘের ভেতরের জলীয় বাষ্পকে দ্রুত জমে যেতে সাহায্য করে, ফলে বড় ফোঁটা তৈরি হয়, বৃষ্টি নামে। আইআইটি কানপুরের বিজ্ঞানীদের সহায়তায় সরকার এই পরীক্ষা চালাচ্ছে। লক্ষ্য একটাই— এই বৃষ্টিতে যেন দূষণস্তর কিছুটা নেমে আসে।

দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী আশা করছেন, বুরারি, করোলবাগ, ময়ূরবিহারের মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলো সাময়িক স্বস্তি পাবে। কিন্তু এই 'আকাশের কসরত' নিয়েই যত প্রশ্ন।

খরচ অনেক

বৃষ্টি নামানোর কৌশল পুরোনো হলেও বায়ুদূষণ দূর করতে কতটা কাজের, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের বড় অংশই সন্দিহান। তাঁদের প্রধান যুক্তি দুটি:

প্রকৃতির বিরূপতা : কৃত্রিম বর্ষণ তখনই কাজ দেয়, যখন মেঘে যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় উপাদান বা আর্দ্রতা থাকে। কিন্তু দিল্লির শুষ্ক শীতে সাধারণত সেই সুযোগ কম থাকে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, যখন এমনিতেই আবহাওয়া অনুকূল থাকে (যেমন, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সময়), তখনই কেবল এর সামান্য বাড়তি ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সেটাও মাপার উপায় নেই।

অস্থায়ী মুক্তি : আইআইটি দিল্লির আবহাওয়াবিদদের মতে, এই বৃষ্টিতে দূষণ কমলেও স্বস্তি থাকে এক-দু'দিনের জন্য। মূল উৎস থেকে দূষণ নির্গমন বন্ধ না হলে বাতাস আবার বিষাক্ত হবে। এক-একটি পরীক্ষার জন্য যে বিপুল অঙ্কের টাকা (প্রায় কোটি টাকার কাছাকাছি) খরচ হচ্ছে, তা কি কয়েক ঘণ্টার স্বস্তির জন্য যথেষ্ট? তাঁদের বক্তব্য—লক্ষ লক্ষ টাকা এভাবে আকাশে না ছড়িয়ে সেই টাকা দূষণের মূল কারণগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা উচিত।

বায়ু দূষণের কবলে দিল্লি -ফাইল চিত্র

পরিবেশবিদের চোখে

এই পুরো বিষয়টির চরম সমালোচনা করেছেন প্রখ্যাত পরিবেশ গবেষক চন্দ্র ভূষণ। তাঁর মতে, সরকার যা করছে, তা কোনও নতুন ভাবনা নয়, বরং দূষণের ভয়াবহতা থেকে জনগণের নজর ঘোরানোর একটা চেষ্টা মাত্র।

তিনি সরাসরি জানিয়েছেন, 'বিশ্বের বহু পরীক্ষা আগেই প্রমাণ করেছে যে কৃত্রিম বৃষ্টি দিয়ে বায়ুদূষণকে হারানো যায় না। দিল্লি যা করছে, তা আসলে লোকদেখানো রাজনীতি।'

চন্দ্র ভূষণের মতো পরিবেশপ্রেমীরা বলছেন, আসলে দূষণ দূর করতে দরকার কঠিন সিদ্ধান্ত। পুরোনো যানবাহন বন্ধ, শিল্পাঞ্চল থেকে নির্গমন নিয়ন্ত্রণ এবং আশপাশের রাজ্যগুলোর সঙ্গে একযোগে কাজ করে দূষণ সৃষ্টিকারী সমস্ত উৎসকে নিয়ন্ত্রণ — এইগুলোই হল আসল কাজ। একসময় কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে 'ধোঁয়া শোষক যন্ত্র' (স্মগ টাওয়ার) বসানো হয়েছিল, তা যেমন কোনও কাজে আসেনি, তেমনি এই 'মেঘের খেলা'ও ব্যর্থ হবে, যদি না সরকার মূল সমস্যাগুলির দিকে নজর দেয়।

সমাধান কি আকাশেই

দিল্লির মানুষ, যারা প্রতি মুহূর্তে বিষাক্ত বাতাস টেনে বেঁচে আছে, তাদের কাছে এই উদ্যোগ একটুকরো শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও যদি দূষণ কমে, তবে সেটাই লাভ। কিন্তু তাদের মনেও প্রশ্ন—এই কি আমাদের শেষ ভরসা?

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য স্পষ্ট, কৃত্রিম বৃষ্টিপাত সাময়িক কৌশল হতে পারে, কিন্তু স্থায়ী সমাধান ভাবা উচিত নয়। পরিষ্কার বাতাসের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, কঠিন নিয়মনীতি এবং দূষণের উৎসমুখগুলিকে চিরতরে বন্ধ করা।

এই মুহূর্তে দিল্লির আকাশে মেঘের বীজ বপনের যে চেষ্টা চলছে, তার ফলাফল আবহাওয়ার মতোই অনিশ্চিত। লড়াই শুধু বাতাসের নয়, এটি পরিবেশ নিয়ে আমাদের সদিচ্ছা ও দায়বদ্ধতার আসল পরীক্ষা। সময়ই বলে দেবে—এই মেঘের খেলা কি কেবল লোকদেখানোর জন্য, নাকি সত্যিই কোনও স্থায়ী পরিবর্তন আনবে।

জৈব রসায়নে প্রস্তুতির খুঁটিনাটি

ভবিষ্যতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রথম পরীক্ষা হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ভৌতবিজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাধ্যমিকে ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ে অনেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে একটু দুশ্চিন্তা থাকে। তবে সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিলে এই বিষয়ে কোনও ভয় নেই। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী নিবিড় অধ্যয়ন করলে ভৌতবিজ্ঞানে খুব সহজেই ভালো নম্বর তোলা যায়। তবে এর জন্য ভৌতবিজ্ঞানের প্রতিটি টপিকে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই।

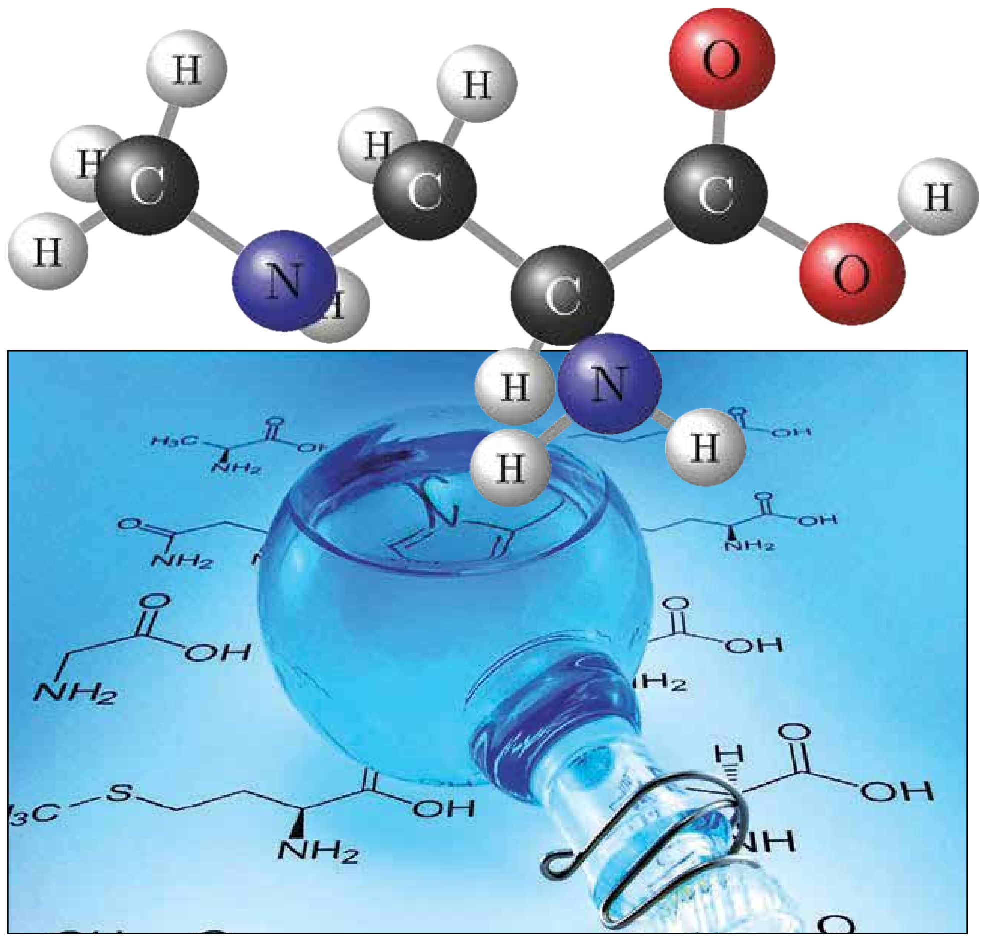

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

প্রস্তুতির রূপরেখা

- আজ মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত 'জৈব রসায়ন' অধ্যায় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।
- এই অধ্যায় থেকে মোট 9 নম্বর থাকবে। বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর, অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর, সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর এবং দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে 'জৈব রসায়ন' অধ্যায়টি যতটা সহজভাবে সম্ভব আলোচনা করছি।
- তবে শুধুমাত্র মুখস্থ নয়, বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরির চেষ্টা করবে। শ্রেণিকক্ষে ভালোভাবে পড়া বুঝতে হবে।
- মাধ্যমিকে এই অধ্যায় থেকে পুরো নম্বর পেতে হলে ভৌতবিজ্ঞানের পাঠ্যবইটি খুঁটিয়ে পড়তে হবে। মনে রাখবে পাঠ্যবইয়ের কোনও বিকল্প নেই।
- বিষয়টি বুঝে পড়ে নিয়মিত উত্তর লেখা অভ্যাস করতে হবে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

'জৈব রসায়ন' অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা হল :-

1. বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) : প্রশ্নমান - ১

1.1) প্রদত্ত যৌগগুলির মধ্যে কোনটি জৈব যৌগ নয়?
a) অ্যাসিটিক অ্যাসিড b) মিথাইল অ্যামিন c) সোডিয়াম কার্বনেট d) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড

1.2) অ্যাসিটিলিনের একটি অণুতে বন্ধনের সংখ্যা –
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

1.3) একটি জৈব যৌগের সংকেত C_2H_4, এটি কোন শ্রেণির জৈব যৌগ?
a) অ্যালকেন b) অ্যালকিন c) অ্যালকাইন d) অ্যালকোহল

1.4) সম্পৃক্ত জৈব যৌগ হল-
a) প্রোপেন b) প্রোপিন c) বিউটাইন d) ইথাইন

1.5) অ্যালডিহাইড শ্রেণির কার্যকরী মূলক কোনটি?
a) - CHO b) - OH c) - COOH d) - O -

1.6) সমগণীয় শ্রেণির পরপর দুটি যৌগের মধ্যে আণবিক ভরের পার্থক্য হল-
a) 10 u b) 12 u c) 14 u d) 16 u

1.7) সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে বলে-
a) অ্যালকিন b) অ্যালকাইন c) অ্যালকেন d) অ্যালকোহল

1.8) নীচের কোন দ্রাবকে জৈব যৌগ সাধারণত দ্রবীভূত হয় না?
a) জল b) ক্লোরোফর্ম c) অ্যালকোহল d) বেঞ্জিন

1.9) CNG-এর মূল উপাদান নীচের কোনটি?
a) মিথেন b) ইথেন c) ইথিলিন d) বিউটেন

1.10) কার্বাইড বাতিতে যে গ্যাসটি জ্বলতে থাকে তা হল-
a) অ্যাসিটিলিন b) মিথেন c) ইথেন d) ইথিলিন

1.11) ডাই মিথাইল ইথারে কোন কার্যকরী মূলক উপস্থিত?
a) - CHO b) - O - c) - COOH d) - OH

1.12) - OH গ্রুপকে বলা হয়-
a) কর্বক্সিল b) কিটো c) হাইড্রক্সিল d) ফরমাইল

1.13) ইথেনে উপস্থিত সমযোজী বন্ধনের সংখ্যা
a) 7 b) 5 c) 9 d) 3

1.14) টেফলনের মনোমার হল-
a) ইথিলিন b) মিথাইল ক্লোরাইড c) টেট্রাফ্লুরো ইথিলিন d) ভিনাইল ক্লোরাইড

1.15) লিন্ডলার অনুঘটকের উপস্থিতিতে অ্যাসিটিলিন ও হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়-
a) মিথেন b) ইথেন c) ইথিলিন d) বিউটেন

1.16) প্রোপান্যাল ও প্রোপানোন হল –
a) অবস্থানঘটিত সমাবয়ব b) শৃঙ্খলঘটিত সমাবয়ব c) বলয়-শৃঙ্খলঘটিত সমাবয়ব d) কার্যকরী মূলকঘটিত সমাবয়ব

1.17) একটি বায়োডিগ্রেডেবল পলিমারের নাম হল-
a) PVC b) টেফলন c) প্লাস্টিক d) প্রোটিন

1.18) ধাতব সোডিয়ামের সঙ্গে অ্যালকোহলের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসটি হল–
a) অক্সিজেন b) নাইট্রোজেন c) কার্বন ডাইঅক্সাইড d) হাইড্রোজেন

1.19) কোনটির গঠন সরলরৈখিক?
a) ইথেন b) ইথিন c) ইথাইন d) সবগুলিরই

1.20) কোন যৌগটি যুত বিক্রিয়া করে না?
a) প্রোপেন b) প্রোপিন c) প্রোপাইন d) কোনওটিই নয়

উ: 1.1- c, 1.2- b, 1.3- b, 1.4- a, 1.5- a, 1.6- c, 1.7- c, 1.8- a, 1.9- a, 1.10- a, 1.11- b, 1.12- c, 1.13- a, 1.14- c, 1.15- c, 1.16- d, 1.17- d, 1.18- d, 1.19-c, 1.20- a.

2. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (VSAQ) :
প্রশ্নমান-১

2.1) জৈব যৌগ তড়িৎযোজী না সমযোজী?
উ : জৈব যৌগ সমযোজী।

2.2) প্রথম অজৈব যৌগ থেকে আবিষ্কৃত জৈব যৌগের নাম কী?
উ: ইউরিয়া।

2.3) কোন অজৈব যৌগ থেকে পরীক্ষাগারে সর্বপ্রথম ইউরিয়া প্রস্তুত করা হয়?
উ: অ্যামোনিয়াম সায়ানেট।

2.4) সরলতম অ্যালডিহাইডটির নাম ও সংকেত লেখো।
উ: সরলতম অ্যালডিহাইডটির নাম ফর্মালডিহাইড এবং এর সংকেত HCHO।

2.5) কোন গ্যাস আলেয়া সৃষ্টি করে?
উ: মিথেন ।

2.6) একটি জৈব গ্রিনহাউস গ্যাসের নাম লেখো।
উ: মিথেন।

2.7) LPG- এর প্রধান উপাদান কী?
উ: LPG-এর প্রধান উপাদান হল বিউটেন।

2.8) রেক্টিফায়েড স্পিরিট কী?
উ: 95.4% ইথাইল অ্যালকোহল ও 4.6% জলের মিশ্রণকে রেক্টিফায়েড স্পিরিট বলে।

2.9) অ্যালকিনের সমগণীয় শ্রেণির দ্বিতীয় যৌগের নাম লেখো।
উ: প্রোপিন।

2.10) LPG সিলিন্ডারে দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থটির নাম লেখো।
উ: ইথাইল মারকাপটান।

2.11) কার্বনবিহীন একটি কার্যকরী মূলকের নাম ও সংকেত লেখো।
উ: কার্বনবিহীন একটি কার্যকরী মূলকের নাম হল হাইড্রক্সিল এবং এর সংকেত –OH।

2.12) ধাতব সোডিয়ামের সঙ্গে অ্যালকোহল ও ইথারের মধ্যে কোনটি বিক্রিয়া করে?
উ: ধাতব সোডিয়ামের সঙ্গে অ্যালকোহল বিক্রিয়া করে।

2.13) ঝালাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয় এমন একটি জৈব গ্যাসের নাম লেখো।
উ: ঝালাইয়ের কাজে অ্যাসিটিলিন ব্যবহৃত হয়।

2.14) মিথেনকে মার্শ গ্যাস বলে কেন?
উ: জলাভূমিতে গাছপালা পচে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এইজন্য মিথেনকে মার্শ গ্যাস বলে।

2.15) ভিনিগার কী?
উ: অ্যাসিটিক অ্যাসিডের লঘু জলীয় দ্রবণকে (4% – 8%) ভিনিগার বলে।

2.16) অ্যাসিটিলিন অণুতে বন্ধন-কোণের মান কত?
উ: অ্যাসিটিলিন অণুতে বন্ধন-কোণের মান 180^0।

2.17) মিথেনে কার্বনের চারটি যোজ্যতা কীভাবে বিন্যস্ত থাকে?
উ: মিথেনে কার্বনের চারটি যোজ্যতা একটি কাল্পনিক সুষম চতুস্তলকের চারটি শীর্ষবিন্দুর দিকে প্রসারিত থাকে এবং কার্বন ওই কাল্পনিক চতুস্তলকের কেন্দ্রে থাকে।

2.18) IUPAC-এর পুরো কথাটি লেখো।
উ: International Union of Pure and Applied Chemistry

(চলবে)

ভূগোলে নম্বর তোলার পরামর্শ

সজল মজুমদার, *শিক্ষক*
বালাপুর উচ্চবিদ্যালয় তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

উচ্চমাধ্যমিক চতুর্থ সিমেস্টার

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভূগোল বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে ভূগোল থিওরিটিকাল এবং প্র্যাকটিকালে বিভক্ত থাকলেও বর্তমানে নতুন সিলেবাস অনুযায়ী সমস্ত বিষয় সিমেস্টারভিত্তিক হওয়ার ফলে প্রশ্নের ধরন, প্রশ্ন কাঠামোতে বহুল পরিবর্তন এসেছে। সেক্ষেত্রে চতুর্থ সিমেস্টারের ভূগোল সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী এবং দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন সমন্বিত হতে চলেছে। পরীক্ষার পূর্ণমান ৩৫। যেহেতু এই সিমেস্টারে বহু বিকল্পভিত্তিক বা MCQ প্রশ্নাবলি নেই, সেজন্য সিলেবাস বুঝে নিয়ে সঠিক পদক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয়। সময় ধরে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লেখালেখির প্র্যাকটিস এখন থেকেই শুরু করতে হবে। বাজারে বিভিন্ন প্রকাশনীর ভালো বই প্রকাশিত হয়েছে। নিজের পছন্দমতো ভালো বই দেখে অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে হবে।

প্রসঙ্গত, দ্বাদশ শ্রেণির ভূগোলের এই সিমেস্টার মূলত প্রাকৃতিক ভূগোল, মানবীয় ভূগোল ও ভারতের ভূগোল-এ বিভক্ত। প্রাকৃতিক ভূগোল অংশ থেকে মোট ১৫ নম্বর। মানবীয় ভূগোল অংশ থেকে মোট ১০ নম্বর এবং ভারতের ভূগোল অংশ থেকে মোট ১০ নম্বর। সর্বমোট ৩৫ নম্বরের পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার প্রশ্নাবলি সাধারণত Part-A, Part-B, Part-C ভাগে বিভক্ত থাকবে। প্রাকৃতিক ভূগোলের মধ্যে ভূ-গঠন, ভূমিরূপ প্রক্রিয়াসমূহ, ক্ষয়চক্র, বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, জীবমণ্ডল ইত্যাদি অধ্যায় রয়েছে। এসব অধ্যায়গুলো কতগুলো ইউনিটে বিভক্ত। উক্ত অধ্যায়গুলো থেকে দুই নম্বরের দুটি প্রশ্ন, তিন নম্বরের দুটি প্রশ্ন এবং পাঁচ নম্বরের একটি প্রশ্ন আসবে। মানবীয় ভূগোলের অংশে জনসংখ্যা ভূগোল ও মানব উন্নয়ন নামক দুটি অধ্যায় রয়েছে। এই অধ্যায়গুলো থেকে দুটি দুই নম্বরের প্রশ্ন ও দুটি তিন নম্বরের প্রশ্ন আসবে। অন্যদিকে, ভারতের ভূগোল শিল্প, ভারতীয় মানব বসতি ও উন্নয়ন এবং নির্বাচিত বিষয় ও সমস্যাগুলির উপর ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ- এগুলো ভাগে বিভক্ত। এই অংশ থেকেও দুটি দুই নম্বরের প্রশ্ন ও দুটি তিন নম্বরের প্রশ্ন থাকবে।

আগামী এই পরীক্ষার জন্য হাতে সময় খুব কম। তাই নিজস্ব রুটিন অনুযায়ী সিলেবাস অনুসারে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো পড়তে হবে। বইয়ের পেছনে মডেল প্রশ্নোত্তর অনুসরণ করতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নাবলি খুঁটিয়ে দেখতে হবে। ছোট ও সহজ অধ্যায়গুলো আগে পড়ে নেওয়াই ভালো। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো বেছে নিয়ে পড়তে হবে। ছবিযুক্ত বিভিন্ন প্রশ্নগুলো লিখে ও ছবি এঁকে প্র্যাকটিস করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষকের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান শুনে এগোতে হবে। অধ্যায় অনেক, তাই সময় নষ্ট না করে জোর প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়াই কাম্য।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার খুঁটিনাটি

অরবিন্দ ঘোষ, *শিক্ষক*
অক্রুরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশন, মালদা

মাধ্যমিক ভূগোল

পূর্ব প্রকাশের পর

প্রশ্ন-১৬ : বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 3R এবং 4R কী?

উত্তর : 3R পদ্ধতি – এর মধ্যে বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস (Reduce), পুনর্ব্যবহার (Reuse) এবং পুনর্নবীকরণকে (Recycle) একত্রে 3R বলে।

4R পদ্ধতি –বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তিনটি প্রধান প্রক্রিয়া, যেমন- বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস (Reduce), পুনর্ব্যবহার (Reuse) এবং পুনর্নবীকরণ (Recycle) এবং পরবর্তী একটি প্রক্রিয়া প্রত্যাখ্যান (Refuse), এই চারটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে একত্রে 4R বলে।

4R প্রক্রিয়াগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

ক) বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস (Reduce) - যেসকল বর্জ্য পদার্থ জীব বিশ্লেষ্য বা জৈব ভঙ্গুর নয় তাদের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। বিভিন্ন সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে আমরা পরিবেশের বর্জ্যের পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারি। যথা :

১. উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিল্পকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যের পরিমাণ কমাতে পারি। যেমন– প্লাস্টিক, পলিথিন, E-বর্জ্য ইত্যাদি।

২. ব্যবহার করে ফেলে দেওয়ার মতো দ্রব্যগুলির পরিবর্তে যে সকল দ্রব্য বারবার ব্যবহার করা যায় সেগুলি ব্যবহার করা প্রয়োজন।

৩. প্যাকেটজাত দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্য আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি।

৪. আমরা নিজেদের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন করে কাগজের ব্যাগ, চটের ব্যাগ, পিচবোর্ড ইত্যাদির ব্যবহার করতে পারি।

খ) পুনর্ব্যবহার (Reuse) -কিছু কিছু বর্জ্যকে ফেলে না দিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। একে বর্জ্যের 'পুনর্ব্যবহার' বা 'Reuse' বলে। এতে বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়।

১. বাড়ি থেকে নির্গত তরকারি বা ফলের খোসা গবাদিপশুর খাদ্য বা জৈব সার তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

২. বাড়িতে অ্যালুমিনিয়াম, তামা প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত বাসন থেকে নতুন বাসনপত্র তৈরি করা যায়।

৩. সারাই করে ঠিক করা সক্ষম সেই সকল দ্রব্য ফেলে না দেওয়াই ভালো।

৪. খবরের কাগজ ফেলে না দিয়ে সেগুলি দিয়ে ঠোঙা তৈরি করলে মোড়ক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

৫. বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক দ্রব্য খারাপ হয়ে গেলে সরাসরি ফেলে না দিয়ে তা পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী তৈরি করা যায়।

গ) পুনর্নবীকরণ (Recycle) -ব্যবহারের অনুপযুক্ত পদার্থকে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করে তোলাকে বর্জ্যের 'পুনর্নবীকরণ' বা 'Recycle' বলে। যেমন -

১. লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, টিনকে গলিয়ে পুনরায় ধাতুনির্মিত নানা দ্রব্য তৈরি হয়।

২. প্লাস্টিক, কাচ প্রভৃতি থেকে পুনরায় দ্রব্য তৈরি করা হয়।

৩. ছেঁড়া কাপড়, পুরোনো কাগজ প্রভৃতি থেকে পুনরায় নতুন কাগজ তৈরি করা হয়।

৪. সবজি বা ফলের খোসা থেকে উন্নতমানের জৈব সার নির্মাণ করা হয়।

ঘ) প্রত্যাখ্যান (Refuse) -পরিবেশকে সুস্থ রাখতে আমাদের কিছু জিনিসের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। যেমন - নিম্নমানের পলিথিন ক্যারিব্যাগ, প্লাস্টিকের কৌটো, বোতলের ব্যবহার সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

ইংরেজি ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

সুবল চন্দ্র দেবনাথ, *শিক্ষক*
তপসিখাতা উচ্চবিদ্যালয় আলিপুরদুয়ার

নবম শ্রেণি ইংরেজি

২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ও এখন যারা নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী তাদের জন্য আজকের বিষয় Fill in the blanks with appropriate Articles and Prepositions.

প্রথমেই বলব ইংরেজি ব্যাকরণ অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের কঠিন মনে হয়, বিশেষ করে সঠিক Articles ও Prepositions দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা যদি নিয়ম বুঝে অনুশীলন করে, তাহলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে ৩ নম্বর থাকে সেটা তারা সহজেই পেয়ে যাবে। আজ আমরা Articles ও Prepositions ব্যবহারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম শিখব এবং কয়েকটি Tricky passage -এর মাধ্যমে দেখব কীভাবে Articles আর Prepositions দিয়ে সঠিকভাবে শূন্যস্থান পূরণ করা যায়।

Articles ব্যবহারের কিছু নিয়ম (Rules) :

'a' -এর ব্যবহার--

(i) Consonant sound -এর আগে 'a' বসে।
উদাহরণ : He is a good boy.
I have a beautiful pen.

'an' -এর ব্যবহার :

(ii) Vowel sound -এর আগে অর্থাৎ যদি কোনও শব্দের প্রথমে Vowel বর্ণ থাকে তাহলে সেই শব্দের আগে 'an' বসে।
উদাহরণ : Give me an apple.
This is an elephant.
The boy eats an orange.

'the' -এর ব্যবহার :

(i) যে সমস্ত জিনিস বা বস্তু পৃথিবীতে একটিই আছে সেই সমস্ত জিনিস বা বস্তুর আগে 'the' বসে।
উদাহরণ : The sun rises in the east.
The moon has no light of its own.

(ii) Superlative degree -এর আগে সবসময় 'the' বসে।
উদাহরণ : Raghab is the best student in the class.

(iii) কোনও নদী, সমুদ্র, মহাসাগর, পর্বতশ্রেণি, মরুভূমি ও দ্বীপপুঞ্জের নামের আগে 'the' বসে।
উদাহরণ : The Andaman Islands are in the Bay of Bengal.
The Himalayas are covered with snow.

(iv) পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নামের আগে 'the' বসে। উদহরণ : The Gita is a holy book.
The Quran is a holy book of Islam.

(v) বাদ্যযন্ত্রের নামের আগে 'the' বসে। উদাহরণ : My daughter can play the piano very well.

(vi) দিকের আগে (before directions) 'the' বসে।
উদাহরণ : The north of India is colder than the south.

(vii) বৈজ্ঞানিক কোনও আবিষ্কারের আগে 'the' বসে।
উদাহরণ : The computer has changed our life.
The television was invented by Alexander Graham Bell.

(viii) কোনও সংবাদপত্র, জাহাজ, খ্যাতনামা অট্টালিকার নামের আগে এবং কোনও ঐতিহাসিক স্থাপত্যের নামের আগে আর্টিকেল 'the' বসে।
উদাহরণ : I read the Times of India.
The Titanic sank in 1912.
The Taj Mahal is in Agra.

(ix) কোনও Adjective-এর আগে 'the' বসলে পুরো শ্রেণিকে বা সম্প্রদায়কে বোঝায়। উদাহরণ : The rich are not always happy.
The poor need special package.

(x) Ordinal (1st, 2nd etc.) number-এর আগে 'the' বসে।
উদাহরণ : Neil Armstrong was the first man to reach the moon.

'A' এবং 'an' -এর কিছু ব্যতিক্রম :

(i) যখন কোনও vowel -এর sound 'you' -এর মতো হয় তখন সেখানে 'an' না হয়ে 'a' হয়।
উদাহরণ : He is a European.
She is a university student.
That is a ewe.

(ii) কোনও শব্দ যদি 'h' letter দিয়ে শুরু হয় কিন্তু, এই 'h' উচ্চারণের সময় silent থাকে তাহলে সেই শব্দের আগে 'a' বসে না, 'an' বসে। উদাহরণ : He is an heir to the throne.
He came here an hour ago.

(iii) কোনও সংক্ষিপ্ত রূপের শব্দ অথবা acronyms যদি vowel sound দিয়ে শুরু হয় তাহলে সেই শব্দের আগে 'an' বসে। উদাহরণ : Mr. Tigga is an MP.
He is an MBA.
YS Reddy is an MLA.

(iv) কোনও একজন লোকের নামের আগে 'a' বসে।
উদাহরণ : A Mr. Sen came here to meet you.

(v) One-যুক্ত কোনও যৌগিক শব্দের আগে 'a' বসে, 'an' বসে না।
উদাহরণ : I saw a one-eyed deer.
It is a one-rupee note.
The government has formed a one-man committee.

Use of Prepositions :

In-এর ব্যবহার-

(i) ভিতরে বা কোনও জায়গাতে আছে এমন বোঝাতে 'in' বসে। উদাহরণ : He is in the room.
They live in Kolkata.

(ii) ঠিক সময়ে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে- এরকম বোঝাতে 'in' বসে।
উদাহরণ : He has arrived in time.
They will return in a week.
We will finish the project in a year.

On -এর ব্যবহার-

(i) ওপর বোঝাতে 'on' বসে।
উদাহরণ : The book was lying on the table.

(ii) Exact বা একেবারে নির্ধারিত সময়ে বোঝাতে 'on' বসে'।
উদাহরণ : Teesta Torsha Express left the station on time.

(iii) কোনওকিছুর সম্বন্ধ বোঝাতেও 'on' বসে। উদাহরণ : Write a paragraph on pollution.

At -এর ব্যবহার-

Exact সময় বা ছোট জায়গার আগে 'at' বসে। উদাহরণ : We live at a small village.
We go to school at 10.30 O'clock.

By -এর ব্যবহার-

কারও দ্বারা কিছু করা হয় বা মাধ্যম বোঝাতে 'by' বসে।
উদাহরণ : A tiger was killed by him.
The boys go school by us.

For -এর ব্যবহার-

উদ্দেশ্য, ব্যবহার, সময়ের স্থায়িত্ব, কারও জন্য বা কোনও কিছুর জন্য, কোনও কারণ, ভবিষ্যতের কোনও নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত, কারও হয়ে কিছু করা, গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া এই সমস্ত ক্ষেত্রে 'for' বসে।
উদাহরণ : This land is for setting up a park.
We have lived there for five years.
This gift is for you.
He was rewarded for his honesty.
The exam is set for Monday.
I signed for him.
The bus left for Siliguri.

Prepositions ব্যবহারের প্রচুর rules আছে যেগুলো আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব। এখন এখানে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের practice করার জন্য কয়েকটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এবং tricky passage দিচ্ছি যেগুলোতে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। শেষে উত্তর দেওয়া আছে।

Fill in the blanks with appropriate articles and prepositions :

- Passage-1 :
There was ______ accident ______ the road yesterday. ______ car hit a tree and the driver was injured. Some people took him ______ hospital. The doctor examined him carefully and gave him ______ injection. Finally, he was kept ______ the care of nurses.
- Passage-2 :
In _____ evening they would sit together _____ the dining table and rearrange the stamps. He had _____ album _____ each country.
- Passage-3 :
The transport minister has constituted _____ one-man committee _____ look _____ the demand of transport operators for _____ increase _____ fares.
- Passage-4 :
The disappearance of Subhas Chandra Bose ______ August 18, 1945 remains still _____ unsolved mystery. There is no definite evidence of _____ unfortunate plane crash or of Netaji being _____ the plane at all.
- Passage-5 :
Last Sunday we went ______ picnic near the river. We sat ______ the grass and cooked food _____ firewood. My mother served the food _____ banana leaves. We played cricket _____ the afternoon. At night we returned home tired but happy _____ heart.
- Passage-6 :
_____ tigress captured in the Sundarbans ____ May 10 had to be brought to _____ Alipore Veterinary Hospital ____ treatment.

Answers :

Passage-1 : an, on, a, to, an, under.
Passage-2 : the, at, an, of.
Passage-3 : a, to, into, an, in/of.
Passage-4 : on, an, the, in.
Passagae-5 : for, on, with, on, in, at.
Passage-6 : the, on, the, for.

ছোট্ট তারা

ওপেন চেস টুর্নামেন্টে অনূর্ধ্ব ১০ বালিকা বিভাগে সেরার শিরোপা পেয়েছে জলপাইগুড়ির শিরীষতলার বাসিন্দা পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী ঐশানী দে।

পুরসভার ঢিলেমিতে বঞ্চিত উপভোক্তারা

এখনও মেলেনি ফ্ল্যাটের চাবি

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : বাংলার বাড়ি প্রকল্পে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) তরফে গোশালা মোড়-মাহুতপাড়া এলাকায় ৬৪টি সিঙ্গল বেডরুমের ফ্ল্যাট তৈরি করে উপভোক্তাদের দেওয়ার জন্য পুরসভাকে চাবি হস্তান্তর করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে উপভোক্তাদের ঘর দেওয়ার সূচনাও হয়েছিল। কিন্তু কোনও উপভোক্তাই ফ্ল্যাটের চাবি পাননি বলে অভিযোগ। পুরসভার ঢিলেমির কারণে নিজেদের বাড়ি পাওয়া থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত উপভোক্তারা।

যদিও পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ঘর দেওয়ার সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে হয়ে গিয়েছে। এই প্রকল্পের ঘর একমাত্র গৃহহীনরা পাবেন। তাঁরা কোনওদিন কাউকে বাড়ি বিক্রি বা ভাড়া দিতে পারবেন না। ঘরের চাবি দেওয়ার আগে উপভোক্তাদের এই সংক্রান্ত কিছু চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে। সেই প্রক্রিয়ার জন্য ৬৪ জনের নথি তৈরির কাজ চলছে। তার মধ্যে দুর্গাপুজো, কালীপুজো এবং ছটপুজোর ছুটির কারণে একটু দেরি হল। আজ অফিস খুলেছে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে খুব তাড়াতাড়ি ঘরের চাবি ৬৪ জনের হাতেই তুলে দেওয়া যায়।'

এইসব ফ্ল্যাটের চাবি হাতে পাননি উপভোক্তারা।

অভিযোগ, একদিকে যখন হাউজিং ফর অল প্রকল্পে ঘর তৈরির জন্য সঠিক সময়ে প্রাপ্য টাকা পাচ্ছেন না উপভোক্তারা, ঠিক সেই সময় বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রায় তিন বছর আগে এসজেডিএ ফ্ল্যাট তৈরি করার পরেও সেগুলো উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

গোশালা মোড় এলাকায় এসজেডিএ'র নিজস্ব জমিতে দুটি চারতলা আবাসন তৈরি করেছে কর্তৃপক্ষ। প্রতিটি আবাসনে ৩২টি করে মোট ৬৪টি ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি ফ্ল্যাটে একটি করে ঘর, রান্নাঘর এবং শৌচালয় রয়েছে। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে এসজেডিএ'র তৎকালীন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন, ওইসব ফ্ল্যাট তাঁদেরই দেওয়া হবে যাঁরা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন। যাঁদের নিজস্ব জমি-বাড়ি কিছুই নেই তাঁদের এই ফ্ল্যাট সরকার থেকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া হবে। মাস কয়েক আগে দিলীপ দুগার এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর ৬৪টি ফ্ল্যাটের চাবি একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরসভার হাতে তুলে দেন। অন্যদিকে, কারা এই বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ফ্ল্যাট পাওয়ার যোগ্য তাঁদের ৬৪ জনের নামের তালিকা পুরসভার তরফে তৈরি করে যাচাইয়ের জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে দেওয়া হয়েছিল। জেলা প্রশাসনের তরফে সেই তালিকা যাচাই করে তাতে সিলমোহর দিয়ে পুনরায় পুরসভার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

যা ঘটেছে

- প্রায় তিন বছর আগে গোশালা মোড়ে এসজেডিএ'র নিজস্ব জমিতে দুটি চারতলা আবাসন তৈরি করেছে কর্তৃপক্ষ
- দিলীপ দুগার এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর ৬৪টি ফ্ল্যাটের চাবি পুরসভাকে দেওয়া হয়
- সেপ্টেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়িতে এলে দুই উপভোক্তার হাতে বাড়ির নথি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী
- কিন্তু তারপরেও কোনও উপভোক্তা বাড়ি পাননি

সেপ্টেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি আসেন। সেই সময় সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দুই উপভোক্তার হাতে বাড়ির নথি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদেরই একজন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মৌমিতা তালুকদার। বললেন, 'আমি এখনও ফ্ল্যাটের চাবি পাইনি। পুরসভায় খোঁজ নেব কীভাবে ফ্ল্যাটের চাবি পাওয়া যাবে।'

এ ব্যাপারে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'মৌমিতা বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আমার ওয়ার্ডের একজন উপভোক্তা। আমি নিজেও পুর কর্তৃপক্ষকে বলেছি যাতে চাবি দেওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।'

আবাসিকদের জন্য সাহায্য

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি অনুভব হোমের দুই আবাসিকের জন্য জায়গা কিনে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল জলপাইগুড়ি মহিলা কল্যাণ সংঘ। সেইমতো বুধবার লায়ন্স ক্লাব অফ জেনেসিসের তরফে তাঁদের হাতে ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। এবিষয়ে অনুভব হোম ও জলপাইগুড়ি মহিলা কল্যাণ সংঘের কোঅর্ডিনেটর দীপশ্রী রায় বলেন, 'হোমের দুটি মেয়ের ইচ্ছে ছিল ওদের নিজেদের বাড়ি হবে। তাছাড়া ওদের কোনও অভিভাবকও নেই। পরে সরকারি কোনও সুবিধা পেতে হলেও যেহেতু নিজস্ব ঠিকানা প্রয়োজন, তাই ওদের জন্য অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোমস্তপাড়া এলাকায় একটি জমি দেখা হয়েছিল। কিন্তু যা দাম চাওয়া হচ্ছিল, তা নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। তবে কিছু সহৃদয় ব্যক্তি ও লায়ন্স ক্লাব অফ জেনেসিসের সাহায্যে আশা করি এবার ওদের জমি রেজিস্ট্রেশন করানো যাবে।'

অনুদান

মালবাজার, ২৯ অক্টোবর : মালবাজার পুর শহরের চারটি ছট কমিটিকে আর্থিক অনুদান দিল মাল পুরসভা। বুধবার পুরসভার চেয়ারম্যান ২০ হাজার টাকার সেই অনুদান তুলে দেন মশল্লাপট্টি, শিববাড়ি, সূর্য সেন কলোনি, পানোয়ার বস্তি ছটপুজো কমিটিগুলির হাতে। ওই কমিটিগুলি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের অনুদান থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পুরসভার তরফে এদিন চেক প্রদান করা হয়।

শিবির

মালবাজার, ২৯ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার দুপুরে মাল আদর্শ বিদ্যাভবনে একটি সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হবে। মালবাজার অভিভাবক মঞ্চ ও এসএসবি শালবাড়ি শাখার যৌথ উদ্যোগে ওই শিবিরটি হবে। শিবিরে আধুনিক প্রযুক্তির যুগে অনলাইন প্রতারণা ও সাইবার অপরাধ থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

জাতীয় সড়কের ওপর বাঁশের তোরণ। ধূপগুড়িতে।

তোরণ না খোলায় ভোগান্তি

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : কালীপুজো শেষ হয়ে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হলেও এখনও জাতীয় সড়কের বাঁশের তোরণ খোলেনি ক্লাব কর্তৃপক্ষগুলি। যার জেরে শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলাচল করাও দুষ্কর হয়ে পড়ছে। এমনকি ব্যবসায়ীদের দোকানের সামনের অংশ আটকে বাঁশের তোরণ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। ব্যবসায়ী নয়ন সোমের কথায়, 'পুজোর বিসর্জন সম্পন্ন হওয়ার পরেও তোরণগুলি খুলছে না ক্লাবগুলি। এতে হেঁটে চলাচলও দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষগুলির উচিত দ্রুত তোরণগুলি খুলে ফেলা।'

এবিষয়ে জলপাইগুড়ির ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) অরিন্দম পাল চৌধুরীর বক্তব্য, 'ক্লাব কর্তৃপক্ষগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। দ্রুত তারা বাঁশের তোরণ না খুললে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দা তথা ব্যবসায়ী তাতাই সরকারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ক্লাব কর্তৃপক্ষগুলিকে ডেকে রাস্তার পাশের হোয়াইট বর্ডার পার করে তোরণ লাগানোর কথা বলেছিলেন। কিন্তু কয়েকটি ক্লাব তাতে ভ্রূক্ষেপ করেনি। এখন আবার বিসর্জন সম্পন্ন হওয়ার পরও একইভাবে রাস্তার অংশ দখল করে রেখে দিয়েছে। এতে পথচারীদের সমস্যা হচ্ছে। বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হচ্ছে না।

ধূপগুড়ি থেকে ফালাকাটাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায় তোরণগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এবিষয়ে ধূপগুড়ির একটি পুজো কমিটির উদ্যোক্তা বৈদ্য চন্দর প্রতিক্রিয়া, 'ইতিমধ্যে প্যান্ডেলগুলি খোলার কাজ শুরু করা হয়েছে। এবারে রাস্তার তোরণগুলিও দ্রুত খোলা হবে। দিনে ভিড় থাকে, তাই রাতে কাজ করতে হয়। এরফলে কিছুটা দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

বাম ঐক্যের মিছিল

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : এসআইআরের নামে বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করার পাশাপাশি অকারণে প্রান্তিক মানুষকে ভয় দেখানোর প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি শহরে বৃহত্তর বাম ঐক্যের ডাকে একটি মিছিল হল। এছাড়া এসআইআরের মধ্য দিয়ে কোনও সঠিক ভোটারের নাম বাদ না দেওয়া সহ সমস্ত ভুয়ো ও মৃত ভোটারের নাম বাদ দিয়ে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার দাবি জানানো হয়।

বুধবার সুবোধ সেন ভবন থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ডিবিসি রোড, কামারপাড়া, মার্চেন্ট রোড, থানা মোড় হয়ে ফের জেলা কার্যালয় সুবোধ সেন ভবনে এসে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক সলিল আচার্য, সিপিএমের জেলা সম্পাদক পীযূষ মিশ্র, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কৌশিক ভট্টাচার্য, মহিলা নেত্রী পিয়ালী গুহ রায় প্রমুখ।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ **জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক**

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	০

দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন, দুর্ভোগ

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২৯ অক্টোবর : নিউ মাল জংশনে আপ ও ডাউন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের দাঁড়ানো নিয়ে তৈরি হল ক্ষোভ। জানা গিয়েছে, আগে স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটি দাঁড়াত। কিন্তু বর্তমানে আপ ও ডাউন দুই ক্ষেত্রেই ট্রেনটিকে প্রতিদিনই দুই বা তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেওয়া হচ্ছে। এদিকে স্টেশনে এখনও পর্যন্ত লিফট, এসকালেটার বা ট্রলি র‍্যাম্পের কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই যাত্রীদের অভিযোগ, ভারী ব্যাগ, সুটকেস নিয়ে তাঁদের উঁচু সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে হচ্ছে। এছাড়া বয়স্ক যাত্রী ও শিশুদের আরও বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। রেল সূত্রে জানা যায়, প্রায় একই সময়ে আপ ও ডাউন বামনহাট-শিলিগুড়ি ডেমু ট্রেনটি স্টেশনে আসে। ওই ট্রেনটিকে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেওয়া হয়।

যাত্রীদের প্রশ্ন, ডেমু ট্রেনে যাত্রী সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। সেটি এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ায়। এদিকে কাঞ্চনকন্যার মতো দীর্ঘ দূরত্বের এক্সপ্রেস ট্রেনকে কেন এক নম্বর বাদ দিয়ে পাশের প্ল্যাটফর্মে পাঠানো হয়। যদিও এনিয়ে নিউ মাল জংশনের স্টেশনমাস্টার প্রবীর সূত্রধর বলেন, 'ডেমু ট্রেনটি এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসে এবং সেটির ইঞ্জিন পরিবর্তন করার দরকার হয়। তাই ওই ট্রেনটিকে ওই লাইন দিয়েই বের করতে হয়। আপ ও ডাউন দুই ক্ষেত্রেই কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের সময়টা কাছাকাছি। তাই ওই ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন করতে হয়েছে।' এছাড়া অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ শেষ হলেই লিফট সহ স্টেশনের যাবতীয় সমস্যা মিটে যাবে বলেও তাঁর মত।

ডুয়ার্সের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন নিউ মাল। প্রতিদিন সেখান থেকে কলকাতা যাওয়া-আসার একমাত্র ট্রেন হল কাঞ্চনকন্যা। তাই ওই ট্রেনের ওপরই ডুয়ার্সের মালবাজার, মেটেলি, নাগরাকাটা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ ভরসা করেন। বিশেষ করে পুজো বা ছুটির মরশুমে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে প্রচুর পর্যটকও ভ্রমণ করেন। এক যাত্রী অনুপম সরকারের কথায়, 'আপ কাঞ্চনকন্যা থেকে নেমেছিলাম দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ফেরার সময়ও ডাউন কাঞ্চনকন্যা একই জায়গায়। বয়স্ক যাত্রীরা সিঁড়ি বেয়ে কষ্ট করে উঠছেন। তাই তাঁদের কথা রেলের ভাবা উচিত।' আরেক যাত্রী কৌশিক দাস জানান, ২০২৫-এ দাঁড়িয়ে মাল শহর পশ্চিম ডুয়ার্সের প্রবেশপথ। কিন্তু এধরনের সমস্যা হলে আগামীদিনে অনেকে মালবাজারের দিক থেকে মুখ ফেরাতে পারে।

নাজেহাল যাত্রীরা

যাত্রী সহ অভিজ্ঞ মহল বলছে, লোকাল ট্রেনের আগমন ও প্রস্থানের সময় পুনর্বিন্যাস করা হোক। এছাড়া স্টেশনে লিফট, এসকালেটার বা লাগেজ র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করার দাবিও উঠেছে। অমৃত ভারত প্রকল্পে নিউ মাল জংশনে উন্নয়নের কাজ চলছে। এদিকে অভিযোগ, কাজ খুব ধীরগতিতে চলছে। যাত্রীদের মতে, নিউ মাল জংশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে যাত্রী সুবিধা নিশ্চিত করা মানে পর্যটন ও সাধারণ মানুষের যাত্রাপথকে নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক করা। তাই রেল এব্যাপারে দৃষ্টি দিক তা সকলেই চাইছেন।

প্রতিযোগিতা

মালবাজার, ২৯ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের তরফে অঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজিত হতে চলেছে। আগামী শনিবার আদর্শ বিদ্যাভবনে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক ইন্দ্রজিৎ সাহা বলেন, 'শিশু-কিশোরদের মধ্যে স্বদেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতেই এই আয়োজন। দুপুর ১২টা থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। দুটি বিভাগ থেকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়দের পুরস্কৃত করা হবে।'

কোথাও গো-সেবা, কোথাও জগদ্ধাত্রীর আরাধনার প্রস্তুতি

জলপাইগুড়িতে গোশালায় গোপুজো

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে গোপাষ্টমী পালিত হয়। এদিন গোরু, বাছুর, ষাঁড়কে পুজো করার পাশাপাশি খাওয়ানো হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, এদিন গো-সেবার মধ্যে দিয়ে পুণ্যার্জন হয়।

প্রতি বছরের মতো বুধবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন গোশালা মোড়ের ১১৪ বছরের প্রাচীন বৈকুণ্ঠনাথ পিঁজরাপোল গোশালাতে গোপুজোর মধ্যে দিয়ে গোপাষ্টমী পালিত হল। সকাল থেকেই দূরদূরান্ত থেকে বহু পুণ্যার্থী আসেন গোপুজো ও গোরুকে খাওয়ানোর জন্য। এদিন উৎসবের আমেজ লক্ষ করা যায় গোশালা মোড় চত্বরে। গোশালার সম্পাদক দীপককুমার বিহানি বলেন, '১১৪ বছরের প্রাচীন গোপুজোর পাশাপাশি একদিনের মেলাকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ আসেন। গোশালার ভেতরের মাঠের পাশাপাশি রাস্তার দু'পাশেও ব্যবসায়ীরা নিজেদের পসরা সাজিয়ে বসেন। ভক্তদের জন্য গোখাদ্য রেখে দেওয়া হয়। সেখান থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তা সংগ্রহ করে খাইয়ে থাকেন ভক্তরা।'

ছবি : শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

এই গোশালাতে বর্তমানে মোট ২৪২টি গোরু ও বাছুর রয়েছে। ময়নাগুড়ি থেকে আসা এক ভক্ত বিশাল আগরওয়াল বলেন, 'প্রতি বছরই এই দিনটিতে পরিবারের সকলে মিলে এখানে এসে আমরা গোমাতার পুজো করে থাকি। শুধু পুজোই নয়, তার সঙ্গে গোরু, বাছুরকেও খাওয়াই।'

বোদাগঞ্জ থেকে খেলনার পসরা নিয়ে আসা বিক্রেতা সুব্রত রায় বলেন, 'একদিনের মেলা হলেও বেশ ভালোই ভিড় হয়, বিক্রিও খারাপ হয় না। পুজোর পরেই এমন মেলায় এলে কিছুটা লক্ষ্মীলাভ হয়। এটাই আনন্দের।' এদিন গোপাষ্টমী উপলক্ষ্যে একটি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

অষ্টমী তিথিতে পুজো শুরু মালে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৯ অক্টোবর : ছটপুজো শেষ হতেই মালবাজার শহরে শুরু হল জগদ্ধাত্রীপুজোর প্রস্তুতি। পুজোকে ঘিরে জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত মাল হিন্দু মিলন মন্দিরে। পুজো উপলক্ষ্যে বুধবার ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। সেখানে দুই বিভাগে প্রায় ৪০ জন অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার প্রদান করা হবে বৃহস্পতিবার বিকেলে।

স্থানীয় জবা ঘটক বলেছেন, 'ভারত সেবাশ্রম সংঘের জগদ্ধাত্রীপুজোর অপেক্ষায় থাকেন শহরবাসী।' মালবাজার শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে হিন্দু মিলন মন্দিরে ভারত সেবাশ্রম সংঘে নিয়মনিষ্ঠা মেনে জগদ্ধাত্রী দেবীর আরাধনা করা হয়। বুধবার সন্ধ্যায় চিরাচরিত রীতি মেনে শোভাযাত্রা করে প্রতিমা নিয়ে আসা হয় সংঘে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিনভর চলবে পুজো। ২০০১ সালে প্রথম জগদ্ধাত্রীপুজো হয় হিন্দু মিলন মন্দিরে। মালবাজার শহরের পুরোহিত জহর চক্রবর্তী অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করেছেন ২০২২ সাল পর্যন্ত। সম্প্রতি জহর চক্রবর্তী প্রয়াত হয়েছেন। বর্তমানে পুজোর প্রধান পুরোহিতের দায়িত্বভার তুলে নিয়েছেন স্বপন ভাদুড়ি। বিগত ২০২৩ সাল পর্যন্ত জগদ্ধাত্রীপুজো উপলক্ষ্যে দীক্ষাদান কর্মসূচির প্রচলন ছিল। গত বছর থেকে সেই প্রথা বন্ধ করা হয়েছে। পুজো উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ভক্তিগান পরিবেশন হবে সংঘে। থাকবে প্রসাদের ব্যবস্থা।

অন্যদিকে, মালবাজার শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে শংকরকুমার দাসের বাড়িতে এবং ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ধুমধাম করে জগদ্ধাত্রীপুজোর আয়োজন করা হয়। বুধবার অষ্টমী তিথিতেই পুজো শুরু হয়েছে পার্থর বাড়িতে।

মালবাজার শহরের বুলন সেনগুপ্ত বলেন, 'হিন্দু মিলন মন্দিরের জগদ্ধাত্রীপুজো অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ।' হিন্দু মিলন মন্দিরের সভাপতি উৎপল ভাদুড়ি জানিয়েছেন, সংঘের রীতি মেনেই একদিবসীয় জগদ্ধাত্রীপুজোর আয়োজন করা হয়। দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়।

বর্ষণের আভাসে শঙ্কার প্রহর

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : উত্তরে দুর্যোগের ক্ষত এখনও টাটকা। এরই মধ্যে ভারী বর্ষণের আশঙ্কা। আবহাওয়ার যা পূর্বাভাস, তাতে টানা দু'দিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে। কয়েকটি এলাকায় অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা থাকায়, শুক্রবার পাঁচ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টির ইঙ্গিত মিলেছে বুধবার সন্ধ্যা রাতের বর্ষণে। এদিন শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি এলাকায় হালকা বৃষ্টি হয়েছে।

ভারী বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে, তা নিয়ে নতুন আতঙ্ক দানা বেঁধেছে। গৌড়বঙ্গের তিন জেলায় রয়েছে হলুদ সতর্কতা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'গত কয়েকদিন ধরেই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা অতি সক্রিয়। এরই মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে মন্থা আছড়ে পড়ার পর পরোক্ষ প্রভাবে এই অঞ্চলেও মেঘের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে। ফলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।'

একেই ঘূর্ণিঝড় মন্থার পরোক্ষ প্রভাব, তার মধ্যে হঠাৎ সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ফলে জোড়া ফলায় কি ফের বিপর্যস্ত হবে উত্তরবঙ্গ, এই প্রশ্ন এখন পাহাড় থেকে সমতলে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও উত্তর দিনাজপুরে। কয়েকটি এলাকায় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার ভারী থেকে অতি ভারী, অর্থাৎ ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভারী বর্ষণের সাক্ষী থাকতে পারে গৌড়বঙ্গের তিন জেলা মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর। শনিবারও কিছুটা বৃষ্টি পাবে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার। সাধারণত উত্তরবঙ্গে এমন বৃষ্টি নতুন নয়। বর্ষার সময় তো বটেই, অতীতে নিম্নচাপের প্রভাবেও টানা বৃষ্টির সাক্ষী থেকেছে উত্তরবঙ্গ।

কিন্তু এবার বৃষ্টিকে অন্যভাবে দেখছেন আবহবিদরা। এর মূলেই রয়েছে ৪ অক্টোবরের দুর্যোগ। যেহেতু ওইদিনের প্রবল বর্ষণে পাহাড়ের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছিল, জলস্ফীতিতে নদীর পাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ফলে নতুন দফায় যদি ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়, তবে ফের বিপর্যস্ত হতে হবে উত্তরবঙ্গকে।

আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জেলা প্রশাসনগুলিকে যে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে, তাতে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে ধস নামা, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের একাধিক নদীতে জলস্ফীতির পাশাপাশি নীচু এলাকাগুলিতে জল ঢুকে পড়ার কথা বলা হয়েছে। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে।

যেহেতু টানা দুই-তিনদিন বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং তা যদি হয়, তবে নিশ্চিতভাবেই শীতের প্রকোপ শুরু হয়ে যাবে উত্তরবঙ্গে। ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে শীত পড়াও শুরু হবে।

তথ্য সহায়তা : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কমলা সতর্কতা

- বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও উত্তর দিনাজপুরে
- শুক্রবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরে
- ভারী বর্ষণের সাক্ষী থাকতে পারে গৌড়বঙ্গের তিন জেলা
- পাহাড়ে ধস নামার আশঙ্কা, ক্ষতি হতে পারে সমতলের নদীপাড়েও

স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে স্থায়ী উপাচার্য পেল রাজ্যের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়। আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সমাজ মাধ্যমে এই কথা জানিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন আশুতোষ ঘোষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবু তালেব খান, সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়ে চন্দ্রদীপা ঘোষ ও কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য হলেন উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগেই অবশ্য রাজ্যপাল তাঁদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

মাদক পাচার

প্রথম পাতার পর

সংশোধনাগারে মাদক পাচার কোনও নতুন ঘটনা নয়। উল্লেখ্য, এর আগে ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে সংশোধনাগারের ভেতরে মাদক পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন এক কারারক্ষী। মাদকের পরিমাণ বেশি থাকায় সেই সময় তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল জেল কর্তৃপক্ষ। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগারের মোবারক আলি নামে এক কারারক্ষীর গাড়ি ও কোয়ার্টার থেকে মাদক উদ্ধার হয়েছিল। গ্রেপ্তারের পর তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তদন্তকারী অফিসাররা জানতে পেরেছিলেন জলপাইগুড়ির সঙ্গে লিংক রয়েছে ওই মাদক কারবারির।

সম্প্রতি কোতোয়ালি থানার পুলিশের তরফে লাগাতার অভিযান চালানো হয় মাদকের বিরুদ্ধে। তা এখনও জারি রয়েছে। শহরে মাদকের কারবার ভয়াবহ আকার নেওয়ায় কাউন্সিলাররাও অভিযানে নামার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু এরই মধ্যে জলপাইগুড়ির বাসিন্দা সেই কারারক্ষীর কাছ থেকে মাদক পাওয়ায় শহরের মাদক কারবারের জাল কতদূর ছড়িয়েছে, তা নিয়ে চিন্তা বাড়ছে পুলিশের।

প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি সংশোধনাগারের ভেতরে এর আগেও মাদক পৌঁছে দিয়েছেন ওই কারারক্ষী? কতজন বন্দির কাছে তা সাপ্লাই করা হয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সমস্ত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

দেশি বুদ্ধির কাছে হার

করাচির একটি ক্যাফে সম্প্রতি কফির বিশ্বখ্যাত দৈত্য স্টার বাকসকে ট্রেডমার্কের যুদ্ধে হার মানিয়ে বিশ্বজুড়ে নজর কেড়েছে। ২০১৩ সালে তৈরি এই ক্যাফেটির নাম সাত্তার বুকশ। নামেই যেন একটা দেশি রসবোধ! তাদের সবুজ গোলাকার লোগোটিতে এক গোঁফওয়ালা লোকের ছবি, যা অনেকেই স্টার বাকসের সেই জলপরি লোগোটির এক মজাদার সাংস্কৃতিক সংস্করণ হিসেবে দেখেন। স্টার বাকস আইনি চ্যালেঞ্জ জানালেও, ক্যাফে কর্তৃপক্ষ আদালতে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, তাদের নামটির ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে এবং ব্র্যান্ডিংটি অনুকরণ নয়, বরং কর্পোরেট সংস্কৃতির প্রতি এক 'স্যাটায়ার' উপস্থাপন। আদালতের ঐতিহাসিক রায়ে ক্যাফেটি তাদের নাম ও লোগো রাখার অনুমতি পায়। এই জয়কে স্থানীয় সৃজনশীলতা, ব্যবসায়িক সাহস এবং সাংস্কৃতিক প্রকাশের এক মস্ত বড় জয় হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে। মেনুতে তাদের 'বে-শরম বার্গার' বা 'এলওসি পিৎজা'-র মতো মজাদার আইটেমগুলিও নিজেদের স্বতন্ত্রতা প্রমাণ করে। এটি দেখাল, বুদ্ধি আর সাহস থাকলে আন্তর্জাতিক কর্পোরেটে আধিপত্যকেও টেক্কা দেওয়া যায়।

ভাসতে ভাসতে সিনেমা দেখা

প্যারিস শহরে এবার সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বদলে গেল। ফ্রান্সের বিখ্যাত সিন নদীর ওপর শুরু হল ভাসমান সিনেমা হল! এই অভিনব উদ্যোগে দর্শকরা ছোট ছোট বৈদ্যুতিক নৌকায় বসে ছবি দেখেন। নদীর শান্ত পরিবেশ, রাতের প্যারিসের আলো আর আকাশের তারার নীচে চলচ্চিত্র দেখার এই অভিজ্ঞতা সত্যিই দারুণ। প্রতিটি নৌকায় ৪ থেকে ৬ জনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। একটি বিশাল পর্দার সামনে নৌকাগুলি হয় আস্তে আস্তে ভাসে, নয়তো স্থির থাকে। আরামদায়ক চেয়ারের বদলে জল, শহরের আলো আর নদীর মৃদু শব্দ- সব মিলে এক অন্যরকম অনুভূতি। মজার কথা হল, শহরের শান্তি বজায় রাখতে সবাই সিনেমা দেখার সময় হেডফোন ব্যবহার করেন। এই প্রকল্পটি কেবল সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ফেরানোর জন্যই নয়, বরং শহরের স্থানগুলিকে সৃজনশীল উপায়ে ব্যবহার করারও একটি দারুণ উদাহরণ। রোমান্টিক ক্লাসিক থেকে ফরাসি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি-নদীর বুকে ভেসে চাঁদের আলোয় সিনেমা দেখার এমন সুযোগ প্যারিস ছাড়া আর কোথায় পাবেন!

জঙ্গল ফিরল, জিতল প্রকৃতি

পামেলা ও অনিল মালহোত্রা ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে কর্ণাটকের ৫৫ একর অনুর্বর জমি কিনেছিলেন। ২৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে, তাঁরা ধৈর্য ধরে সেই জমিতে গাছ লাগিয়েছেন এবং তা রক্ষা করেছেন। ধীরে ধীরে এই জমি ৩০০ একরের 'সাই স্যাংচুয়ারি'-তে পরিণত হয়। আজ এটি হাতি, চিতাবাঘ, অসংখ্য পাখি এবং ২০০-র বেশি বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীর আবাসস্থল। এই দম্পতি প্রমাণ করেছে, নিষ্ঠা আর ধৈর্য থাকলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পরিবেশকেও আবার সবুজে ভরিয়ে তোলা যায় এবং এক সমৃদ্ধশালী ইকো সিস্টেম তৈরি করা যায়। প্রকৃতিকে বাঁচাতে বড় বিনিয়োগ নয়, চাই শুধু আবেগ আর সদিচ্ছা।

আজব প্রেম

শোনা যায়, মধ্যযুগের এক ফরাসি শহরে নাকি অদ্ভুত এক প্রথা ছিল। স্ত্রীরা রোজ সকালে স্বামীর ব্রেকফাস্টে সামান্য বিষ মিশিয়ে দিত! ভাবছেন কেন? স্বামীকে শেষ করে দিতে? একদমই না। আসল কারণ ছিল স্বামীকে 'ঘরের ছেলে' করে রাখা। সন্ধ্যাবেলা স্বামী বাড়ি ফিরলে,

স্ত্রী চুপিচুপি দিতেন সেই বিষের অ্যান্টিডোট বা প্রতিষেধক। গল্পের মোচড়টা এখানেই। যদি স্বামী কাজ বা অন্য কোনও কারণে বেশি রাত করত, তবেই শুরু হত আসল খেলা। বিষের প্রভাব শুরু হত, স্বামী বেচারার শুরু হত মাথাব্যথা, বমিভাব, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্টের মতো কষ্ট! কিন্তু ঘরে ফিরে স্ত্রীর হাতে প্রতিষেধক পেতেই নাকি কয়েক মিনিটের মধ্যে সব কষ্ট গায়েব! এতেই পুরুষদের মধ্যে একটা ধারণা জন্মায়, বাইরে থাকা মানেই বিপদ আর ঘরে ফেরা মানেই আরাম ও জীবন!

টোটো ধর্মঘট

প্রথম পাতার পর

এদিন টোটো বের করলেও শহর প্রবেশের মুখে দাড়িভিজা এলাকায় ধর্মঘটিদের হুজ্জতির কারণে বাড়ি ফিরে যান। তা সত্ত্বেও অনেক টোটো চলেছে শহরে।'

টোটো ধর্মঘটের জেরে এদিন ময়নাগুড়ি শহর ও গ্রাম এলাকায় কোনও টোটো রাস্তায় নামেনি। ফলে চূড়ান্ত হয়রানি হয় যাত্রীদের। তবে ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে কোনও অশান্তির খবর পাওয়া যায়নি। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের নেতৃত্বে বিরাট পুলিশবাহিনী টহল দিয়েছে।

টোটোর রেজিস্ট্রেশন ফি বাতিলের দাবিতে গত রবিবার ময়নাগুড়ি নন্দনকানন স্পোর্টস কমপ্লেক্সে টোটো ইউনিয়নের ডাকা সভায় ময়নাগুড়ি পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলার মিতু চক্রবর্তীর হাতে আক্রান্ত হন এক টোটোচালক। এর প্রতিবাদে সোমবার ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ জানান নিগৃহীত টোটোচালক শ্যাম দাস। কামতাপুর ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়নের তরফে প্রশাসনের কাছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে শাস্তির দাবি জানানো হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলার গ্রেপ্তার না হওয়ায় বুধবার সকাল ৭টা থেকে ১২ ঘণ্টার টোটো ধর্মঘট ডাকে কামতাপুর ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন।

এদিন ট্রেন, বাস থেকে নেমে টোটো না পেয়ে বহু মানুষ নাজেহাল হয়ে পড়েন। অন্যান্য দিন টোটো ও সাধারণ মানুষের ভিড়ে তিলধারণের জায়গা থাকে না ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড়ে। কিন্তু এদিন সকাল থেকে ট্রাফিক মোড় একেবারেই শুনসান ছিল। উপায় না পেয়ে রিকশা ও ভ্যানে করে গন্তব্যে পৌঁছান অনেকে। ময়নাগুড়ি স্টেশনে এদিন তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস থেকে নেমে টোটো না পেয়ে সমস্যায় পড়েন অবিনাশ সরকার। তিনি বলেন, 'আগে থেকে টোটো ধর্মঘটের কথা জানা ছিল না। ব্যাগপত্র নিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার পথ হেঁটেই বাড়ি পৌঁছাতে হয়।' স্কুল শিক্ষক রবিন দাস বলেন, 'বাস থেকে নেমে দুই কিলোমিটার দূরে স্কুল। এদিন টোটো না থাকায় হেঁটে স্কুলে এসেছি।'

কামতাপুর ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অনিলকুমার রায় বলেন, 'টোটোচালককে মারধরের প্রতিবাদে ডাকা টোটো ধর্মঘট পুরোপুরি সফল হয়েছে। এদিন টোটোচালকরা টোটো বন্ধ রেখে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পরবর্তীতে যাতে টোটোচালকদের সঙ্গে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।'

পরিস্থিতি গুরুতর বুঝে আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি বলছেন, 'গতদিনের ঘটনা অত্যন্ত অনভিপ্রেত। আমরা চাইব টোটোচালকরা মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর পাশে থাকবেন। টোটোচালকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া আমাদের সংগঠনের রাজ্য সভাপতির মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে।'

কবিগুরুর মূর্তির চোখ বাঁধা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৯ অক্টোবর : রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তির চোখ বাঁধা সাদা কাপড়ে! বুধবার সকালে ইসলামপুর শহরের নিউটাউন রোডে এই দৃশ্য দেখে সবাই হতবাক। খবর ছড়িয়ে পড়তেই হইচই পড়ে যায় শহরে। কেউ বলছেন, কলঙ্কিত হল ইসলামপুর শহর। কেউ বলছেন, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। তবে কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, সেব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি।

ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে এলাকার নিরাপত্তা নিয়েই। ঘটনাস্থলের পাশেই ট্রাফিক গার্ডের অফিস, ইসলামপুর সাইবার থানা। কবির আবক্ষমূর্তির পাশেই মুক্তমঞ্চ। শহরের অন্যতম ভিআইপি জোন বলে চিহ্নিত ওই এলাকায় এমন ঘটনা ঘটল কী করে? কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, পুলিশ কি সিসিটিভি ক্যামেরায় তা খতিয়ে দেখছে? ইসলামপুর পুলিশ জেলার এসপি জবি থমাস বলেন, 'অনেকেই আমাকে ফোন করেছে। তবে লিখিত অভিযোগ পাইনি। আইসির সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখুন।' ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস বলেছেন, 'আমরা বিষয়টি শুনেছি। আমাদের নজরে আছে। কোনও তরফ থেকে লিখিত অভিযোগ আসেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দেখা হবে।'

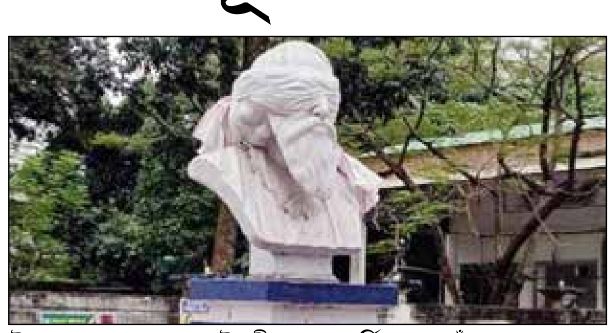

ইসলামপুর শহরে এভাবেই রবীন্দ্রনাথের মূর্তির চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় কবিগুরুর মূর্তি ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। ইসলামপুরে তাঁর মূর্তিতে চোখ বাঁধার কাণ্ড ঘটল কখন? অনুমান, গভীর রাতে সেই কাণ্ড ঘটেছে। এদিন সকালে স্থানীয় লোকজন প্রথম সেই ঘটনা লক্ষ করেন। প্রতিদিন প্রাতর্ভ্রমণে বের হন মাধব চক্রবর্তী। এদিনও বেরিয়েছিলেন। তখন দেখতে পান এই দৃশ্য। মাধব বলেন, 'অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। ইসলামপুর শহরে এই ধরনের কদর্য ঘটনার নজির আর কোনও আছে বলে মনে হয় না।' সমাজের সব স্তরেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। পেশায় স্কুল শিক্ষক অশোক প্রামাণিকের প্রতিক্রিয়া, 'এর চাইতে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। পুলিশ প্রশাসনের দোষীকে খুঁজে বের করা উচিত।'

গোটা ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছে শহরের সাংস্কৃতিক মহল। নৃত্যশিল্পী আইভি বিশ্বাসের কথায়, 'এই লজ্জা আমরা রাখব কোথায়? আমার ধারণা পরিকল্পনামাফিক এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। যাতে শহরের সুস্থ পরিবেশ নষ্ট করা যায়।' সংগীতশিল্পী সঞ্জীব বাগচীর মন্তব্য, 'যে ঘটনা ঘটেছে তাতে শহরে প্রতিবাদ মিছিল বের করা প্রয়োজন। কবিগুরুর চোখ বেঁধে দেওয়ার স্পর্ধা আমাদের শহরের ইতিহাসে রীতিমতো কলঙ্কিত অধ্যায় হয়ে থাকবে।' দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা সকলেই।

ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের প্রতিক্রিয়া, 'নিন্দনীয় ঘটনা। উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।' ইসলামপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভদীপ দাসও ঘটনার নিন্দা করেছেন। বলেছেন, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। যারা এই কাজ করেছে তারা নিজেদের অশিক্ষার পরিচয় দিয়েছে। দোষীকে চিহ্নিত করে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা উচিত।' এর আগে ইসলামপুর শহরের পুর টার্মিনাসে মনীষীদের মূর্তির পাদদেশে অলিখিত শৌচাগার গড়ে ওঠার নজির ছিল। তবে এভাবে কোনও মনীষীর মূর্তির অসম্মান করার ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করতে পারছেন না প্রবীণ বাসিন্দারা।

মহাকাল মন্দিরে মিনিস্কার্টে মানা

প্রথম পাতার পর

সকাল থেকেই নজরদারি চালাবেন বলে মন্দির কমিটির অন্যতম সদস্য নবীন ছেত্রী জানিয়েছেন। দার্জিলিংয়ের পর্যটন মানচিত্রে মহাকাল মন্দির একটি বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। দেশবিদেশের যত পর্যটক শৈলশহরে বেড়াতে আসেন তাঁদের বেশিরভাগই অন্তত একবার ম্যাল সংলগ্ন মহাকাল মন্দির দর্শনে যান। সেজন্য প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মন্দিরে প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় উপচে পড়ে।

কেন এই মন্দিরে মহিলাদের জন্য পোশাকবিধি চালু হচ্ছে? মন্দির কমিটির তরফে নবীন ছেত্রীর বক্তব্য, 'দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে বিদেশিরা স্কার্ট, মিনিস্কার্ট বা অন্য কোনও ছোট পোশাক পরে মন্দিরে আসছেন। এতে অনেকেই অস্বস্তিতে পড়ছেন। পর্যটকরাও অনেক সময় এই অস্বস্তিকর পোশাক নিয়ে আমাদের কাছে নালিশও করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও বিভিন্ন সময় এই নিয়ে অভিযোগ করেছেন। এর পরেই মন্দির কমিটির বৈঠক ডাকা হয়। সেই বৈঠকে সব সদস্যই এ বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছান। এরপরেই মন্দিরে ড্রেস কোড চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।' তাঁর বক্তব্য, 'ড্রেস কোড চালু হওয়ায় বৃহস্পতিবার থেকে ছোট পোশাকে কোনও মহিলাকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। সেই সংক্রান্ত সাইনবোর্ডও মন্দিরের রাস্তায় ঝোলানো হয়েছে। তবে, তাঁরা যাতে মন্দিরের দর্শন থেকে বঞ্চিত না হন সেইজন্য আমরাই পোশাক রাখছি।'

মন্দিরে ওঠার রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় স্বেচ্ছাসেবকরা দাঁড়িয়ে থাকবেন। কোনও মহিলা স্কার্ট বা ওই জাতীয় ছোট পোশাক পরে এলে তাঁকে মন্দিরের তরফে দেওয়া কাপড় পরে পুজো দিতে হবে। পুজো দেওয়ার পর আবার ফেরার সময় নির্দিষ্ট কাউন্টারে মন্দিরের পোশাক রেখে নিজের পোশাক পরতে হবে। তবে, এই জন্য পর্যটকদের কোনও ফি দিতে হবে কি না সেটা এখনও স্থির হয়নি।

মন্দির কমিটির এই সিদ্ধান্তে খুশি পর্যটকরাও। জয়পুর থেকে আসা পর্যটক কাঞ্চন সোনি বললেন, 'এটা খুব ভালো সিদ্ধান্ত। আমরা যখন মন্দিরে পুজো দিতে আসি তখন শালীনতাটা বজায় রাখা উচিত।'

কলকাতার যাদবপুরের বাসিন্দা পেশায় অধ্যাপক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিলেন, 'প্রতিবার দার্জিলিং এলে মহাকাল মন্দির দর্শনে আসি। এখানে আমিও মহিলাদের কিছু অস্বস্তিকর পোশাকে দেখেছি। এটা একেবারেই কাম্য নয়। যে সিদ্ধান্ত মন্দির কমিটি নিয়েছে, আমরা সেটাকে সমর্থন করি।'

সার বেঁধে... *রাজস্থানের পুষ্করের বার্ষিক উটের মেলায়। বুধবার। -পিটিআই*

এসআইআর অস্ত্রে শান

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, তাঁর বাড়িতে চলছে তৃণমূল নেতাদের আনাগোনা। হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক সহ অন্য নেতারা।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খাইরুল বলেন, 'ভোটার কার্ডে আমার নাম খাইরুল শেখ। অথচ ভোটার তালিকায় নাম ছিল খয়রু শেখ। ভেবেছিলাম বাদ পড়ে যাব। তাই বিষ খেয়েছি।' পানিহাটিতে দাঁড়িয়ে অভিষেক বলেন, 'সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁকে যেন সুরক্ষিত রাখেন।' বুধবার সকাল দশটা নাগাদ বাড়ির পিছনে খাইরুল কীটনাশক পান করেন বলে অভিযোগ।

পরিবার ও প্রতিবেশীরা টের পেয়ে তাঁকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে এমজেএন মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ততক্ষণে খাইরুলের বাড়িতে পৌঁছান তৃণমূলের দিনহাটা-২ ব্লক সভাপতি দীপককুমার ভট্টাচার্য, বুড়িরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পিংকি বর্মন মণ্ডল প্রমুখ। এমজেএন মেডিকেলে তৃণমূলের জেলা সভাপতি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের উচিত ছিল মানুষ যাতে আতঙ্কিত না হয়, সেটা ভেবে কাজ করা। আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে বিজেপিকে সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে।'

তবে বিরোধীদের অভিযোগ, সমস্যার কথা আগে জানা থাকলেও প্রশাসন ও শাসকদল ব্যবস্থা নেয়নি। এখন রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে তৃণমূল নেতারা খাইরুলের বাড়িতে ভিড় করছেন। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের দাবি, 'যিনি বিষপান করেছেন, শুনেছি ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল। তাহলে এসআইআর নিয়ে চিন্তা বা আতঙ্কের তো কারণ নেই। নামের বানান ভুল থাকলে সংশোধন করে নিলেই সমস্যা মিটে যেত। তৃণমূল বিভ্রান্তি ছড়িয়ে রাজনীতি করতে চাইছে।'

অভিষেক পানিহাটিতে বলেন, 'একদিকে নির্বাচন কমিশন, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত তৈরি করে রাখছে। তারা ঠিক করছে দেশের নাগরিক কারা। এসআইআর ঘোষণার পর প্রদীপের ঘরে ঢোকার পর সকালে দেখা গেল উনি বেঁচে নেই। এটা কি কাকতালীয়?' যদিও বিজেপির উত্তর শহরতলির জেলা সভাপতি চণ্ডীচরণ রায়ের দাবি, '২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম ছিল প্রদীপের। সুতরাং আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ ছিল না।'

বিজেপি প্রদীপ করের সুইসাইড নোট নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে তদন্ত চাইছে। পানিহাটির ঘটনাকে শুভেন্দু 'ভুয়ো' দাগিয়ে কটাক্ষ করেন, 'ওটা ফলস কেস। ওঁর পরিবারের সকলে তৃণমূল করেন। আমার কাছে ওঁর সিরিয়াল নম্বর, পার্ট নম্বর সবই আছে। সিএএ বা এনআরসির কোনও ব্যাপার নেই।' এতে আরও বেশি বিজেপির সমালোচনা করেন অভিষেক।

তাঁর ভাষায়, 'আমি সত্যিই লজ্জিত। একটা রাজনৈতিক দল এত নীচে নামতে পারে! প্রদীপবাবুকে ব্যক্তি আক্রমণ করা হচ্ছে। তিনি নাকি লিখতে পারেন না- সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। অথচ তিনি পরিষ্কার লিখে গিয়েছেন, আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী এনআরসি। তাও রাজনীতি করবেন?' সুইসাইড নিয়ে অবশ্য সংশয় প্রকাশ করেছে প্রদীপের পরিবারও।

প্রদীপের ডান হাতের চারটি আঙুল দুর্ঘটনায় কাটা গিয়েছিল। তাঁর ভগ্নীপতি উত্তম হাজরা বলেন, '২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও উনি ভোট দিয়েছেন। তাই নোটের লেখা খতিয়ে দেখা উচিত। প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত দাবি করছি।'

দিনহাটার খাইরুল শেখের বিষয়েও কিছু প্রশ্ন উঠে এসেছে। খাইরুলের দাবি অনুযায়ী, ভোটার কার্ডে তাঁর নামের বানান রয়েছে খাইরুল শেখ। কিন্তু এপিক কার্ড নম্বর, বাবার নাম অপরিবর্তিত থাকলেও ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম লেখা খয়রু শেখ। এতে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে গত ২৩ বছর খাইরুল কীভাবে ভোট দিলেন? তাছাড়া এতদিন এই অসংগতি ঠিক করা হয়নি কেন?

স্থানীয় বাসিন্দাদের অবশ্য দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই খাইরুল এই অসংগতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। অনেকের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। স্থানীয় ফজলুল ব্যাপারীর কথায়, 'প্রশাসন সময়মতো নজর দিলে হয়তো আজকের ঘটনা ঘটত না।'

(তথ্য সংগ্রহ : শিবশংকর সূত্রধর ও অমৃতা দে)

হাতির হানা

নাগরাকাটা, ২৯ অক্টোবর : হাতির দল লন্ডভন্ড করল সুপারি ও কলা বাগান। ঘটনাটি মঙ্গলবার গভীর রাতে লুকসানে ঘটে। সেখানকার ভুট্টাবাড়ি বস্তিতে তিনটি হাতির হানাদারিতে বেশ কিছু সুপারি ও কলা গাছ উপড়ে যাওয়ায় আতঙ্ক তৈরি হয় এলাকায়। বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের কর্মীরা গিয়ে হাতিগুলিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান। প্রথমে হাতিগুলি তছনছ করে বিকাশ লিম্বু নামে এক ব্যক্তির সুপারি ও কলা বাগান। এরপর একে একে হামলা চালায় রাজু পান্ডে, রতন লিম্বু ও কৃষ্ণ ছেত্রীর সুপারি বাগানে।

সাহায্যের হাত

নাগরাকাটা, ২৯ অক্টোবর : দুঃস্থ পরিবারের এক প্রয়াত সদস্যের অন্ত্যেষ্টিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল লুকসান বুদ্ধিস্ট সোসাইটি। সম্প্রতি ওই এলাকার ধ্রুব লামা নামে এক ব্যক্তির স্ত্রী তারাদেবী লামা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পরিবারটি হতদরিদ্র। অন্ত্যেষ্টি কীভাবে হবে তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন স্বামী। খবর পেয়ে বুধবার সংস্থার পক্ষে অমিত ওয়াইবা, কুমার মোক্তান, কিশোর লামা, দীপক মোক্তানের মতো কর্তারা ধ্রুবকে আর্থিকভাবে সহযোগিতার সঙ্গে মানসিকভাবেও পাশে দাঁড়ান।

শংসাপত্র জালিয়াতির জাল ছড়িয়ে অন্যত্রও

প্রথম পাতার পর

খড়িবাড়ি পুলিশও তদন্তের স্বার্থে তাঁকে পরবর্তীতে হেপাজতে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন জানাবে।

শুধু খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল নয়, একাধিক হাসপাতালে লালনের জাল ছড়ানো বলে জানার পরই গোয়েন্দারা নড়েচড়ে বসেছেন। এর আগে মালদার একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জাল শংসাপত্রের কারবার প্রকাশ্যে এসেছিল। কোচবিহার পুরসভা এবং মাল পুরসভা থেকেও জন্মের জাল শংসাপত্র ইস্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। মাল পুরসভা থেকে আফগান নাগরিকদের জাল শংসাপত্র ইস্যুর ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা পর্যন্ত নড়েচড়ে বসেছিল। এবার নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষের জাল সার্টিফিকেট তৈরির বিষয়টিতে তাই অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন গোয়েন্দারা।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত হাসপাতাল থেকে বিলম্বিত (ব্যাকডেটেড) শংসাপত্র ইস্যুর ক্ষেত্রেই জালিয়াতি হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, শহরে পুরসভা এবং মেডিকেল কলেজ থেকে ব্লক স্তরের হাসপাতালগুলি জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যু করে। সরকারি হাসপাতালে কারও জন্ম বা মৃত্যু হলে সেই ব্যক্তির নামে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল জন্মমৃত্যু শংসাপত্র ইস্যু করে।

কিন্তু বাড়িতে জন্ম বা মৃত্যু হলে গ্রামের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শহরের ক্ষেত্রে পুরসভা থেকে শংসাপত্র পাওয়া যায়। 'জন্মমৃত্যু তথ্য পোর্টাল'-এ ২১ দিনের মধ্যে তথ্য এবং উপযুক্ত নথি আপলোড করে আবেদন করতে হবে। কোনও ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের মাধ্যমে বা নিজে অনলাইনে ওই পোর্টালে সেসব আপলোড ও ডেটা এন্ট্রি করা যায়। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত বা পুরসভার ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার তথ্য যাচাইয়ের পরই শংসাপত্র ইস্যু করেন।

হাসপাতালে জন্ম বা মৃত্যু না হলে বিলম্বিত (ব্যাকডেটেড) শংসাপত্রের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা রয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই মহকুমা শাসকের অনুমতি নিতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট গ্রামের পুরসভার পাঁচজন ব্যক্তি সাক্ষী থাকবেন। পঞ্চায়েত বা পুরসভার সদস্য, প্রধান, বিডিও এবং এসডিও-র মাধ্যমে তথ্য যাচাই করা হবে। লাগবে ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাফিডেভিট। সমস্ত প্রক্রিয়াটি ডিস্ট্রিক্ট ই-পোর্টালের মাধ্যমে করা হবে। এসডিও-র অনুমতিপত্র পাওয়ার পর সেই অনুমতিপত্র জন্মমৃত্যু তথ্য পোর্টালে আপলোড করতে হবে। সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রার সেই তথ্য ও আপলোড করা সমস্ত নথি যাচাইয়ের পর শংসাপত্র ইস্যু করেন।

কিন্তু ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বিলম্বিত শংসাপত্র ইস্যু করার ক্ষেত্রে কিছু শিথিলতা দেখা দিচ্ছে বলে আশঙ্কা করছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এক অতিরিক্ত মুখ্য আধিকারিক জানান, হাসপাতালগুলি থেকে জন্মমৃত্যু তথ্য পোর্টালের মাধ্যমে বিলম্বিত শংসাপত্র পাওয়ার জন্য কোনও সাক্ষী হাজির করা বা এসডিও-র অনুমতি প্রয়োজন নেই। হাসপাতালে সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রবণতা বাড়াতেই এই সুযোগ রাখা হয়েছে। হাসপাতালে জন্মের বহুদিন পরও যদি কেউ শংসাপত্রের জন্য আবেদন করেন তবে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট ও আবেদনপত্রের ভিত্তিতে সেই শংসাপত্র দেওয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে হাসপাতালের রেজিস্ট্রারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সমস্ত আপলোড করা তথ্য সঠিকভাবে যাচাই করে তিনি শংসাপত্র ইস্যু করবেন।

ওই স্বাস্থ্যকর্তা জানান, খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে এই জায়গাতেই গলদ রয়েছে। পোর্টালে আপলোড করা তথ্য যাচাই করতেন না রেজিস্ট্রার। সেই সুযোগে তিন মাসে ৮৭০টি জাল শংসাপত্র তৈরি হয়েছে। বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরে জানানো হয়েছে। নির্দেশ এলেই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও ব্লক হাসপাতালগুলি থেকে জন্মমৃত্যু তথ্য পোর্টালে 'অ্যাকসেস'-এর বিষয়টিও স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে। অন্য ব্লকেও খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

ভেস্তে যাওয়া ম্যাচে স্বস্তি সূর্যের দাপট

২৪ বলে অপরাজিত ৩৯ রানের ইনিংসে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিলেন সূর্যকুমার যাদব। বুধবার।

ভারত-৯৭/১ (৯.৪ ওভার)

ক্যানবেরা, ২৯ অক্টোবর : আশঙ্কাই সত্যি হল।

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল ভারত-অস্ট্রেলিয়া টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ। ম্যাচে দ্বিতীয়বার যখন ঝেঁপে বৃষ্টি নামে, ভারতের স্কোর ৯.৪ ওভারে ৯৭/১। ক্রমশ টপগিয়ারে সূর্যকুমার যাদব। তাল ঠুকছেন শুভমান গিলও।

কিন্তু সূর্য শোয়ে গা ভেজানোর বদলে দর্শকরা ফিরলেন বৃষ্টিভেজা হয়ে, ভেস্তে যাওয়া ম্যাচের হতাশা নিয়ে। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা, মাঠকর্মীদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ হাসি হাসলেন বরুণদেব। মাথার ওপর ঘন কালো মেঘের সারি। একটানা বৃষ্টির দাপটে ইতি ম্যাচ শুরুর আশায়।

১৪ ইনিংস পর হাফ সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় তখন সূর্য। ২৪ বলে অপরাজিত ৩৯। তিন বাউন্ডারি ও জোড়া ছক্কায় মেঘলা মানুকা ওভালে সূর্যের তেজ চিন্তায় ফেলছিল ক্যাঙারুদের। রোহিত শর্মার (১৫৯ ম্যাচে ২০৫) পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে টি২০-তে ১৫০ ছক্কার (৯১ ম্যাচে) নজিরও গড়েন।

সহ অধিনায়ক শুভমানও ছন্দে। ওডিআই সিরিজের ব্যর্থতা ঝেড়ে নিজের মতো করে তাল ঠুকলেন ২০ বলে ৩৯ রানের ইনিংসে। স্ট্রাইক রেট ১৮৫। ভারতীয় অধিনায়ক-সহ অধিনায়কের যুগলবন্দিতে ঊর্ধ্বমুখী পারদে জল ঢেলে দেয় আকাশ।

৫ ওভারের মাথায় প্রথমবার বৃষ্টি (৪৩/১ ছিল ভারত)। প্রায় মিনিট ৪৫ খেলা বন্ধ থাকে। ২০ ওভারের বদলে ম্যাচ কমে ১৮ ওভার। ফের ম্যাচ শুরু হলে স্থায়ী হয় মাত্র ৪.৪ ওভার। সবমিলিয়ে ৯.৪, ৫৮ বলের ক্রিকেট-দর্শন। একটা সময় মনে হচ্ছিল, অন্তত ৫ ওভারের ম্যাচ সম্ভব। সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার টার্গেট হত ৭১। সব অঙ্ক জলে।

দুই দলকে উৎসাহ জোগাতে মাঠভর্তি সমর্থকরা। মেঘলা আকাশের ভ্রূকুটি সরিয়ে অজি সমর্থকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাজির প্রবাসীর ভারতীয়রাও। সঙ্গে হাজারো তেরঙা পতাকা। ঢাকঢোলের আওয়াজে উৎসবমুখর পরিবেশ। শুরুতে রিংটোন সেটের চেষ্টা অভিষেক শর্মার ব্যাটে।

মিচেল মার্শ বোলিং নেওয়ায় টস হারলেও প্রথমে ব্যাটিংয়ের ইচ্ছে পূরণ সূর্যর। জানান, উইকেট বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। বড় স্কোরের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চান। ম্যাচ ফিট না হওয়ায় প্রথম তিন ম্যাচে দলের বাইরে নীতীশকুমার রেড্ডি। জায়গা হয়নি রিঙ্কু সিং, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদবদেরও।

প্রত্যাশামাফিক প্রত্যাবর্তন জসপ্রীত বুমরাহর। সঙ্গী তৃতীয় ওডিআইয়ের অন্যতম নায়ক হর্ষিত রানা। যদিও প্রাক্তনদের অনেকেই অবাক যে সিদ্ধান্তে। গত টি২০ বিশ্বকাপ বা সদ্যসমাপ্ত এশিয়া কাপ জয়ে অর্শদীপ ভরসা জুগিয়েছে। টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক উইকেট শিকারিও। যদিও গম্ভীরের ভাবনায় অন্য পরিকল্পনা।

ভারতীয় দর্শকদের চোখ যদিও টিম কম্বিনেশনের বদলে অভিষেক-ঝড়ে প্রতীক্ষায়। ম্যাচের প্রথম বলেই স্টেপআউট করে বিগহিটের চেষ্টা। বোলার জোশ হ্যাজেলউড! ব্যাটে-বলে না হলেও, ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন। কিন্তু চাইলেই তাঁকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, বোঝালেন হ্যাজেলউডও। শুরুর দিকে দুইয়ের হাড্ডাহাড্ডি দ্বৈরথ রং ছড়ায়।

শেষপর্যন্ত নাথান এলিসের স্লোয়ারে ইতি অভিষেকের সম্ভাবনাময় (১৯) ইনিংসে। মিড অফের ওপর দিয়ে চালাতে গিয়ে ক্যাচ সোজা টিম ডেভিডের হাতে। ৩.৫ ওভারে ৩৫/১। শুভমানের সঙ্গে ক্রিজে সূর্য। শেষ ১৪ ইনিংসে একটাও হাফ সেঞ্চুরি নেই। চাপটা প্রথমদিকে টের পাওয়া যাচ্ছিল। একবার ক্যাচ দিয়েও বেঁচে যান। তবে অস্বস্তি সাময়িক।

চাপ কাটিয়ে মেঘলা দিনে ক্রমশ বাড়ছিল সূর্যের তেজ। শুভমান সেখানে ঝুঁকি এড়িয়ে নিজের পছন্দের শটগুলি অনায়াসে খেলছিলেন এলিস, জেভিয়ার বার্টলেট, ম্যাট কুহনেম্যানদের বিরুদ্ধে। যদিও শুভমান-সূর্যের যে যুগলবন্দির স্বাদ পুরোদস্তুর চেটেপুটে নেওয়ার আগেই বৃষ্টির কোপ।

দ্বিতীয়বার বৃষ্টির পর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ভারতের ডাগআউট তখন আড্ডার মেজাজে। একপাশে শুভমান-অভিষেক দুই বন্ধু বহুচর্চিত রসায়ন, পাশেই সঞ্জু স্যামসন-অর্শদীপ-রিঙ্কু-কুলদীপদের খোশমেজাজে গল্প। এরমাঝে শুভমান-সূর্যকে নিয়ে খেলা শুরু হলে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে ছক তৈরির ব্যস্ততা গৌতম গম্ভীরের। কিন্তু বিধি বাম। খেলা আর শুরু হয়নি।

বৃষ্টিভেজা ক্যানবেরাকে আপাতত বিদায়। পরবর্তী গন্তব্য অ্যাডিলেড, শুক্রবার যেখানে টি২০ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। এদিন ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় দুই দলের জন্য সিরিজ জয়ের রাস্তাটা কঠিন হল বলা চলে।

রান পেলেন শুভমানও

বৃষ্টিতে তখন খেলা বন্ধ। ডাগআউটে নির্ভেজাল আড্ডায় দুই বন্ধু শুভমান গিল ও অভিষেক শর্মা। বুধবার।

শচীনের রেকর্ড ভেঙে শীর্ষে রোহিত

অস্ট্রেলিয়া সফরে ভালো ফর্মে থাকার পুরস্কার পেলেন রোহিত শর্মা।

দুবাই, ২৯ অক্টোবর : বয়স সংখ্যা মাত্র।

বুড়ো হাড়ের ভেলকিতে তারই প্রমাণ রাখছেন রোহিত শর্মা। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন। যার সুবাদে শচীন তেন্ডুলকারের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে বয়স্কতম ব্যাটার হিসেবে আইসিসি ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখল হিটম্যানের।

এক নম্বর স্থান থেকে ছিটকে দিলেন তরুণ সতীর্থ শুভমান গিলকে। অজি সফরে রোহিতকে সরিয়ে শুভমানের হাতেই ওডিআই নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয় ভবিষ্যতের লক্ষ্যে। সেই শুভমানকে সরিয়ে দীর্ঘ কেরিয়ারে প্রথমবার ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে সেরা ব্যাটারের শিরোপা লাভ ৩৮ বছর ১৮২ দিন বয়সি রোহিতের!

আইসিসি ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ের সবচেয়ে বয়স্কতম শীর্ষস্থান অধিকারী! আগের রেকর্ড ছিল শচীন তেন্ডুলকারের দখলে। ২০১১ সালে ৩৮ বছর ৭৩ দিনে এক নম্বর স্থান দখল করেছিলেন ভারতীয় কিংবদন্তি। শুভমানকে সরিয়ে প্রথমবার শীর্ষে পৌঁছোনোর পথে শচীনকেও পিছনে ফেলে দিলেন রোহিত।

কিছুদিন ধরে রোহিতকে বাতিলের তালিকায় ফেলার চেষ্টা চলছে। আগামীর ভাবনায় তরুণ ব্রিগেডের হয়ে সওয়াল করতে দেখা যায় অনেককে। যদিও আরও একবার সবাইকে ভুল প্রমাণ করলেন হিটম্যান। বোঝালেন ফর্ম সাময়িক। ক্লাস স্থায়ী। অজি সিরিজে তিন ম্যাচে ২০২ রান করেন। এর মধ্যে রয়েছে অপরাজিত ১২১ রানের দৃষ্টিনন্দন ইনিংস। সাফল্যের পুরস্কার ৩৬ পয়েন্ট প্রাপ্তি এবং ৭৪১ থেকে ৭৮১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ সিংহাসনে রোহিত।

শুভমান অপরদিকে অজি সিরিজে চূড়ান্ত ব্যর্থ (তিন ম্যাচে ৪৩)। যার ধাক্কায় ২০২৩ সালের শেষ দিক থেকে দখলে রাখা শীর্ষস্থান হাতছাড়া। এক নম্বর থেকে তিনে নেমে গিয়েছেন ভারতের ওডিআই অধিনায়ক। দ্বিতীয় স্থানে আছেন

হিটম্যানের ধাক্কায় নামলেন গিল

আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে যথাক্রমে পাকিস্তানের বাবর আজম ও নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল।

বিরাট কোহলি অপরদিকে পঞ্চম থেকে একধাপ পিছিয়ে ষষ্ঠ স্থানে। সিডনিতে ম্যাচ জেতানো অপরাজিত ৭৪ করলেও প্রথম দুই ম্যাচে শূন্যতে আউট হওয়ার জের আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে। পাঁজরের চোটে মাঠের বাইরে থাকা শ্রেয়স আইয়ার রয়েছেন নবম স্থানে।

বোলিং বিভাগে শীর্ষে আফগানিস্তানের রশিদ খান। ঠিক পিছনেই দক্ষিণ আফ্রিকার কেশব মহারাজ। প্রথম দশে একমাত্র ভারতীয় বোলার কুলদীপ যাদব (সপ্তম)। রবীন্দ্র জাদেজা ও মহম্মদ সিরাজ যথাক্রমে রয়েছেন ত্রয়োদশ ও ষোড়শ স্থানে। দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে থাকা মহম্মদ সামি আঠারো নম্বরে।

সামিকে নিয়েই আগরতলায় টিম বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : জয় একটা অভ্যাস। ক্রিকেটের মতো দলগত খেলায় এই অভ্যাস ধরে রাখা খুব জরুরি।

জোড়া ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু হয়েছে পথ চলা। দুই ম্যাচে বাংলার পয়েন্ট আপাতত ১২। রনজির এলিট পর্বের গ্রুপ 'সি'-তে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলা। ১ অক্টোবর থেকে আগরতলায় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে মরশুমের তিন নম্বর ম্যাচ খেলতে নামছে টিম বাংলা। বদলাচ্ছে দলের ওপেনিং জুটি। সঙ্গে বদলাচ্ছে দলের অধিনায়কও।

ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য আসন্ন ত্রিপুরা ম্যাচে অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও আকাশ দীপকে পাচ্ছে না বাংলা। অধিনায়ক অভিমন্যুর অনুপস্থিতিতে রনজি ট্রফির আসরে প্রথমবার বাংলাকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন অভিষেক পোড়েল। নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য তিনি তৈরি। আজ দুপুরের বিমানে কলকাতা থেকে আগরতলায় উড়ে গিয়েছে বাংলা দল। চমকপ্রদভাবে দলের সঙ্গেই গিয়েছেন মহম্মদ সামি। গতকাল রাতে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে জানানো হয়েছিল, সামি ইডেন গার্ডেন্সে গুজরাট ম্যাচের পর উত্তরপ্রদেশের বাড়িতে ফিরছেন। সেখান থেকে ৩১ অক্টোবর ত্রিপুরায় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি।

রাতের দিকে পরিস্থিতির নাটকীয় পালাবদল। সামি বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেন। বদলে আজ দুপুরে সতীর্থদের সঙ্গেই আগরতলায় উড়ে গেলেন তিনি। সন্ধ্যার দিকে আগরতলা থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'সামি মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তাই বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত বদলে ও দলের সঙ্গেই আগরতলায় চলে এসেছে।' দুই ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়ে সামি টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তনের দাবি জোরদার করেছেন। ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে নামছে শুভমান গিলের ভারত। সেই সিরিজের দিকে নজর রয়েছে সামিরও। তাই আপাতত কোনও ম্যাচে বিশ্রাম না নিয়ে মাঠে নিজের স্কিল ও দাপট দেখাতে চাইছেন তিনি। উত্তরাখণ্ড ও গুজরাট ম্যাচে সরাসরি জয়ের পর বাংলার পয়েন্ট এখন ১২। লিগ টেবিলে দুই নম্বরে রয়েছেন সামিরা। এমন অবস্থায় আসন্ন ত্রিপুরা ম্যাচ থেকেও পুরো পয়েন্ট চাইছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। লক্ষ্যপূরণে সামিই হতে চলেছেন বাংলার ভরসা।

রিচা ধোঁয়াশার মধ্যেই ফাইনালে চোখ ভারতের

অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের আগে ফুরফুরে মেজাজে হরমনপ্রীত কাউর।

নভি মুম্বই, ২৯ অক্টোবর : দুশ্চিন্তার মেঘ!

বৃহস্পতিবার শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মহিলাদের একদিনের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে মাঠে নামার আগে ভারতীয় শিবিরের পরিস্থিতিটা স্পষ্ট করার জন্য এই দুটি শব্দই যথেষ্ট।

আবহাওয়ার চোখরাঙানি তো রয়েছেই। বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস নভি মুম্বইয়ে। শুক্রবার রিজার্ভ ডে-তেও কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দু'দিনই বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে গেলে পয়েন্ট টেবিলে এগিয়ে থাকার সুবাদে ফাইনালে উঠবে অস্ট্রেলিয়া।

ভারতের সাজঘরে আরও বড় চিন্তা চোট-আঘাত। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচে খেলেননি উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ। তাঁর বদলে সুযোগ পেয়েছিলেন উমা ছেত্রী। সেমিফাইনালেও রিচার খেলা নিয়েও ঘোর ধোঁয়াশা রয়েছে। বুধবার অনুশীলন করেননি তিনি। অবশ্য রিচার ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, আগের থেকে তিনি অনেকটাই সুস্থ। জানা গিয়েছে, এদিন রাতের দিকেই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের বৈঠকে রিচার খেলা নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে। ফলে শেষচারে বঙ্গতনয়ার মাঠে নামার ক্ষীণ হলেও সম্ভাবনা রয়েছে।

ছন্দে থাকা প্রতীকা রাওয়ালের পরিবর্তে দীর্ঘদিন পর জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন শেফালি ভার্মা। শেষ চারের লড়াইয়ে মাঠে নামার সুযোগ পাবেন কি না তা অজানা। তবে শেফালি জানালেন, সুযোগ পেলে সেরাটা উজাড় করে দিতে তৈরি তিনি। বলেছেন, 'সরাসরি বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে খেলা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। তবে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলার বাড়তি অ্যাডভান্টেজ থাকে। গ্যালারির সমর্থন বাড়তি অনুপ্রেরণা।'

গতবছর অক্টোবরে শেষবার একদিনের আন্তর্জাতিকে খেলেছিলেন। বিশ্বকাপ দল নির্বাচনের সময় রিজার্ভ স্কোয়াডেও তাঁর জায়গা হয়নি। হঠাৎ এভাবে সুযোগ পাওয়াকে ঈশ্বরের দান বলেই মনে করছেন শেফালি। তিনি বলেছেন, 'নিজের দক্ষতার ওপর আস্থা আছে। সুযোগ পেলে দলের প্রয়োজন অনুযায়ী ঠান্ডা মাথায় সেরাটা খেলার চেষ্টা করব।' ওপেনিংয়ে স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারেন এমন অনেকেই রয়েছেন হরমনপ্রীত কাউরের দলের সাজঘরে। তবুও সেমিফাইনালে খেলার ব্যাপারে উমা, আমনজ্যোৎ কাউরের থেকে একটু হলেও এগিয়ে থাকবেন অভিজ্ঞ শেফালি।

এদিকে, চোটের জন্য অস্ট্রেলিয়ার অ্যালিসা হিলি বিশ্বকাপের বেশ কিছু ম্যাচে খেলেননি। তবে মঙ্গলবার তিনি মাঠে নামছেন বলেই খবর। ফলে আরও শক্তিশালী হয়ে সেমিফাইনালের লড়াইয়ে নামছে অজি বাহিনী।

মহিলা বিশ্বকাপে আজ
দ্বিতীয় সেমিফাইনাল
ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া
সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' সিরিজ

তিন মাস পর আজ মাঠে নামছেন ঋষভ

বেঙ্গালুরু, ২৯ অক্টোবর : ২৪ জুলাইয়ের পর ৩০ অক্টোবর।

লম্বা প্রতীক্ষার পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরছেন ঋষভ পন্থ। বেঙ্গালুরুস্থিত সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে আগামীকাল দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে চারদিনের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত। শুধু প্রত্যাবর্তন নয়, ভারতীয় 'এ' দলকে নেতৃত্বও দেবেন ঋষভ।

ইংল্যান্ড সফরে চতুর্থ টেস্টের সময় পায়ের হাড়ে চিড় ধরা পড়ে। পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচ না খেলেই দেশে ফিরতে হয়। তিন মাস পর ফিরতে চলেছেন ঋষভ। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রোটিয়া ব্রিগেডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। তারই প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে আগামীকাল শুরু চারদিনের 'এ' ম্যাচে নামছেন ঋষভ।

ফর্ম এবং ফিটনেস-ঋষভ ঠিক কী পরিস্থিতিতে রয়েছে, তা দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচক কমিটিও। চোখ ঋষভ-ভক্তদেরও। সবকিছু ঠিকঠাক চললে ১৪ নভেম্বর ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ইডেন টেস্টে সিনিয়ার দলে ধ্রুব জুরেলকে সরিয়ে ঋষভের ফেরা সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

ঋষভ ছাড়াও 'এ' ম্যাচে নামছেন বি সাই সুদর্শন। সামলাবেন সহ অধিনায়কের দায়িত্বও। ভারতীয় টেস্ট দলের তিন নম্বর ব্যাটার সুদর্শন গুরুত্ব দিচ্ছেন 'এ' সিরিজকে। দলে আছেন গত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ডাক পাওয়া দেবদত্ত পাডিক্কাল ও নারায়ণ জগদীশান।

প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকা ঋষভের ফিটনেস নিয়ে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত সুদর্শন। দাবি, 'আগের তুলনায় বেশি ফিট এবং শক্তিশালী মনে হচ্ছে ওকে। চোটের পর দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিল। এই সময়ে ফিটনেস নিয়ে পরিশ্রম করেছে দেখে বোঝা যাচ্ছে। প্রথম দিনে অনুশীলনে সবাইকে ঋষভ বলে দিয়েছে, আমাদের জন্য এই ম্যাচ ভালো সুযোগ। ব্যক্তিগত সাফল্যের পাশাপাশি জয়ের জন্য ঝাঁপাতে হবে।'

নিজের ব্যাটিং এবং হেডকোচ গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে সুদর্শন আরও বলেছেন, 'ফুটওয়ার্ক নিয়ে পরিশ্রম করেছি। বুঝতে পারছি তিন নম্বর ব্যাটারের দায়িত্ব। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভুলের সুযোগ কম। তাই ফাঁকফোকর দ্রুত পূরণ জরুরি। কোচের সমর্থনও আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছে। সঙ্গে গোতিভাইয়ের মূল্যবান টিপস। গত কোটলা টেস্টের সময় আমাকে ডেকে বলেন, বাড়তি মরিয়া হতে যেও না। তোমার মধ্যে রসদ আছে বলে, তুমি দেশের সেরা ক্রিকেটারদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছ। বাড়তি চিন্তা না করে নিজের খেলাটা খেলার চেষ্টা করো। সেই চেষ্টাই করছি।'

ভারত 'এ' বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ'
প্রথম বেসরকারি টেস্ট
সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু
সম্প্রচার : জিওহটস্টার অ্যাপ

চোট সারিয়ে অনুশীলনে ঋষভ পন্থ। বুধবার বেঙ্গালুরুতে।

শ্রেয়স আইয়ারের সুস্থতা কামনায় ছটপুজোয় প্রার্থনা সূর্যকুমার যাদবের মা স্বপ্না যাদবের। এই ছবি পোস্ট করলেন সূর্যের বোন দিনাল।

ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে চান শার্দূল

মুম্বই, ২৯ অক্টোবর : তিনি স্বপ্ন দেখেন। তিনি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। তিনি চান স্বপ্নপূরণ করতে।

তিনি শার্দূল ঠাকুর, চাইছেন ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ খেলতে। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য শার্দূল সবকিছু করতে রাজি।

চলতি ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুমে মুম্বইকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শার্দূল। সঙ্গে নিজের আগামীর স্বপ্নপূরণের স্বপ্নও দেখছেন। আপাতত তাঁর বয়স ৩৪। দুই বছর পর সেটা হবে ৩৬। গৌতম গম্ভীরের টিম ইন্ডিয়ায় যেখানে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের জায়গা ধরে রাখতে নিয়মিত নিজেদের প্রমাণ করতে হচ্ছে, সেখানে শার্দূল কি আদৌ পারবেন? টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা অলরাউন্ডারের কথায়, 'নিয়মিত ম্যাচ খেলা ও পারফর্ম করাই আমার মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য আমি চেষ্টা চালিয়ে যাব।' ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ দক্ষিণ আফ্রিকায়। যেখানে টিম ইন্ডিয়ার আট নম্বর জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে অলরাউন্ডারের জন্য। শার্দূলের কথায়, '২০২৭ সালের বিশ্বকাপ দক্ষিণ আফ্রিকায়। আমার বিশ্বাস, দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ বলে ভারতীয় দলের আট নম্বর জায়গায় একজন অলরাউন্ডারের প্রয়োজন হতে পারে। সেই জায়াগায় নিজেকে দেখতে চাই আমি।' শার্দূল চাইলেই বাস্তবে এমন সম্ভাবনা কতটা প্রাসঙ্গিক, সেই প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠে গিয়েছে।

ওপেনিংয়ের জায়গা হারালেও হতাশ নন সঞ্জু

ক্যানবেরা, ২৯ অক্টোবর : পছন্দের ওপেনিং ছেড়ে মিডল অর্ডারে। কখনও পাঁচ তো কখনও সাত-আটেও! ওপেনিংয়ে সাফল্যের পরও ব্যাটিং অর্ডারে সঞ্জু স্যামসনের পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে বিস্তর জলঘোলাও হয়েছে। যদিও সঞ্জু নিজে বিতর্ক চান না। হতাশও নন দলের স্বার্থে অধিনায়ক শুভমান গিলকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে।

গৌতম গম্ভীর দায়িত্ব নেওয়ার পর টি২০ দলে নিয়মিত সঞ্জু। ভরসাও জুগিয়েছেন। গোটা তিনেক শতরানও হাঁকিয়েছেন। তারপরও অভিষেক শর্মার সঙ্গে শুভমান গিল ওপেনিংয়ে অগ্রাধিকার পেয়েছে। সঞ্জুর জন্য মিডল অর্ডারে অনভ্যস্ত পজিশনে খেলার চ্যালেঞ্জ।

ক্যানবেরায় ভেস্তে যাওয়া সিরিজের প্রথম টি২০ ম্যাচের পূর্বে যে প্রসঙ্গে কেরলের তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেছেন,

'ক্রিকেট উপভোগ করছি এখন'

'বিভিন্ন দলের হয়ে বিভিন্ন পজিশনে ব্যাটিং করেছি আমি। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল জাতীয় দলে আছি। এখানে বিভিন্ন জায়গায় ব্যাটিং করেছি। কখনও ওপেনিং তো কখনও ফিনিশারের দায়িত্ব। এখন মিডল অর্ডারের ভূমিকায়।'

ওপেনিংয়ের বদলে এখন মিডল অর্ডারের দায়িত্ব সঞ্জু স্যামসনের কাঁধে।

সঞ্জুর আরও দাবি, বর্তমান টি২০ দলে ওপেনিং জুটি ছাড়া কারও কোনও নির্দিষ্ট জায়গা নেই। প্রয়োজন, পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন করা হয়। বাকি ব্যাটারদের মতো তিনিও নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত রাখছেন। এনিয়ে কারওর ওপর রাগের প্রশ্ন নেই বলে সাফ জানাচ্ছেন সঞ্জু। জানান, হতাশ নন, ক্রিকেট উপভোগ করছেন এই মুহূর্তে।

বছর ঘুরলে টি২০ বিশ্বকাপ। বিশ্বজয়েই লক্ষ্য স্থির সঞ্জুর। বলেছেন, 'বিশ্বকাপের আগে যে তিনটি টি২০ সিরিজ পাব, তার গুরুত্ব অপরিসীম আমাদের কাছে। যা নিয়ে দলের মধ্যে আলোচনাও হয়েছে। তবে বাড়তি চাপ নিতে চাই না আমরা। ম্যাচ ধরে এগোতে হবে। গুরুত্ব দিচ্ছি, শারীরিক ও মানসিকভাবে নিজেকে সঠিক জায়গায় রাখার ওপর।'

আপাতত চোখ তাই চলতি টি২০ সিরিজে। সঞ্জু স্বীকার করছেন, অস্ট্রেলিয়ার পিচ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া দলের জন্য চ্যালেঞ্জ। সফল হতে মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ স্কিলও। বিশ্বাস, ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে তা ভীষণভাবে রয়েছে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

দিশিতা (তন্বী) : জন্মদিনের অনেক অনেক আশীর্বাদ ও আদর রইল। - **বাবা, মা, আম্মা, দাদু, দিদা, মামমাম**। হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

চেন্নাইয়ান-বধ আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছে লাল-হলুদের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৯ অক্টোবর : ডার্বির আগে হঠাৎই পরিস্থিতির বদল। প্রথম ম্যাচের পর দুশ্চিন্তার ঘেরাটোপে আটকে যাওয়া দলটা ফের চনমনে চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে জিতে।

কলকাতা থেকে এখনও এসে পৌঁছাননি বড় কর্তারা। তবে চেন্নাইয়ানের বিপক্ষে গ্যালারিতে দেখা গেল বেশ কিছু আধাকর্তাকে। যাঁদের পাশে বসে খেলা দেখে গেলেন ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার হরমনজ্যোত সিং খাবরা। ম্যাচের পর দেখা গেল হঠাৎই যেন আত্মবিশ্বাস এক লাফে বেড়ে গিয়েছে কোচ-ফুটবলার থেকে ওই গ্যালারিতে থাকা আধা কর্তা, খাবরার মতো এখনও ইস্টবেঙ্গল অন্তপ্রাণদের। সকলেই মনে করছেন, ডার্বি জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছানো এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। একটা ড্র-ই পারে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে। কারণ এই মুহূর্তে পয়েন্টের বিচারে সমান হলেও মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের থেকে গোলপার্থক্যে এগিয়ে ইস্টবেঙ্গলই। তবে একটাই যদি এখানে থাকছে। ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের কোনওভাবেই চারের বেশি গোলে চেন্নাইয়ানের বিপক্ষে জেতা চলবে না। সেক্ষেত্রে আবার ইস্টবেঙ্গলকে জিততে হবে ডার্বি। এই চাপটাই আর ফুটবলারদের উপর চাপিয়ে দিতে রাজি নন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। তিনি বলে দিচ্ছেন, 'আমাদের কোনওভাবেই চাপ নেওয়া চলবে না। তাহলে সেটা বড় ভুল হয়ে যাবে। বরং এখন ধারাবাহিকতার দিকে নজর দেওয়া খুব দরকার। ম্যাচে কোনওরকম ভুল করা চলবে না।'

ডেম্পো ম্যাচের ভুল আর চেন্নাইয়ানের বিপক্ষে করেননি কোচ অস্কার। শুরু থেকেই নামিয়ে দেন মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে। একইসঙ্গে গোলে আগের ম্যাচে অত্যন্ত নড়বড়ে দেবজিৎ মজুমদারের জায়গায় প্রভসুখান সিং গিলকে নামানোও স্বাভাবিকভাবেই কাজে লেগে যায়। ওই ম্যাচে শেষদিকে হঠাৎই অমনোযোগী হওয়া যে গোল খেয়ে ড্র করার কারণ সেটা গত তিনদিন বারবার করে ছেলেদের মনে করিয়ে লাল-হলুদ কোচ। এদিনও সেই কথাও বললেন, 'প্রথম ম্যাচে হঠাৎই দ্রুত গোল খেয়ে ছেলেরা খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়ে এবং আমরা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। তবু দ্বিতীয়ার্ধে আমরা ঘুরে দাঁড়াই এবং দুই গোলও করি। কিন্তু তবু ম্যাচটা জিতে ফিরতে পারিনি শেষমুহূর্তে গোল খাওয়ায়। এদিন সেটাই ছেলেদের বলেছিলাম যে শেষ বাঁশি না বাজা পর্যন্ত ম্যাচ থেকে মন সরানো যাবে না। সেটা ওরা করে দেখিয়েছে। এখন আমাদের আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে এসেছে এবং দল ডার্বির জন্য তৈরি।' এতটাই মানসিকভাবে তৈরি যে ফতোরদায় মোহনবাগানের পরপর দুই ম্যাচ খেলে মাঠের সঙ্গে সড়োগড়ো হওয়া নিয়েও আর ভাবছেন না তিনি। তবে অস্কার অবশ্য ঘুরিয়ে তোপ দাগতে ছাড়লেন না। তাঁর মন্তব্য, 'এখানে একেকটা দলের জন্য একেকরকমের আচরণ। এসব নিয়ে অভিযোগ করে আর কী হবে? আমরা এগুলো নিয়ে আর ভাবছি না। এসব আমাদের আরও মানসিকভাবে শক্তিশালী করেছে এবং নিজেদের খেলার দিকে মনোযোগ দিচ্ছি। আমরা যে কোনও জায়গায় খেলে মোহনবাগানের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রস্তুত।'

সবমিলিয়ে মোহনবাগানের নিজেদের বড় ব্যবধানের জয় এবং মোহনবাগানের ড্র যেন বাড়তি আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। আর ডার্বির আগে এটাই এখন বড় শক্তি লাল-হলুদ শিবিরের।

জয়ের পর হিরোশি ইবুসুকির সঙ্গে সেলফিতে বিপিন সিং, কেভিন সিবিলেরা।

২৪ ঘণ্টা পর সুপার কাপের ডার্বি

ইস্টবেঙ্গল আগের থেকে শক্তিশালী : অ্যালড্রেড

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৯ অক্টোবর : এত বিরক্তি তাঁর মুখে গত দেড় বছরে এর আগে সম্ভবত কোনওদিনই দেখা যায়নি।

তাঁর তারকাখচিত স্ট্রাইকিং লাইন যে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে একটা বলও গোলে রাখতে পারবে না, একথা সম্ভবত মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করেননি। আর গোটা দলটাই যেন এই ম্যাচে নিজেরাই বুঝিয়ে দিল, কেন ইরানে যায়নি দল। মিক্সড জোনে তাঁকে ড্র করার কারণ জানতে চাইলে বিরক্তিতে রীতিমতো চোখমুখ কুঁচকে গেল মোলিনার। পরিষ্কার বলে দিলেন, 'একেবারেই ভালো নয় আমাদের পারফরমেন্স। আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু গোলে বল রাখতে পারিনি। আর গোল করতে না পারলে ম্যাচও জেতা যায় না। গেম প্ল্যানও খুব খারাপ হয়েছে।' ডেম্পো আই লিগের ছয় নম্বর দল। তাদের বিরুদ্ধে হারের ব্যাখ্যা নেই টম অ্যালড্রেডের কাছেও, 'সারা পৃথিবীতেই হয়। এর কোনও ব্যাখ্যা থাকে না। আমরা জেতার চেষ্টা করেছিলাম। এখন যা হয়েছে ভুলে গিয়ে এখন আমাদের জিততে হবে।' তবে তিনি কিছুটা ক্ষুব্ধ রেফারির আচরণে। ডেম্পোর এক ফুটবলারের ট্যাকলে গোড়ালির উপরে অনেকটা অংশ কেটে গিয়ে রক্ত জমে আছে তাঁর। বলছিলেন, 'ওটা নিশ্চিত লাল কার্ড ছিল।' এদিন গোয়ায় ফের প্রবল বৃষ্টি ফিরে এসেছে। তারই মধ্যে উতোরদার মাঠে যাঁরা খেলেননি তাঁদের অনুশীলন করালেন মোলিনা। আর বাকিরা রিকভারি করলেন। ডার্বি না জিতলে ফিরে গিয়ে এবার ম্যানেজমেন্টেরই তোপের মুখে পড়তে হতে পারে দিমিত্রিস পেত্রাতোস-জেসন কামিন্সদের। তবে অ্যালড্রেড বলছেন, 'ডার্বির জন্য আমরা তৈরি। বড় ম্যাচ। যা আমাদের জিততেই হবে। ট্রফি জিততে হলে এই ম্যাচটা জেতা জরুরি।' তবে আগের বছরের থেকে এবার ইস্টবেঙ্গল যে অনেকবেশি শক্তিশালী, সেকথাও মনে করিয়ে রাখলেন।

মোলিনার দলের দুই উইংয়ে মনবীর সিং এবং লিস্টন কোলাসোই বিষাক্ত ক্রসগুলোই গোল পেতে সাহায্য করে। এঁরা শুরুতে না থাকায় খেলার ধারটাই উধাও। লিস্টনকে স্কোয়াডে না রাখাটা টেকনিকাল কারণে বলেই জানাচ্ছেন। গেম প্ল্যানে সম্ভবত সবথেকে বড় ভুল এই দুজনকে প্রথম একাদশে না রাখা। কোচ বলেই ফেললেন, 'যাঁদের প্রথম একাদশে রেখেছিলাম, তাঁরা প্রত্যেকে ভালো এবং ম্যাচ জেতানোর ফুটবলার বলে আমার মনে হয়েছিল। সম্ভবত আমার ধারণা ভুল।' ডার্বির আগে ইস্টবেঙ্গলের আগে এগিয়ে যাওয়া নিশ্চিতভাবেই চাপে রাখবে মোহনবাগানকে। কিন্তু সেটা স্বীকার করে নিলে চাপ আরও বাড়বে বলেই সম্ভবত সেসব মানছেন না মোলিনা। তাঁর বক্তব্য, 'ইস্টবেঙ্গল শক্তিশালী দল এটা তো আমরা জানিই। ম্যাচটা কঠিন হবে। আমরা জয়ের লক্ষ্যেই নামব। আশা করছি, যাবতীয় ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়া যাবে।' তিনি ক্রমাগত ডার্বি খেলা নিয়ে বিরক্ত। তবে ভুল না শোধরাতে পারলে কোচের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

> ডার্বির জন্য আমরা তৈরি। বড় ম্যাচ। যা আমাদের জিততেই হবে। ট্রফি জিততে হলে এই ম্যাচটা জেতা জরুরি।
>
> **টম অ্যালড্রেড**

ডেম্পোর ফুটবলারদের ট্যাকলে রক্ত ঝরল টম অ্যালড্রেডের। -প্রতিবেদক

ভুল পরিকল্পনার দায় নিলেন মোলিনা

টিটিতে নজির মনুশ-দিয়ার

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : ভারতীয় টেবিল টেনিসে ইতিহাস গড়লেন মনুশ শা-দিয়া চিতালে। দেশের প্রথম মিক্সড ডাবলস জুটি হিসাবে বিশ্ব টেবিল টেনিস ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেলেন তাঁরা।

আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশনের প্রকাশিত ক্রমতালিকায় মিক্সড ডাবলসে আট নম্বরে রয়েছেন দিয়া-মনুশ। তাদের সংগ্রহ ২,৩২৫ পয়েন্ট। গোটা মরশুম ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলার সুবাদে বিশ্বের পঞ্চম জুটি হিসাবে আসন্ন বিশ্ব টিটি ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করলেন তাঁরা।

১০-১৪ ডিসেম্বর বিশ্ব টেবিল টেনিস ফাইনালের আসর বসবে হংকংয়ে। নিজেদের সাফল্যের সঙ্গে দেশকে গর্বিত করতে পেরে উচ্ছ্বসিত দুই প্যাডলার। মনুশ বলেছেন, 'এই মুহূর্তটার জন্যই আমাদের লড়াই। বিশ্ব টেবিল টেনিস ফাইনালের তালিকায় ভারতের নাম দেখার অনুভূতি দুর্দান্ত।' দিয়া বলেছেন, 'এই সাফল্য দেশের তরুণ টিটি খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করবে।'

ম্যাগনাসের কাছে হার গুকেশের

সেন্ট লুইস, ২৯ অক্টোবর : সেন্ট লুইস চেস ক্লাবে আয়োজিত ক্লাচ চেস চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম দিনে হিকারু নাকামুরাকে হারিয়ে দুরন্ত শুরু করেছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ। কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই ছন্দপতন হল তাঁর।

চতুর্থ রাউন্ডে দুই গেমেই গুকেশ পরাজিত হন 'দাবার রাজা' ম্যাগনাস কার্লসেনের কাছে। সেই ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি গুকেশ। পঞ্চম রাউন্ডে নাকামুরার সঙ্গে দুইটি গেম ড্র করেন। পরের রাউন্ডে ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানার বিরুদ্ধে একটি গেম ড্র ও একটি গেমে হারেন গুকেশ। জয় ছাড়া দ্বিতীয় দিন শেষ করে হতাশ গুকেশ বলেছেন, 'আমি আজ ছন্দে ছিলাম না। অনেক বেশি সময় নিয়ে চাল দিয়েছি, যা করা উচিত হয়নি। পরের দিন নতুন করে শুরু করব।'

দ্বিতীয় দিনের শেষে ৭ পয়েন্ট নিয়ে নাকামুরার সঙ্গে যৌথভাবে সবার শেষে রয়েছেন। ১১.৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন কার্লসেন। ১০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কারুয়ানা।

সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড

হ্যামিল্টন, ২৯ অক্টোবর : ইংল্যান্ডের দুঃসময় অব্যাহত। দীর্ঘ ১২ বছর পর ওডিআই সিরিজে তাদের হারাল নিউজিল্যান্ড। ঘরের মাঠে দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচেও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে জিতল কিউয়িরা। টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় নিউজিল্যান্ড। ব্যাট হাতে ব্যর্থ ইংল্যান্ডের টপ অর্ডার। জেমি ওভারটন সর্বাধিক ৪২ রান করেন। ৩৬ ওভারে ১৭৫ রানে অল আউট হয়ে যায় ইংল্যান্ড। নিউজিল্যান্ডের ব্লেয়ার টিকনার ৩৪ রানে নেন ৪ উইকেট।

জবাবে রানের খাতা খোলার আগেই উইকেট খুইয়ে চাপে পড়ে যায় নিউজিল্যান্ড। উইল ইয়ংকে শূন্য রানে ফেরান জোফ্রা আর্চার। ২১ রানে ফেরেন কেন উইলিয়ামসনও। ধাক্কা সামলে কিউয়িদের অনেকটা এগিয়ে দেন রাচিন রবীন্দ্র। ৫৪ রান করেন তিনি। এরপর টম ল্যাথাম, ব্রেসওয়েল দ্রুত ফিরলেও ড্যারিল মিচেলের ৫৬ ও মিচেল স্যান্টনারের ৩৪ রানের অপরাজিত ইনিংস ৩৩.১ ওভারে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে দেয় নিউজিল্যান্ডকে।

সেমিতে গোয়া

মারগাঁও, ২৯ অক্টোবর : সুপার কাপে বুধবার গতবারের চ্যাম্পিয়ন এফসি গোয়া ৩-০ গোলে ইন্টার কাশী এফসি-কে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করল। ৪ মিনিটে গোল করেন দেজান ড্রাজিক। ৩৮ ও ৪২ মিনিটে জোড়া গোল বোরহা হেরেরার। ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে শেষ চারে উঠল গোয়া।

এদিকে, 'বি' গ্রুপের অন্য ম্যাচে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও জয় হাতছাড়া নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র। ২০ মিনিটে চিমা নুনেজের গোলে এগিয়ে যায় নর্থইস্ট। ২৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আলাদিন আজারাই।। ৪৩ মিনিটে ব্যবধান কমান প্রণয় হালদার। ৮৯ মিনিটে রাফায়েল মেসি বাউলির গোলে হার বাঁচায় জামশেদপুর।

সুপার কাপে ডেম্পো-প্রাক্তনীরা নজর কাড়ছেন

ভারতীয় কোচদের সুযোগ দিন : সমীর

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৯ অক্টোবর : 'আপনার দল তো দুর্দান্ত খেলছে!'

কথাটা শুনে একমুহূর্ত চুপ তিনি। হাসিখুশি বয়স্ক মানুষটির এরপর আক্ষেপ, 'টাকা থাকলে আরও একটু ভালো করা যেত। কিন্তু কীভাবে বিদেশি নেব বলুন তো? কবে আই লিগ হবে কেউ জানে না। একটা নকআউট টুর্নামেন্টের জন্য শুধু শুধু বসিয়ে রেখে বিদেশি নেওয়ার মতো পয়সা আমাদের নেই।' বক্তার নাম আলবার্তো কোলাসো। এক সময়ের দাপুটে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সচিব এখন ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের সহ সভাপতি। বলতে গেলে, তাঁর হাতেই ফুটবলের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত শ্রীনিবাসন ডেম্পো। এই টাকাপয়সার সমস্যার কথা বলছিলেন কোচ সমীর নায়েকও। ম্যাচ শেষে মিক্সড জোনে এই প্রসঙ্গে বিশেষকিছু না বললেও পরে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর মুখেও সেই একইরকম আক্ষেপ, 'কোম্পানি যদি আর একটু খরচ করত তাহলে আরও ভালো করতে পারতাম। ছেলেরা নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছে। কিন্তু কোম্পানিকেও বুঝতে হবে যে ১০০ টাকার জিনিস পেতে গেলে ১০০ টাকাই খরচ করতে হয়।' সঙ্গে জুড়ে দেন, 'আজ দেখলেন তো আমাদের গোলকিপার আশিস সিবি কী দুর্দান্ত খেলল? কিন্তু ওকে তো ধরে রাখতে পারব না। ইতিমধ্যেই এফসি গোয়া ট্রায়ালে ডেকেছিল। সম্ভবত ওকে নিচ্ছে। টাকা নেই, তাই আমরা ধরে রাখতে পারব না।'

সিনিয়ার জাতীয় দল তো বটেই, বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলেও এবার ভারতীয় কোচদের দাপট। গত রাতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ডেম্পো ম্যাচ দেখতে নিঃশব্দে গ্যালারিতে উঠে যান খালিদ জামিল-বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজরা। কেউ টেরও পায়নি তাঁরা ছিলেন ম্যাচে। এবারের সুপার কাপে বিভিন্ন ক্লাব দলেও দেখা যাচ্ছে ভারতীয় কোচ। সমীর ছাড়াও ক্লিফোর্ড মিরান্ডা ও অভিজিৎ মণ্ডল। তিনজনই ডেম্পোর প্রাক্তনী এবং বিনা প্রস্তুতিতে আসা সত্ত্বেও সমীরের মতোই অবাক করেছেন অভিজিৎও। প্রথম ম্যাচেই বিনা প্রস্তুতিতে আসা দল নিয়ে লম্বা সময় অনুশীলনে থাকা নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে আটকে দিয়ে। তবে ক্লিফোর্ড আগে ট্রফি জিতলেও এই টুর্নামেন্টে ব্যর্থই। তিনি মুখ না খুললেও সমীর এবং অভিজিতের গলায় এক সুর। সমীরের মন্তব্য, 'বহু কোচের অধীনে খেলেছি। তাঁদের সবার কাছ থেকে অনেককিছু শিখেছি। তবে আর্মান্দো কোলাসো স্যারের কাছে সবথেকে বেশি শিখেছি।' অভিজিতও বলেছে, 'আমরা যখন খেলছি তখনই আমাদের কয়েকজনকে আর্মান্দো স্যার বলতেন, তোমাদের মধ্যে কোচিং দক্ষতা আছে। এটাকে পরে কাজে লাগিও। আমরা তিনজন তো বটেই, বাকিদের মধ্যে মহেশভাই (মহেশ গাউলি) অনেকদিন ধরে জাতীয় দলে কাজ করছে। ক্লাইম্যাক্সও (ক্লাইম্যাক্স লরেন্স) তো কয়েকদিন আগে স্পোর্টিং ক্লুব দ্য গোয়াতে কোচিং করাচ্ছিল।' সমীর আরও বললেন, 'ভারতীয় কোচরা সুযোগ ও সুবিধা ঠিকঠাক পেলে ভালো কিছু করতে পারে।' সঙ্গে আরও যোগ করেন, 'দলেও বিদেশির সংখ্যা কমানোর দরকার ছিল। তবেই তো ভারতীয়রা নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ পাবে।' অভিজিৎ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ভারতীয় কোচ থাকলে ভাষা সমস্যা হয় না। তাছাড়া আমরা যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি কোচিংয়ে এসেছি তাই ওদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে পারি। তাতে ফুটবলারদেরও সুবিধা হয়।'

সমীরের হাত ধরেই ডেম্পোর সোনালি দিন ফিরবে, সেই আশায় অনেকেই থাকলেও আবার একইসঙ্গে আশঙ্কা, এফসি গোয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে আদৌ কি টিকে থাকা সম্ভব হবে?

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে রুখে দেওয়ার জন্য গোলকিপার আশিস সিবিকে অভিনন্দন ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের কোচ সমীর নায়েকের।

ভাঙাচোরা দল নিয়েই লড়তে চান মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মারগাঁও, ২৯ অক্টোবর : না খেলতে এলে নিশ্চিতভাবেই ক্লাব হারাত আইএসএলে খেলার সুযোগ। তাই হয়তো কোনওক্রমে জোড়াতালি দিয়ে একটা দল গড়ে সুপার কাপে খেলতে চলে এসেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। বৃহস্পতিবার হেভিওয়েট বেঙ্গালুরু এফসি-র বিপক্ষে ম্যাচ। যে দলে গুরপ্রীত সিং সান্ধু, রাহুল ভেকে থেকে সুনীল ছেত্রীর মতো হেভিওয়েটেরা আছেন। উলটোদিকে মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর অবস্থা ঢালতলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। তবু তিনি বলছেন, 'বেঙ্গালুরু বড় দল। আমার হাতে ফুটবলার কম। কিন্তু তাই দিয়েই লড়াই করতে হবে, এটাই ছেলেদের বোঝাচ্ছি।'

সকালে কলকাতা থেকেই অনুশীলন করে রওনা দেয় মহমেডান। এখানে এসে হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে প্রায় বিকেল পাঁচটা। ক্লান্তিতে এরপর সকলেই ঘুমিয়ে পড়েন। সজল বাগকে আনতে পারায় আফসোস আছে মেহরাজের। তাছাড়া দলের সঙ্গে আসা ২১ ফুটবলারের মধ্যে পাঁচজনের আবার অপেশাদার চুক্তি ক্লাবের। ফলে তাঁদের নথিভুক্ত করানো যায়নি। যার মধ্যে অন্তত তিনজন ডিফেন্ডার। ফলে ডিফেন্সে নিয়ে চিন্তায় সাদা-কালো কোচ। দলের মধ্যে সাজ্জাদ হোসেন প্যারি, অ্যাডিসন সিং ও গোলকিপার শুভজিৎ ভট্টাচার্যেরই একমাত্র আইএসএলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। এছাড়া কলকাতা লিগে ভালো খেলা লালথানকিমা, বামিয়া সামাদ, অ্যাশলে কোলি ও ম্যাক্সিওনরা আছেন। এখন দেখার এই দল নিয়ে মহমেডান বৃহস্পতিবার ফতোরদায় কতটা প্রতিরোধ বেঙ্গালুরুর সামনে গড়ে তুলতে পারে।

সুপার কাপে আজ

রাজস্থান এফসি বনাম কেরালা ব্লাস্টার্স	বেঙ্গালুরু এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব
সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট **স্থান :** ব্যাম্বোলিম	**সময় :** সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট **স্থান :** ফতোরদা
সম্প্রচার : এআইএফএফ-এর ইউটিউব চ্যানেলে	**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস খেল চ্যানেল ও জিও হটস্টার

কলকাতায় দলকে অনুশীলন করিয়ে গোয়া রওনা হলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। বুধবার।

সামনে হেভিওয়েট বেঙ্গালুরু

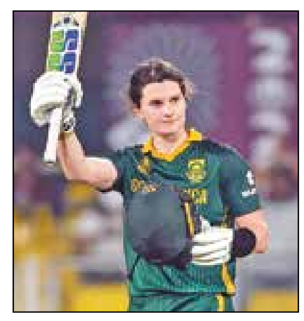

শতরানের পর দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভারডট। বুধবার।

ফাইনালে প্রোটিয়ারা

গুয়াহাটি, ২৯ অক্টোবর : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে হেরে দক্ষিণ আফ্রিকা মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করেছিল। বুধবার সেই ইংল্যান্ডকেই সেমিফাইনালে ১২৫ রানে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালের টিকিট পেয়ে গেল প্রোটিয়ারা। পুরুষ ও মহিলাদের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ মিলিয়ে প্রথমবার খেতাবি লড়াইয়ে জায়গা করে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামার পর প্রোটিয়াদের ৩১৯/৭ স্কোরে পৌঁছে দেওয়ার মূল কারিগর অধিনায়ক লরা উলভারডট (১৬৯)। ভারতের স্মৃতি মান্ধানার (১১৭ ইনিংস) পর ইনিংসের বিচারে দ্বিতীয় দ্রুততম হিসেবে উলভারডট (১১২ ইনিংস) মহিলাদের ওডিআইয়ে ৫ হাজার রানের মাইলস্টোনে পা রাখলেন। এমনকি উলভারডট প্রথম প্রোটিয়া মহিলা ক্রিকেটার যিনি ওডিআইয়ে ৫ হাজার রান করলেন। উলভারডটকে যোগ্য সংগত করেন ওপেনার তাজমিন ব্রিটজ (৪৫) ও মারিজানে ক্যাপ (৪২)।

রানতাড়ায় নেমে ক্যাপের (২০/৫) দুরন্ত বোলিংয়ে ১/৩ হয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। সেখান থেকে ন্যাট স্কিভার-ব্রান্ট (৬৪), অ্যালিস ক্যাপসি (৫০), ড্যানি ওয়াটরা (৩৪) চেষ্টা করলেও ইংল্যান্ড ৪২.৩ ওভারে ১৯৪ রানে অল আউট হয়।

ট্রফি নিয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার 'এ' দল। ছবি : রাহুল দেব

চ্যাম্পিয়ন ডিএসএ 'এ'

রায়গঞ্জ, ২৯ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার (ডিএসএ) ৮ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ডিএসএ-র 'এ' দল। রানার্স ডিএসএ-র 'বি' দল। সেরা ব্যাটার শুভম ছেত্রী। প্রতিযোগিতার সেরা আমন সাহানি। সেরা বোলার সাকিব আল হাসান। সেরা ফিল্ডার সোহেল আখতার।

টাউনের ফুটবল শুরু

বালুরঘাট, ২৯ অক্টোবর : টাউন ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হল। বুধবার উদ্বোধনী ম্যাচে পতিরামের ভোরের আলো ফুটবল দল ৩-১ গোলে রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়েছে। ক্লাবের মাঠে পতিরামের তনভীর দে, শিবলাল মুর্মু ও ম্যাচের সেরা মোহিত মণ্ডল গোল করেন। রায়গঞ্জের গোলটি প্রসেনজিৎ সাহার।

ম্যাচের সেরা মোহিত মণ্ডল। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

হার জলপাইগুড়ির

ম্যাচের সেরা হয়ে সোনুকুমার সিং। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৯ অক্টোবর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা সিনিয়ার টি২০ ক্রিকেটে বুধবার শিলিগুড়ি বিকাশ ৪ উইকেটে জলপাইগুড়ি রাইনোসার্সকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রথমে জলপাইগুড়ি ৫ উইকেটে ১৬০ রান তোলে। রজত নাগ ৫৯ রান করেন। অনীক নন্দী ২৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে শিলিগুড়ি ১৯.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬১ রান তুলে নেয়। সায়ন মণ্ডল ৪২ ও দেবজ্যোতি ঘোষ ৪১ রান করেন। ম্যাচের সেরা সোনুকুমার সিংয়ের অবদান ৪০। শোয়েব শা ১৬ ও আকাশ রায় ৪২ রানে নেন ২ উইকেট।

ইয়ং স্টারকে হারিয়ে জয়ী পিজিএইচ

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ অক্টোবর : চটহাট ফুটবলে বুধবার দেবীকান্ত সিংহ মোড় পিজিএইচ টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে গোয়ালটুলি ইয়ং স্টার ক্লাবকে হারিয়েছে। চটহাট হাইস্কুল মাঠে এদিনের তৃণমূল কংগ্রেসের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক-১ নম্বর ব্লক কমিটির এই প্রতিযোগিতায় নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। শুক্রবার খেলবে জালাস নিজাম তারা ও নিকরগছ আশরাফি।